শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সরল পদ্যানুবাদ।

৺মদনমোহন ঘোষ সঙ্কলিত।

শ্রীযাদবকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২ নং মদন ঘোষের লেন, সিমুলিয়া ষ্ট্রীট।

১৩০৬।

কলিকাতা।

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, "কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় সপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে মদীয় পরমারাধ্য পিতাঠাকুর ৺মদনমোহন ঘোষ মহাশয় জনৈক সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিৎ বন্ধুর সাহায্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পয়ার ও ত্রিপদীছন্দে অনুবাদিত করাইয়াছিলেন। গীতার তাৎপর্য্য যাহাতে জনসাধারণে, এমন কি যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় সমধিক জ্ঞান নাই তাঁহাদিগের পাঠোপযোগী হয়, তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই সদুদ্দেশে পরিচালিত হইয়া, তিনি যাহাতে অনুবাদ মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুগামী হয় ও জনসাধারণে বুঝিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রের বৈদান্তিক আলোচনায় স্থানে স্থানে বঙ্গীয় পদ্যে সকল কথা প্রয়োজনরূপে ব্যক্ত করা যদিও সহজ নয়, তথাপি অনুবাদক মহাশয় ভগবদ্‌বাক্যগুলি সাধারণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া ভাষ্যকার শ্রীধরস্বামীকে অনুগমন করতঃ, স্থানে স্থানে রামানুজ, মধ্বাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন।

পিতা ঠাকুর মহাশয়ের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থ খানি মুদ্রাঙ্কণ করিয়া সাধারণ হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন নাই। আসন্নকালে যাহাতে এই গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হয় সে বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ পর্য্যন্ত বিবিধ অসুবিধা বশতঃ সেই আদেশ প্রতিপালন করিবার ভাগ্যোদয় হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার স্নেহ পরিপূর্ণ অনুজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর পাইয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য করিতেছি। এক্ষণে সকলেরই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে অনুরাগ জন্মিয়াছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের লোকেই আমাদিগের ঋষি প্রণীত পুস্তকগুলি আলোচনা করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। এই সময়ে পুস্তক খানি প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেই আগ্রহের সহিত গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। এই গীতা খানি পাঠ করিয়া যদি কাহারও হৃদয়ে দার্শনিক প্রকৃত তত্ত্ব অনুভাবিত হয়, তাহা হইলেই আমি ... মনে করিব।

সিমুলিয়া, কলিকাতা।
১লা ফাল্গুন ১৩০...

শ্রীযাদব...

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সরল পদ্যানুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কন কথা শুনহে সঞ্জয়।
দুর্য্যোধন আদি শত আমার তনয়॥

যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যুদ্ধের ইচ্ছায় তারা হইয়া মিলন॥

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কোন কর্ম্ম করে।
বিশেষ করিয়া সব কহিবা আমারে॥

এই বাক্য শুনিয়া সঞ্জয় মতিমান।
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে করিয়া বাখান॥

পাণ্ডবের সৈন্য দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
আচার্য্য নিকটে গিয়া কহিল বচন॥

পাণ্ডবের এই সৈন্য বড়ই বিস্তার।
মন দিয়া আপনি দেখুন একবার॥

তোমার সেবক ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি।
ব্যূহ রচনাতে রক্ষা করিছে সম্প্রতি॥

ইহাতে আছেন যত বড় ধনুর্দ্ধর।
বিক্রমে বিশাল ভীম অর্জ্জুন সোসর॥

যুযুধান বিরাট দ্রুপদ মহামতি।
ধৃষ্টকেতু চেকিতান আর কাশীপতি॥

পুরুজিৎ ভোজ কুন্তি শৈব্য মহাবীর।
যুধামন্যু উত্তমৌজা দুই রণবীর॥

সুভদ্রা তনয় অভিমন্যু বীরবর।
প্রতিবিন্ধ্য আদি পঞ্চ দ্রৌপদী কোঙর॥

এ সকল মহারথি করিল গমন।
আমার সৈন্যের মধ্যে করি নিবেদন॥

সকলের প্রধান আপনি মহাশয়।
ভীষ্ম পিতামহ কুরুকুলের আশ্রয়॥

কর্ণ ধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য মহামতি।
অশ্বথামা বিকর্ণ বিষম যোদ্ধাপতি॥

ভুরিশ্রবা জয়দ্রথ আদি শূরগণ।
মোর কার্য্য সাধিতে করিল প্রাণপণ॥

যুদ্ধে বিশারদ নানা অস্ত্র শস্ত্র ধরে।
তাহাতে অধিক পিতামহ রক্ষা করে॥

তথাপি আমার সৈন্য সমর বিজয়।
অসমর্থ মনে হেন লয় মহাশয়॥

ভীম রক্ষা করিছে পাণ্ডব সৈন্যগণ।
সমরে সমর্থ হেন লয় মোর মন॥

আপনি আমার আছ সৈন্যের প্রধান।
সকল পথেতে থাক হয়ে সাবধান॥

পাছু হতে কেহ যেন না করে প্রহার।
ভীষ্মে রক্ষা কর আগে জীবন সবার॥

দুর্য্যোধন হর্ষভরে ভীষ্ম মহামতি।
সিংহনাদ করি শঙ্খ পূরে শীঘ্রগতি॥

তবে শঙ্খভেরি কত অনেক মাদল [illegible]॥
মহাশব্দে এককালে বাজ[illegible]তি।

শ্বেতবর্ণ অশ্ব টানে মহারথ খান।
তাহে অবস্থিত পার্থ সহ ভগবান ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ শব্দ গোবিন্দ করিল।
দেবদত্ত নামে শঙ্খ অর্জ্জুন পুরিল ॥
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজাইল ভীম মহাবীর।
অনন্তবিজয় শঙ্খ পুরে যুধিষ্ঠির ॥
সুঘোষ নামেতে শঙ্খ নকুল পুরিল।
মণিপুষ্প শঙ্খ সহদেব বাজাইল ॥
মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ মহামতি।
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র বিরাট নৃপতি ॥
সাত্যকি দ্রুপদ পঞ্চ দ্রৌপদীনন্দন।
অভিমন্যু মহাবীর আর রাজাগণ ॥
আপন আপন শঙ্খ সবে বাজাইল।
এককালে মহাশব্দে তুমুল হইল ॥
আকাশ পাতাল প্রতি শব্দেতে পুরিয়া।
দুর্য্যোধন প্রভৃতির বিদরিল হিয়া ॥
যুদ্ধের উদ্যোগে রত ভাই শতজন।
দেখিয়া গাণ্ডীব হস্তে করিয়া তখন ॥
গোবিন্দের আগে পার্থ কহিল বচন।
নিবেদন করি কিছু শুন দিয়া মন ॥
অর্জ্জুন বলেন বাক্য শুন ভগবান।
দুই সৈন্য মাঝে মোর রাখ রথখান ॥
যুদ্ধ অভিলাষ করি আছে রাজাগণ।
ক্ষণেক করিযে সে সবারে দরশন ॥
দুর্য্যোধন কুবুদ্ধের হিতের কারণ।
কোন কোন রাজা আইল করিবারে রণ ॥
কার সঙ্গে যুদ্ধ আমি করিব এখন।
এই সব বীর আগে করি নিরীক্ষণ ॥
এত শুনি প্রভু হৃষীকেশ।
রথ কৈল সন্নিবেশ ॥

ভীষ্ম দ্রোণ করি আর যত রাজগণ।
সকলের অগ্রে রথ করিলা স্থাপন ॥
অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণ কহিলা বচন।
হের দেখ সমরে মিলিত কুরুগণ ॥
দুই সৈন্য মধ্যে পার্থ দেখিলা তথাই।
পিতৃব্য মাতুল গুরু পিতামহ ভাই ॥
পুত্র পৌত্র মিত্রবর্গ শ্বশুর বান্ধব।
সেই সব বন্ধুগণে দেখিয়া পাণ্ডব ॥
দয়াতে আকুলচিত্ত ভাবিয়া বিষাদ।
গোবিন্দ আগেতে কিছু কহিলা সংবাদ ॥
যুদ্ধে উপস্থিত সব দেখিয়া স্বজন।
অবশ হইল অঙ্গ শুকাল বদন ॥
শরীর কম্পয় হৈল লোম হরষণ।
গাণ্ডীব খসিছে গাত্র হইছে দাহন ॥
রহিতে নারিব হেথা ভ্রমিতেছে চিত।
কাতর হইয়া কহে দেখি বিপরীত ॥
না চাহি বিজয় কৃষ্ণ রাজ্য সুখ আর।
কোন কার্য্যে রাজ্য ভোগ জীবন আমার ॥
রাজ্য ভোগ সুখ বাঞ্ছা যাহার লাগিয়া।
তারা যুদ্ধে এলো ধনপ্রাণাশা ছাড়িয়া ॥
আচার্য্য পিতৃব্য পুত্র পিতামহ ভাই।
মাতুল শ্বশুর পৌত্র শ্যালক জামাই ॥
বৈবাহিক নরপতি আছে কতজন।
নিবেদিয়ে শুন প্রভু শ্রীমধুসূদন ॥
ইহারা আমারে যদি করয় প্রহার।
তথাপি আমার ইচ্ছা নহে বধিবার ॥
তিনলোক রাজ্য লাগি নাহি লয় চিত্তে।
কোন কার্য্য এক এই পার্থিব নিমিত্তে ॥
ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের বধিয়া জীবন।
কত বড় প্রীতি মোর হবে জনার্দ্দন ॥

যদ্যপি ইহারা শত ভাই শত্রু হয়।
তথাপি বধিলে পাপ হইবে নিশ্চয় ॥
অতএব বন্ধু বধ আমি না করিব।
স্বজন বধিয়া সুখি কেমনে হইব ॥
যদি নাহি দেখি লোভে হত হয়ে চিত্ত।
তবে কুলক্ষয় হবে দোষ বিপরীত ॥
আর এক দোষ হয় মিত্রের হননে।
জানিয়া নিবৃত্ত আমি না হব কেমনে ॥
কুলক্ষয়ে কুলধর্ম্ম হইবে বিনাশ।
ধর্ম্ম নষ্ট হৈলে হবে অধর্ম্মেতে বাস ॥
অধর্ম্ম জিনিলে দুষ্ট হবে নারীগণ।
বর্ণসঙ্করের তবে হইবে জনম ॥
নিজ কুল নাশকের নরকে গমন।
সঙ্কর জন্মিলে হবে করি নিবেদন ॥
ইহা সবাকার স্বর্গবাসি পিতৃগণ।
পিণ্ডোদক লুপ্ত হয়ে পড়িবে তখন ॥
এই সব সঙ্কর কারক দোষগণ।
বিনাশিবে জাতিকুল ধর্ম্ম সনাতন ॥
কুলধর্ম্ম নষ্ট যার হয় জনার্দ্দন।
শুনিয়াছি হয় তার নরকে গমন ॥
কি আশ্চর্য্য হায় মোরা পাপে দিয়ে মন।
রাজ্যসুখ হেতু আমি বধিব স্বজন ॥
যুদ্ধ না করিব আমি হাতে লয়ে অস্ত্র।
তথাপিহ হস্তে যদি লৈয়া অস্ত্র শস্ত্র ॥
দুর্য্যোধন আদি হিংসা করয় আমার।
আমার মঙ্গল সেই করিনু নির্দ্ধার ॥
এত বলি পার্থ ধনুশর তেয়াগিয়া।
রথে বৈসে শোকাকুল হৃদয় হইয়া ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং সৈন্যদর্শন-অর্জ্জুন
বিষাদ যোগোনাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় উবাচ।

দয়াতে আচ্ছন্ন চিত, নেত্রে অশ্রু বিপরীত,
বিষাদ ভাবেন ধনঞ্জয়।
তবে প্রভু হৃষীকেশ, এই বাক্য উপদেশ
কহিলেন হইয়া সদয় ॥
কোথা গেল বীর্য্য শৌর্য্য, চাতুরি দাক্ষ্য ধৈর্য্য,
সকল হইল বিপরীত।
কোন হেতু হেনকালে, [illegible] সঙ্কট কালে,
এই মোহ হৈল উপনীত ॥
ক্ষুদ্রজনে যোগ্য হয়, উত্তমে উচিত নয়,
মোর বাক্য শুন ধনুর্দ্ধর।
স্বর্গ কীর্ত্তি হৈলে নাশ, লোকে কবে [illegible] ॥
বৃথা শোকে না হও [illegible] মতি।

তোমারে সম্ভব নয়, ক্ষুদ্রসম গ্লানি ভয়,
উঠ পার্থ করিতে সমর।
শুনিয়া গোবিন্দবাণী, যোড় করি দুই পানি,
ধনঞ্জয় করিলা উত্তর॥
আমার কুলের আর্য্য, পিতামহ দ্রোণাচার্য্য,
গুরুবৃন্দ পরমপূজিত।
বাক্যযুদ্ধে যার সনে, মহাভয় লাগে মনে,
বাণযুদ্ধ কেমনে উচিত॥
গুরুবধ না করিলে, যদি রাজ্য নাহি মিলে,
তবে নিবেদিয়ে মহাশয়।
দ্বিজ ধর্ম্ম করি শিক্ষা, মাগিয়া খাইব ভিক্ষা,
এই লোকে সেই শ্রেয় হয়॥
যদি তারা বিত্তলোভে, সমরে আইসে ক্ষোভে,
তথাপি না হয় উপযোগ।
গুরুবধ মহাপাপ, করিয়া পাইব তাপ,
ভুঞ্জিব রুধির মাখাভোগ॥
কিবা আমি জিনি রণ, কিবা রাজা দুর্য্যোধন,
নাহি জানি একই নির্দ্ধার।
করিয়া যাহার নাশ, জীবনে না করি আশ,
তাহারা সমরে শতজন॥
এই কার্য্য অন্য হয়, আর দোষ কুলক্ষয়,
দুই দোষে সৈন্য হবে হত।
যুদ্ধ ছাড়ি ভিক্ষা কর্ম্ম, জিজ্ঞাসি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম,
ইহা নয় বেদে অভিমত॥
যে মোর মঙ্গল হয়, পরলোক নষ্ট নয়,
সেই কথা কহ হৃষীকেশ।
সেবক শরণাগত, যত মোর অভিমত,
কৃপা করি কর উপদেশ॥
[illegible] অধিকার, [illegible] পৃথিবীও স্বর্গ আর,
[illegible] দেখি উপায়।
ইন্দ্রিয় শোষণকর, এই শোক গদাধর,
যে কর্ম্ম করিলে দূর হয়॥
এত কহি কহে সার, যুদ্ধ না করিব আর,
শোক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া।
কৃষ্ণ আগে এই কথা, কহিয়া অর্জ্জুন তথা,
মৌনধরি রহিলা বসিয়া॥
শুনিয়া এতেক বাণি, সর্ব্বদেব শিরোমণি,
হাসিয়া কহিলা যদুরায়।
জন্মমৃত্যু ভয়নাশ, সদা পড় গীতাভাষ,
শ্রবণে শমন ভয় যায়॥
ধনঞ্জয়ে বিষণ্ণ দেখিয়া ভগবান।
নানা পরকারে তত্ত্ব তাহাকে বুঝান॥
অশোচ্য বিষয় শোক করহ সর্ব্বথা।
জ্ঞানি হয়ে কহ তুমি মুর্খ প্রায় কথা॥
কি জীয়ন্ত কিবা মরা উভয় কারণ।
কদাচিত শোক না করয় বুধজন॥
লীলা করিবারে আর ভারতের ভার।
কার্য্য অনুসারে হয় নাহিক অভার॥
চিদানন্দ ময় তার কারণ কারণ।
বেদ না বুঝিয়া বাদ করে অন্ধজন॥
তুমি আর এই যত দেখ রাজাগণ।
পূর্ব্বেতে আছিল সব আছয় এখন॥
পশ্চাৎ থাকিবে ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অজ্ঞনিষ্ঠ জ্ঞানরূপ নষ্ট নাহি হয়॥
কৌমার যৌবন জরা শরীরে যেমন।
বিনা যত্নে হয় যায় না রহে কখন॥
দেহান্তর প্রাপ্তি হেনমত ব্যবহার।
পণ্ডিতে না ভুলে ভেদ জানয় তাহার॥
ইন্দ্রিয়গণের হৈলে বিষয় সংযোগ।
তবে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ আদি ভোগ॥

রৌদ্রেতে রহিলে যেন উষ্ণ পীড়া করে।
শীত লাগে রহিলেই জলের ভিতরে॥
পুনঃ পুনঃ হয় যায় কিন্তু স্থির নয়।
এতেক বুঝিয়া ক্ষমা দেহ ধনঞ্জয়॥
ইহারা যাহাকে দুঃখ না দেয় কখন।
সম সুখ দুঃখ সেই মুক্তির ভাজন॥
অতিশয় সহিতে শরীর নাশ যায়।
যদি বল তবে তার কহিয়ে উপায়॥
অনিত্য শীতাদি ধর্ম্ম না রহে কখন।
জন্ম জরা মৃত্যু শূন্য আত্মা সনাতন॥
দেহধর্ম্ম আত্মাধর্ম্ম উভয়ের ভেদ।
দেখিয়া পণ্ডিত জনা নাহি করে খেদ॥
জগতে ব্যাপক অবিনাশী জান তাঁরে।
অব্যয় স্বরূপ আত্মা কে নাশিতে পারে॥
সর্ব্বকাল একরূপ না হয় বিনাশ।
জীব আত্মা দেহধারি শুদ্ধ চিদ্রাভাস॥
মরণ শীতাদি বস্তু এই দেহ তার।
তত্ত্ব দরশনে কহে করিয়া বিচার॥
বিনাশ রহিত আত্মা নাহি পরিচ্ছেদ।
সে জনা না করে খেদ যে বুঝে সে ভেদ॥
মিছা শোকে নিজ ধর্ম্ম না কর তেয়াগ।
যুদ্ধ কর শুনহে ভারত মহাভাগ॥
আত্মা মরে যে বলে যে কহে আত্মা মারে।
সেই দুইজনা অজ্ঞ সংসার ভিতরে॥
জন্মমৃত্যু হ্রাসবৃদ্ধি পরিণাম ছিল।
দেহনাশে নাশ নাই সর্ব্বদা কহিল॥
যেবা কহে আত্মা জন্ম মরণ রহিত।
সে কেন মারিতে কারে হয় উপস্থিত॥
আর কোন জনা যদি কোন জনে মারে।
সে জন প্রবৃত্ত নহে তাহার ব্যাপারে॥

পুরাতন বস্ত্র ছাড়ি নবীন বসন।
যেমন সকল লোকে করয় গ্রহণ॥
হেনমত জীব জন্তু দেহ তেয়াগিয়া।
নবীন শরীর পায় শুন মন দিয়া॥
অস্ত্রে নাহি কাটে অগ্নি না করে দাহন।
জলে নাহি পচে আত্মা না শোষে পবন॥
অচ্ছেদ অদহ এই অক্লেদ অশোষ্য।
সর্ব্বকাল একরূপে থাকয় অবশ্য॥
সুস্থির স্বভাব হয় সর্ব্বত্র ব্যাপিত।
ইন্দ্রিয় গোচর নহে আকার রহিত॥
মনের অচিন্ত্য বস্তু নাহিক বিকার।
এতেক জানিয়া শোক না করহ আর॥
দেহের জনমে যদি জন্ম কর্ম্ম মান।
দেহ নাশে মৃত্যু ব্যবহারে যদি জান॥
তথাপিহ মহাবাহু শোক অকারণ।
মরিলে জনম আছে জন্মিলে মরণ॥
এ দুই খণ্ডিতে আছে কাহার শকতি।
যে জন খণ্ডিতে পারে সে লভে ভকতি॥
শরীর কারণ আদি প্রধান প্রকৃতি।
প্রলয়ের পর পুনঃ সেইরূপে স্থিতি॥
জন্মমৃত্যু মধ্যে কিছু কাল ব্যবহার।
সে বিষয়ে কোন শোক বিলাপ কাহার॥
অলৌকিক বস্তু আত্মা নিত্যসুখময়।
দেহ অভিমানে তার সুখ দুঃখ হয়॥
তার মূল ত্রিগুণান্তঃকরণ সম্বন্ধ।
যাহা হতে জন্ম মৃত্যু রূপ ভববন্ধ॥
বাদিয়ার বাজি তুল্য দুর্ঘট ঘটনা।
শাস্ত্র গুরু উপদেশে দেখে কোন জনা॥
আশ্চর্য্যের তুল্য এই বলে কোন জনে।
আশ্চর্য্যের মত কেহ করয় শ্রবণ দৃষ্টি।

দেখিয়া কহিয়া আর করিয়া শ্রবণ।
তথাপি ইহাকে নাহি জানে কোন জন॥
আত্মা নিত্য সর্ব্বদেহে কভু বধ্য নয়।
অতএব নাহি কিছু শোকের বিষয়॥
কম্পিত না হও পুনঃ দেখিয়া স্বধর্ম্ম।
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হইতে বড় কোন কর্ম্ম॥
অনায়াসে লভে মুক্তি স্বর্গের দুয়ার।
সেই জন বড় ভাগ্যবন্ত থাকে যার॥
যদি এই ধর্ম্ম উক্ত যুদ্ধ না করিবে।
তবে ধর্ম্ম কীর্ত্তি ছাড়ি পাতক ভুঞ্জিবে॥
তোমার অকীর্ত্তি লোক কহিবে অনেক।
উত্তমের অপযশ মৃত্যু অতিরেক॥
ভয়ে যুদ্ধ তেজিলে কহিবে বীরসব।
শ্রেষ্ঠ হইয়া লঘু স্থানে পাইবা লাঘব॥
সামর্থ্য নিন্দিবে মন্দ বলিবে অপার।
শত্রুগণ নিন্দা সম কোন দুঃখ আর॥
মরিলে পাইবে স্বর্গ নাহি ব্যভিচার।
জিনিলে করিবে ভোগ রাজ্য অধিকার॥
অতএব যুদ্ধে মন করিয়া নিশ্চয়।
মিথ্যা শোক ত্যাগ কর কুন্তীর তনয়॥
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়।
সমভাব করি যুঝ নাহি পাপ ভয়॥
এই বুঝি দেহে আত্মতত্বের বিচারে।
বিশেষ করিয়া আমি কহিনু তোমারে॥
কর্ম্মযোগ বুদ্ধি কহি শুন মন দিয়া।
যাহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ যাইবে খসিয়া॥
আরম্ভ হইলে পুণ্য নাশ নাহি যায়।
অঙ্গ ভঙ্গে কদাচিত নাহি প্রত্যবায়॥
ধর্ম্মের অল্প যদি করে অনুষ্ঠান।
হইতে পায় পরিত্রাণ॥

ঈশ্বরেতে ভক্তি হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
দৃঢ়তর এই চিত্ত করিয়া নিশ্চয়॥
ঈশ্বর অর্পিত কর্ম্ম করে আচরণ।
সেই কর্ম্মযোগ হয় ভক্তির কারণ॥
ব্যবসা-আত্মিকা বুদ্ধি হয় একরূপ।
অব্যবসায়ের বুদ্ধি অনেক স্বরূপ॥
গুণকর্ম্ম ভেদে জন্মে বাসনা অনন্ত।
তার ভোগ ভুঞ্জে জীব জীবন পর্য্যন্ত॥
বিষলতা পুষ্প যেন দেখিতে সুন্দর।
ঘ্রাণ লইলে করে তার শরীর জর্জ্জর॥
এইমত জানি তবু বেদ ফলশ্রুতি।
না জানিয়া অর্থ লোক করে তার স্তুতি।
পাইব অক্ষয় স্বর্গ হইব অমর।
আর কোন কর্ম্ম আছে ইহার উপর॥
কামেতে অজ্ঞান চিত্ত অন্য নাহি জানে।
স্বর্গ ভোগ প্রাপ্তি ফল বড় করি মানে॥
জন্ম কর্ম্ম নাহি যায় হয় পুনরায়।
নানারূপ কর্ম্ম কাণ্ড আছয় নিশ্চয়॥
হেন কর্ম্ম প্রশংসয় যেই বেদগণ।
সে বেদ বাখানে হৈয়া প্রফুল্ল বদন॥
কামলোভে হরিয়া লইল যার মন।
ঈশ্বরে তাহার নিষ্ঠা না জন্মে কখন॥
স্বর্গ আদি যত লোক কেহ সত্য নয়।
কেমন প্রকারে স্বর্গ ভুঞ্জিবে অক্ষয়॥
ত্রিগুণে স্বকাম অধিকারে যেই জন।
তাহাকে বুঝায় সেই সব শ্রুতিগণ॥
তুমিত নিষ্কাম হও ফল তেয়াগিয়া।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সমান ভাবিয়া॥
সত্বগুণ কার্য্যে হয় যে সব আচার।
সর্ব্বদা সে সব কথা কর ব্যবহার॥

রাখিতে প্রস্তুত দ্রব্য না করি যতন।
অপ্রস্তুত দ্রব্য লাগি না করি ক্ষোভন॥
সর্ব্ব অন্তর্য্যামি আত্মা পরম ঈশ্বর।
তারে ভজ এই বিশ্ব জানিয়া নশ্বর॥
স্নান পান সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি যাতে হয়।
যেজানে সেজনা যায় সেই জলাশয়॥
অল্প জলে সর্ব্বকর্ম্ম নহে নির্ব্বাহন।
না বুঝিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে আশ্রমি যে জন॥
এইমত বেদ জ্ঞানে ব্রাহ্মণ আচরে।
মোক্ষ হেতু ফল ত্যাগ কর্ম্ম মাত্র করে॥
কর্ম্মে অধিকার আছে আচার এখন।
জ্ঞানি তুমি কর্ম্মফলে নাহি দিও মন॥
প্রবৃত্ত না হও কর্ম্মে ফলের কারণ।
বন্ধ ভয়ে কর্ম্মত্যাগে না কর যতন॥
কর্ত্তা ভর্ত্তা অভিমান দূরে তেয়াগিয়া।
কর্ম্ম কর ঈশ্বরেতে তৎপর হইয়া॥
এইরূপ কর্ম্মফলে হয় জ্ঞানলাভ।
সিদ্ধি অসিদ্ধি তার হয় সমভাব॥
যোগ শব্দে অর্থ এই সমভাব চিত্ত।
কর্ম্ম কর ভক্তি যোগ পাবার নিমিত্ত॥
ব্যবসা-আত্মিকা বুদ্ধি হৈতে ধনঞ্জয়।
কার্য্য কর্ম্ম দূরে রহে অতি তুচ্ছ হয়॥
বুদ্ধি হেতু কর্ম্ম কর দণ্ডাইয়া মন।
হীনবুদ্ধি সেই সব ফলাকাঙ্ক্ষি জন॥
পুণ্য পাপ এই দুই জীবের বন্ধন।
ভক্তজনা এই জন্মে করয় খণ্ডন॥
অতএব কর্ম্ম কর জ্ঞানের কারণ।
কর্ম্মের কৌশল মোক্ষ হেতু সম্প্রদান॥
কর্ম্মফল ত্যজি জ্ঞানী ভকত হইয়া।
বন্ধমুক্ত হৈয়া যায় বৈকুণ্ঠ চলিয়া॥

দেহ পুত্র বৃত্তি আদি যত পরিবার।
এ সকল আমা বুদ্ধি অতি দুর্নিবার॥
ভক্তি হৈতে ঈশ্বরের করুণা পাইয়া।
যখন আমার বুদ্ধি যাইবে তরিয়া॥
এ সমস্ত নিয়া যেবা করে আচরণ।
এ দুয়েতে তখন নাহিক প্রয়োজন॥
লৌকিক বৈদিক নানা শুনিয়া উপায়।
নিরবধি সে সব বিষয়ে মন ধায়॥
তাহা ছাড়ি যবে বুদ্ধি সুস্থির হইবে।
সর্ব্বদা ঈশ্বর ভাবে একান্ত রহিবে॥
তখন পাইবে তুমি পরাভক্তিযোগ।
যাহা হৈতে খণ্ডিবে সংসার দুঃখ ভোগ॥
অর্জ্জুন কহেন হরি করি নিবেদন।
স্বভাব সমাধি সিদ্ধি হয় যেই জন॥
কিরূপ লক্ষণ তার কিরূপ কথন।
কোনরূপে থাকে করে কিরূপ গমন॥
গোবিন্দ বলেন পার্থ শুন দিয়া মন।
সিদ্ধের লক্ষণ হয় অন্যের সাধন॥
সর্ব্বকাম ত্যজি যবে হয় আত্মারাম।
স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া তখন হয় নাম॥
দুঃখেতে উদ্বেগ নাহি সুখে নাহি লোভ।
রাগ ভয় ক্রোধ শূন্য কিছু নাহি ক্ষোভ॥
মুনি শব্দে বলে যেই রূপের বিধান।
কোন স্থানে শ্রম নাহি সর্ব্বত্র সমান॥
অন্য হৈতে যবে সুখ দুঃখ উপজয়।
ঈশ্বরেতে মন থাকে নির্ম্মল আশয়॥
করিতে বৈরাগ্য যদি করয়ে যতন।
তথাপিহ না হইবে শুনহ অর্জ্জুন॥
ক্ষোভ হেতু ইন্দ্রিয় বড়ই দুরাচার।
বলেতে হরিয়া চিত্ত লয়ত তাহার॥

তাহাকে করিয়া সব আমা পরায়ণ।
যে হয় সে জন যোগী তার স্থির মন॥
বিষয় ভাবিলে ক্রমে তাহাতে আসক্তি।
তাহা হৈতে কাম জন্মে না হয় বিরক্তি॥
কেহ যদি ভঙ্গ করে সেইত কামনা।
তবে ক্রোধ হৈতে নষ্ট হয় বিবেচনা॥
শাস্ত্র গুরু উপদেশ না রহে স্মরণ।
মৃত্যু তুল্য থাকে যায় বুদ্ধির চেতন॥
বিষয়ের এই দোষ করিয়ে ভাবনা।
তথাপিহ ছাড়িতে নারয় কোন জনা॥
তবে বা ঈশ্বরে নিষ্ঠা জন্মিবে কেমনে।
উপায় কহিয়ে তার শুন এক মনে॥
ইন্দ্রিয় সহিত মন বশতা করিয়া।
কর্ম্ম উপার্জ্জিত ভুঞ্জে আসক্তি ত্যজিয়া॥
এইমত আচার করিলে শান্তি পায়।
তাহার সকল দুঃখ অবশ্য পলায়॥
সমভাব হৈয়া চিত্ত হইলে প্রসন্ন।
ঈশ্বরে নিশ্চলা বুদ্ধি হয়ত উৎপন্ন॥
অবশ ইন্দ্রিয় যার তার নাহি বুদ্ধি।
কিমতে ভাবিবে তার চিত্ত নহে শুদ্ধি॥
ঈশ্বরে ভাবনা নিষ্ঠা হয় সুদুর্ল্লভ।
শান্তি বিনা নহে মোক্ষ সুখ অনুভব॥
সকল ইন্দ্রিয় করে বিষয় ভ্রমণ।
সে কৌতুক দুরে যদি একজন॥
মনের সহিত করে বিষয় সঞ্চার।
সেই ক্ষণে হরে প্রজ্ঞা না রহে বিচার॥
কর্ণধারানবধানে যেন বায়ু বেগে।
দৃষ্টান্তে যেমন নৌকা যায় নানাদিগে॥
অতএব মহাবাহু ইন্দ্রিয় সকল।
যাহার বশেতে স্থির বুদ্ধি নিরমল॥
জ্ঞাননিষ্ঠাবিষয়ীর রজনী সমান।
তাহাতে জাগয়ে যোগি হৈয়া সাবধান॥
জ্ঞানির বিষয়নিষ্ঠা রাত্রি তুল্য হয়।
সর্ব্বভূত সতর্কেতে তাহাতে জাগয়॥
যত নদনদীগণ সমুদ্রেতে পড়ে।
সুস্থির স্বভাব সিন্ধু তথাপি না নড়ে॥
হেনমত সুখ দুঃখ সংযোগ হইলে।
স্থির মতি যেইজন কদাচ না চলে॥
নানাদেশ হতে জল সমুদ্রেতে যায়।
সেইমত সর্ব্বকাম তাহারে যোগায়॥
যেজনা নিন্দয় শান্তি শাস্ত্রের বচন।
কামনা করিলে সিদ্ধি না হয় কখন॥
উপস্থিত ভোগ দেখি করয় উপেক্ষা।
অপ্রাপ্তি ভোগের লাগি না করে অপেক্ষা॥
এধন আমার আমি এই অহঙ্কার।
কদাচিত যার নাহি মুক্তি হয় তার॥
বেদের তাৎপর্য্য এই কহিনু তোমারে।
ইহা যেই জানে মোহ না লাগে তাহারে॥
আজন্ম যে করে তার কিসের অভাব।
অন্তকালে যদি হয় তবু মোক্ষ লাভ॥
শ্রীগুরু কমল পদে করিয়া প্রণতি।
পয়ার রচিল সাংখ্য যোগের বিভূতি॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং সাংখ্যযোগোনাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

অৰ্জ্জুন বলেন নিবেদিয়ে জনার্দ্দন।
কর্ম্ম হৈতে বড় জ্ঞান যদি নারায়ণ॥
তবে কেন মহা হানাহানি ঘোর কর্ম্মে।
আমারে প্রবৃত্ত কর এই যুদ্ধধর্ম্মে॥
জ্ঞান কর্ম্ম দুই তুমি করহ প্রশংসা।
মোর সাধ্য নহে বাক্য করিতে মীমাংসা॥
এক কথা উপদেশ কর দাঁড়াইয়া।
সংসার তরিয়া যাই তাহা আচরিয়া॥
এতেক শুনিয়া তবে প্রভু ভগবান।
কহিলেন শুন পার্থ হৈয়া সাবধান॥
অধিকারি ভেদে পূর্ব্বে পৃথক্ করিয়া।
জ্ঞান কর্ম্ম দুই কহিয়াছি বিবরিয়া॥
কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ একমার্গ হয়।
অধিকারি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আচয়য়॥
কর্ম্মযোগে জ্ঞানির আছয় অধিকার।
চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত তাহার অধিকার॥
জ্ঞাননিষ্ঠ জন মিলে কর্ম্ম তেয়াগিয়া।
ধ্যানযোগে নিষ্ঠা হয় একান্ত হইয়া॥
কর্ম্ম না করিলে কদাচিত নহে জ্ঞান।
সে জনার সন্ন্যাসেতে নাহি পরিত্রাণ॥
ক্ষণমাত্র কোন জনা কর্ম্ম না করিয়া।
কদাচ রহিতে নারে সুস্থির হইয়া॥
প্রকৃতির গুণে জীব হৈয়া নিয়োজিত।
অবশ হইয়া কর্ম্ম করে হিতাহিত॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় বাহিরে করিয়া সম্বরণ।
অন্তরে বিষয়কর্ম্ম করয় স্মরণ॥
সেই জনা জড়মতি হয় মিথ্যাচার।
সংসার হইতে কভু না হয় নিস্তার॥
অন্তরে ইন্দ্রিয়গণ করিয়া দমন।
অবশ্য করয় কর্ম্ম উত্তম যে জন॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়।
কর্ম্মত্যাগ হৈতে আচরণ ভ্রষ্ট হয়॥
কর্ম্মত্যাগে দেহ যায় নহে নির্ব্বাহণ।
বিষ্ণুপ্রীতি বিনা কর্ম্ম করণবন্ধন॥
কর্ম্ম কর বিষ্ণু আরাধনার লাগিয়া।
অনাসক্ত রূপে ফল দূরে তেয়াগিয়া॥
যজ্ঞের সহিত প্রজা করিয়া সৃজন।
প্রজাপতি পূর্ব্বে এই কহিলা বচন।
ইহা হৈতে হবে তোমা সবাকার বৃদ্ধি।
যজ্ঞ কর সকল হইবে ইষ্ট সিদ্ধি॥
যজ্ঞ দ্বারা দেবতার কর আরাধনা।
সন্তুষ্ট হইয়া দিবে সকল কামনা॥
তার দত্ত ভোগ ভুঞ্জে না দেই তাহারে।
সেই চোর যমদণ্ডি শাস্ত্রের বিচারে॥
বেদপাঠ হোম আর অতিথি সেবন।
বলি বৈশ্য দেব পিতৃলোকের অর্পণ॥
এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ বেদের বিধান।
আচরিয়া শেষে ভুঞ্জে সেই ভাগ্যবান॥
পঞ্চসূনা জন্য পাপ না লাগে তাঁহারে।
না করিলে পাপক্ষয় সে পাপী [illegible]॥
অন্নের বিকারে শুক্রশোণিত [illegible]তি।
বৃষ্টি হৈতে হয় সেই অন্ন [illegible]

যজ্ঞদ্বারে আদিত্যের কর আরাধন।
তুষ্ট হৈয়া সূর্য্যদেব দিবেন বর্ষণ ॥
কর্ম্ম হৈতে হয় সর্ব্ব যজ্ঞের উৎপত্তি।
বেদের নিদান সব ক্রিয়ার প্রকীর্ত্তি ॥
পরব্রহ্ম আপনি বেদের জন্মস্থান।
ব্যাপক ব্রহ্মের সদা যজ্ঞে অধিষ্ঠান ॥
যজ্ঞ হৈতে প্রাপ্তি হয় সেই ভগবান।
অতএব কর্ম্ম কর হৈয়া সাবধান ॥
ঈশ্বর হইতে কর্ম্ম চক্রের প্রবর্ত্তি।
যে জনা ইহার নাহি করে অনুবর্ত্তি ॥
পাপমাত্র আয়ু তার কোথা হবে পুণ্য।
ইন্দ্রিয় তর্পণ বত ভক্তি পথে শূন্য ॥
তোমারে কহিয়ে শুন পৃথার তনয়।
বৃথা জীয়ে সংসারেতে সেই দুরাশয় ॥
জ্ঞান ভক্তি পুণ্য নাহি যে করে স্বধর্ম্ম।
তার লাগি প্রশংসা করয় কর্ম্মাকর্ম্ম ॥
আত্মাতে করিয়া প্রীতি অন্য নাহি মানে।
সে আনন্দে তৃপ্তি সদা কিছুই না জানে ॥
আত্মা লাভে সন্তুষ্ট অপেক্ষা নাহি যার।
নিত্যনৈমিত্তিক কথা কিছু নাহি তার ॥
করিতে তাহারে কর্ম্ম কিছু নাহি হয়।
না করিলে দুরাদৃষ্ট কদাচিত নয় ॥
দেবতায় যার কিছু করিতে না পারে।
মোক্ষ ত্যাগি অন্য কারে আশ্রয় না করে।
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ফল নাহি চায়।
হেন কর্ম্ম হৈতে জীব তত্ত্ব জ্ঞান পায় ॥
জনকাদি পূর্ব্বে যত রাজঋষিগণ।
[illegible]তি হৈল তারা জ্ঞানের ভাজন ॥
[illegible]দি তুমি কর মন।
[illegible]শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ কারণ ॥

বড় লোকে ভাল মন্দ কর্ম্ম যে আচরে।
দেখিয়া শুনিয়া তাহা অন্য লোকে করে
উত্তমে যে কর্ম্ম শাস্ত্র বড় করি মানে।
সেই অনুসারে অন্য যায় সাবধানে ॥
তিন লোকে আমার অসাধ্য নাহি কার্য্য
কর্ম্ম জন্য ফল লাভ কিছু নাহি ধার্য্য ॥
তথাপিহ কর্ম্ম করি লোকেব কারণ।
আমার দৃষ্টান্ত লোক করিবে গ্রহণ ॥
আমি কর্ম্ম না করিলে লোকে হয় নষ্ট।
বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি প্রজা হয় ভ্রষ্ট।
ফলেতে আসক্ত হৈয়া হয় যত জন ॥
যেমন করয় কর্ম্ম করিয়া যতন।
সেই মত জ্ঞানি কর্ম্ম করে আচরণ।
ফলাকাংক্ষি হৈয়া লোক সংগ্রহ কারণ ॥
কর্ম্ম না করিলে চিত্ত শুদ্ধি নাহি হয়।
মন শুদ্ধি না হইলে জ্ঞান না জন্ময় ॥
না বুঝিয়া পূর্ব্বে যদি কর্ম্ম ত্যাগ করে।
ভ্রষ্ট হৈয়া পড়ে তবে নরক ভিতরে ॥
অতএব জ্ঞানি জন জানিয়া বিশেষ।
আগেতে না করে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ।
প্রকৃতি হইতে জন্মে ইন্দ্রিয়ের গণ।
আপন বিষয় তারা করয় গ্রহণ ॥
অহঙ্কারে মদবুদ্ধি ভেদ নাহি জানে।
আপনি তাহার কর্ত্তা সত্য করি মানে ॥
আমিত ইন্দ্রিয় নই মোর নাহি কর্ম্ম।
ইন্দ্রিয় বিষয়ে পড়ে এই ধারা ধর্ম্ম ॥
তত্ত্ববেত্তা এইরূপে জানিয়া বিভাগ।
কর্ম্ম মাত্র করে তাথে না জন্ময় রাগ ॥
প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব রজ তম তিন।
তাহাতে আসক্তি হৈয়া হয় মতি হীন ॥

যখন যে গুণ বাড়ে তখন তাহার।
কর্ম্ম করে আসক্ত হৈয়া নাকরে বিচার॥
কর্ম্ম অধিকারি হয় অজ্ঞ যত জন।
সর্ব্বত্র তাহার বুদ্ধি না করে বিচরণ॥
তত্ত্ববেত্তা কর্ম্ম করে লোকের কারণ।
তুমিত যদ্যপি হও জ্ঞানের ভাজন॥
আমাতে সকল কর্ম্ম করি সমর্পণ।
ঈশ আরাধনা করি এই কর মন॥
মনে কর নয় মোর হিতের সাধন।
কাম শোক ত্যাগ করি তুমি কর রণ॥
যে জন আমার মত অনুষ্ঠান করে।
দুঃখরূপ কর্ম্ম বলি না ভাবে অন্তরে॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া করে সর্ব্বদা পালন।
তাহার সকল কর্ম্ম হয় বিমোচন॥
মোর হিংসা তর্ক কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখিয়া।
যে মম মতাবলম্ব না করে নিন্দিয়া॥
তাহাতে জানিও তুমি বিবেক রহিত।
কর্ম্মজ্ঞানযোগব্রহ্ম উভয় বর্জ্জিত॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া দমন।
নিষ্কাম হইয়া তবে কেনে সর্ব্ব জন॥
কর্ম্ম নাহি করে এই তোমার সংশয়।
যদি থাকে তবে কহি শুন ধনঞ্জয়॥
গুণ দোষ জ্ঞান যার থাকে হেন জন।
স্বভাবের অনুরূপ করে আচরণ॥
সর্ব্বভূত চলে স্বভাবের অনুসারে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তার কি করিতে পারে॥
সর্ব্ব ইন্দ্রিয়েতে আছে বিষয়েতে প্রীতি।
তার বিপক্ষেতে হয় এই বিপরীত॥
কদাচিত এ দোহার বশ নাহি হবে।
বলবান শত্রু দুই নিশ্চয় জানিবে॥

স্রোত বেগে ভাসিয়া সতত মন যায়।
সমুদ্রের মধ্যে পড়ে জ্ঞান নাহি পায়॥
এইরূপ রাগ দ্বেষ বশ হৈয়া লোক।
ভব সাগরেতে ডুবি ভুজে দুঃখ শোক॥
শ্রুতিপাঠ পূর্ব্বে শাস্ত্র গুরু উপদেশ।
নৌকার আশ্রয় করে তবে নাহি ক্লেশ॥
সাঙ্গ পরধর্ম্ম যদি করে অনুষ্ঠান।
তাহাহৈতে অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম প্রধান।
স্বধর্ম্মে মরণ ভাল নাহি জন্মে পাপ।
পরধর্ম্মে মহাপাপ অন্তে হয় তাপ॥
অর্জ্জুন কহেন শুন বৃষ্ণির নন্দন।
কাহার বলেতে পাপ করে সর্ব্বজন॥
রাজ বলে বেগারিকে যেন লৈয়া যায়।
বাঞ্ছা না করিলে পাপ তেমনি করায়॥
গোবিন্দ কহেন কথা শুন ধনঞ্জয়।
কাম ক্রোধ এই দুই এক বস্তু হয়॥
কামের বিক্ষতি হৈলে ক্রোধের জনম।
অতএব এক বলি এই তো নিয়ম॥
রজগুণ হৈতে হয় কাম আবির্ভাব।
কেহ পূরাইতে নারে দুরন্ত প্রভাব॥
এইতো জানিহ শত্রু পরম প্রচণ্ড।
কেমন সে জনা সেই ইহা করে দণ্ড॥
সহজ ধর্ম্মেতে রতি করে আবরণ।
আগন্তুক মলে আচ্ছাদয় দরপণ॥
জরায়ুতে যেন গর্ভ দীয়ত বেষ্টিত।
সেই মত জ্ঞান এই কৈল আচ্ছাদিত॥
অগ্রেতে বিষয় ভোগ কালে জন্মে সুখ।
অন্তে ভোগ জন্মে তার বড় হয় দুঃখ॥
জ্ঞানির কিঞ্চিৎ সুখ নাহি ভোগ রীতি।
দুঃখ পায় মিথ্যা অভিনিবেশ [illegible]

বিবেকির জ্ঞান এই করে আচ্ছাদন।
এ সকল নিত্য বৈরি অনর্থ কারণ ॥
কার শক্তি পুরাইতে বড়ই দুষ্কর।
শোক সন্তাপের হেতু অগ্নির সোসব ॥
দর্শন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে।
লোকেতে প্রসিদ্ধ যে ইহাতে কাম জন্মে ॥
সংকল্পরূপেতে মন করয় আশ্রয়।
পশ্চাতে বুঝিয়া রহে হইয়া নিশ্চয় ॥
এ সকল দ্বারে এই বিবেকি হইয়া।
আত্মাকে দুঃখিত করে মোহিত করিয়া ॥
শুন হে ভারতশ্রেষ্ঠ আমার বচন।
ইন্দ্রিয়গণের আগে করিয়া দমন ॥
শাস্ত্রগুরু উপদেশ আর ধর্ম্ম জ্ঞান।
সকল শাস্ত্রের হেতু এই তো প্রধান ॥
ইহার বিনাশ কর হৈয়া সাবধান।
উপায় কহিয়ে তার শুন বলবান্ ॥
দেহ পুত্র আদি হৈতে ইন্দ্রিয়েরগণ।
সূক্ষ্মরূপে ভিন্ন হয় বেদ নিরূপণ ॥
তাহা হৈতে মন ভিন্ন বুদ্ধি তার পর।
যে বুদ্ধির পর সেই আত্মা মন কর ॥
সুখ দুঃখ সম্বন্ধ নাহিক কিছু তার।
বাসনাতে বদ্ধ হৈয়া করে ব্যবহার ॥
এত তো বুঝিয়া মন করিয়া নিশ্চল।
বশ কর কামরূপ শত্রু মহাবল ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই যোগ পূর্ব্বে করিয়াছি সূর্য্য স্থানে।
সূর্য্য কহিলেন বৈবস্বত বিদ্যমানে ॥
ইক্ষাকু পুত্রকে মনু উপদেশ দিলা।
এই পরম্পরায় রাজর্ষি জানিলা ॥
চিরকালে সেই যোগ হইল বিনাশ।
তোমাকে কহিল এবে শুন হে বিশ্বাস ॥
তুমি মোর সখা ভক্ত তাহার কারণ।
[illegible] যোগ কহিল রহস্য পুরাতন ॥
[illegible] জন্ম ইদানী তোমার।
[illegible]তে জন্ম এইত নিদ্ধার ॥
তাহাকে কহিলা তুমি জানিব কেমনে।
এইত সন্দেহ মোর বড় হইল মনে ॥
গোবিন্দ বলেন জন্ম তোমার আমার।
কত শত গেল সংখ্যা কে করে তাহার ॥
আমিত সর্ব্বজ্ঞ মোর সর্ব্বস্ব বিদিত।
তুমি নাহি জান হৈয়া অবিদ্যা মোহিত ॥
পরম ঈশ্বর আমি জন্ম মৃত্যু শূন্য।
সাদানন্দবিগ্রহ নাহিক পাপ পুণ্য ॥
মায়া দ্বারে করি জন্ম কর্ম্ম ব্যবহার।
অন্য কে জানিতে পারে বিশেষ তাহার ॥

তখন তখন হয় আমার প্রকাশ।
সাধুর করিতে রক্ষা দুষ্টের বিনাশ॥
এই রূপে যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপন।
করিতে করিয়ে আমি শরীর গ্রহণ॥
তোমাকে কহিয়ে শুন করিয়া বিশ্বাস।
শোকার্ত্তির জন্ম কর্ম্ম নাহিক সম্ভাষ॥
যে জন ইহার তত্ত্ব জানিবে বিষয়।
মরিয়া তাহার জন্ম পুন নাহি হয়॥
কামক্রোধ ভয় সব দূরে তেয়াগিয়া।
আমাকে একান্ত ভজে আশ্রয় করিয়া॥
জ্ঞানযোগে করিয়া বৈরাগ্য সম্প্রদান।
শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারে শুদ্ধ হৈয়া মন॥
আমাতে পরম ভক্তি তখন লভিয়া।
কত শত জন গেলা সংসার তরিয়া॥
সকাম নিষ্কাম রূপ দুই পরিষ্কার।
লোকেতে ভজন মার্গে আছে এ প্রচার॥
যে জনা যে ভাবদ্বারে ভজয় আমারে।
ভাবরূপ ফল দিযে দয়া করি তারে॥
দুরারাধ্য আমাকে জানিয়া জড়মতি।
শীঘ্র ফল প্রাপ্তি লাগি ভজয় বিভুতি॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
আমা হৈতে হয় গুণভেদেতে উৎপত্তি॥
অতএব কর্ত্তা আমি হই সবাকার।
অভিমান কর্ত্তা শূন্য কর্ত্তা নাহি তার॥
পরম ঈশ্বর আমি অনাদি নির্ধাম।
কহিলাম শুভাশুভ নালাগে কখন॥
কদাচিত কর্ম্মফলে নাহিক বাসনা।
নাহি জানি কর্ম্ম সমর্পয় অন্যজনা॥
এইমত আমাকে জানয় যেই জন।
সর্ব্বদা খণ্ডয় তার কর্ম্মের বন্ধন॥

এতেক জানিয়া পূর্ব্বে রাজঋষিগণ।
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কৈলা আচরণ॥
পূর্ব্বে মুখ্য গণে আচরিত এই মত।
কর্ম্ম করি ভীত নাহি হও কদাচিত॥
কর্ম্ম আচরণ হয় কেমন প্রকার।
কিরূপ লক্ষণ হয় ব্যবহার তার॥
এই তত্ত্ব জানিয়া মুক্ত হয় সাধুজন।
তোমাকে কহিয়ে আমি শুন দিয়া মন॥
সাবধানে যে কর্ম্ম করিবে অনুষ্ঠান।
অশুভ সংসার হৈতে পাবে পরিত্রাণ॥
বুঝিতে উচিত হয় কর্ম্মের রহস্য।
কর্ম্মত্যাগ কিরূপ তা জানিবা অবশ্য॥
নিষিদ্ধ কর্ম্মের তত্ত্ব জানিবারে হয়।
প্রজ্ঞ কর্ম্মের কেহ তত্ত্ব না বুঝয়॥
বিষ্ণু আরাধনা লাগি যে কর্ম্ম আচরে।
বন্ধহেতু না হয় সে মুক্তির হয় দ্বারে॥
অজ্ঞের কর্ম্মের ত্যাগ বন্ধের কারণ।
অতএব কর্ম্ম করিবেক আচরণ॥
এই তত্ত্ব যে জানে দেখয় স্থিরমতি।
ঈশ্বর আরাধি কর্ম্ম আচরে সংপ্রাপ্তি॥
ব্যবসা-আত্মিকা বুদ্ধি যাহার নিশ্চয়।
কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্যের সেই শ্রেষ্ঠ হয়॥
দেহ নির্ব্বাহের হেতু কর্ম্ম ব্যবহার।
করয় যে সেই যোগী বন্ধ নাহি তার॥
দেহ অভিমানে অন্ধ ভুঞ্জে পাপ পুণ্য।
জ্ঞানিরে না লাগে কিছু অভিমান শূন্য॥
বাসনা সংকল্প শূন্য সর্ব্ব কর্ম্ম যা[illegible]।
কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হৈয়া জ্ঞান জ[illegible]রে॥
জ্ঞানেতে সকল কর্ম্ম ক[illegible] [illegible]রতি।
তাহাকে পণ্ডিত করি ক[illegible]

কর্ম্মফল ছাড়ি আত্মানন্দে তৃপ্ত হয়।
লাভ পূর্ব্ব রক্ষা লাগি না করে আশ্রয়॥
সর্ব্বকাম শূন্য বশে চিত্ত দেহ যার।
কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ না করে কাহার॥
শরীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া সে জন।
কদাচিৎ নাহি পায় সংসার বন্ধন॥
যোগারূঢ় কর্ম্মত্যাগ নির্ব্বাহের লাগি।
ভিক্ষার যোটনা করে নহে পাপভাগি।
অনায়াস লাভে তুষ্টি সদা চিত্ত যার।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে সমব্যবহার॥
রাগদ্বেষাদিগ নাহি নির্ম্মল স্বভাব।
লাভ অলাভ সিদ্ধ-অসিদ্ধে সমভাব॥
লোক সংগ্রহের লাগি যদি করে কর্ম্ম।
হেন জন বন্ধ নহে এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
কামনা রহিত যে বিষয় রাগ নাই।
জ্ঞাননিষ্ঠ চিত্ত হৈয়া থাকয় সদাই॥
কর্ম্ম করে ঈশ্বরের ভকতির তরে।
সেই কর্ম্ম তার সর্ব্ব কর্ম্ম নষ্ট করে॥
যোগারূঢ় ভাব যদি হয় গৃহি জন।
তবে তার কর্ম্ম যজ্ঞ রক্ষার কারণ॥
যুহু স্বত অগ্নি যজ্ঞ কর্ত্তা ব্রহ্মময়।
এইরূপ ভাবে যেই কর্ম্ম ব্রহ্ম হয়॥
ব্রহ্মেতে একান্ত চিত্ত যে জনা করিয়া।
জ্ঞানদ্বারে যায় ভব সাগর তরিয়া॥
কর্ম্মযোগী অন্য যারা কর্ম্ম পরায়ণ।
ইন্দ্রিয় করণি দেব করয় যাজন॥
কর্ম্মরূপ অগ্নিভাবে জ্ঞানযোগিগণ।
[illegible] তাহাতেই করয় হরণ॥
[illegible] যম অগ্নি করয় ভাবনা।
[illegible] তারে করে বিলাপনা॥

ধর্ম্মনিষ্ঠ আছে যত ব্রহ্মচারিগণ।
ইন্দ্রিয় নিরোধ তার প্রধান সাধন॥
বিষয় ভোগের কালে আসক্তি ছাড়িয়া।
কর্ম্মাদির অগ্নি তবে সমান ভাবিয়া॥
শব্দাদি বিষয় হবি করয় আহুতি।
এইরূপ যজ্ঞ করে যোগি গৃহপতি॥
চক্ষের দর্শন কর্ম্ম কর্ণের শ্রবণ।
নাসিকার ঘ্রাণ জিহ্বা করে আস্বাদন॥
ভোগেন্দ্রিয় স্পর্শ করে বাগিন্দ্রিয় কহে।
হস্ত আদি এই মত নিজ কর্ম্মে রহে॥
শ্বাসরূপে প্রাণ করে বাহিরে গমন।
অপানবায়ুর কর্ম্ম মলাদিত স্খলন॥
ভুক্ত অন্ন পানোদক নিজ নিজ স্থানে।
নাভিতে রহিয়া যুক্ত করেন সমানে।
উদান বায়ুর কর্ম্ম হয়ত উগার।
সর্ব্ব দেহ থাকে ব্যান করয় প্রচার॥
শরীর কোঁকড় হয় ব্যাধির বিকারে।
বাতরোগ আদি যত বিবিধ সংসারে॥
নাগবায়ু রোধকরে কর্ম্ম উত্থানন।
কৃক করে ক্ষুধা দেবদত্তের জৃম্ভন॥
মরিলে শরীর নাহি ছাড়ে ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রিয় প্রধান এই সব কর্ম্ম হয়॥
মানস সংযুক্ত অগ্নি করিয়া চিন্তন।
জ্ঞানাভাসে বায়ুযোগে জানিয়া তখন॥
এ সকল কর্ম্মের আহুতি তাথে দিয়া।
ধ্যানে মগ্ন যোগি রহে বাহ্য পাসরিয়া॥
দিব্যদান রূপ যজ্ঞ করে কোন জন।
কেহ তপ যজ্ঞ করে কেহ চান্দ্রায়ন॥
কেবল সমাধি যজ্ঞ করে যোগিগণ।
বেদপাঠ রূপ যজ্ঞ করয় ব্রাহ্মণ॥

তাহাতে উৎপন্ন জ্ঞান যেবা কেহ করে।
তীক্ষ্ণবাচি সে সব যাজ্ঞিক নাম ধরে॥
অপানেতে প্রাণবায়ু করিয়া মিলন।
পূরক করায় প্রাণায়াম পরায়ণ॥
প্রাণ দান অপানের গতি নিরোধিয়া।
কুম্ভক করয় পুন সুস্থির হইয়া॥
প্রাণেতে অপান মিলাইয়া তার পরে।
এই পরকারে বায়ু বিবেচন করে॥
আর কিছু করে তাহা ধীর সঙ্কোচন।
অর্দ্ধেক অন্নেতে করে উদর পূরণ॥
তার পরভাগ তবে জলে পূরাইয়া।
চতুর্থ বায়ের্ন বায়ু সঞ্চার লাগিয়া॥
অল্পাহারে জীর্ণ হয় ইন্দ্রিয়েরগণ।
অপানেতে আপনার হয় সম্বরণ॥
এ সকল যজ্ঞবেত্তা পণ্ডিত ঈশ্বর।
যজ্ঞদ্বারে ধৌত পাপপুণ্যকলেবর॥
যজ্ঞ সমর্পিয়া শেষ অমৃতান্ন খায়।
সনাতন ব্রহ্ম সেই অনায়াসে পায়॥
যে যজ্ঞ না করে এই লোক নাহি তার।
শুন কুরুশ্রেষ্ঠ কি কহিব লোক আর॥
এইরূপ বহু যজ্ঞ বেদের বিধানে।
বিস্তারিত হইয়া আছয় জন্ম হনে॥
এই তত্ত্ব জানি মুক্তি পাবে ধনঞ্জয়।
দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হয়॥
সর্ব্ব কর্ম্মফল জ্ঞান হৈতে উপজয়।
তাহা জানি জ্ঞানি জন করয় আশ্রয়॥
প্রণাম জিজ্ঞাসা সেবা কর শুদ্ধ ভাবে।
তবে জ্ঞান উপদেশ তাহা হৈতে পাবে॥
যে জ্ঞান জানিলে মোহ না পাইবে আর।
আমাতে অভেদ সব দেখিবে সংসার॥
সর্ব্ব পাপ হৈতে যদি হয় পাপাচার।
জ্ঞাননৌকা দ্বারাও তথাপি হবে পার॥
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন কাষ্ঠ ভস্ম করে।
জ্ঞান অগ্নি পাপ দহে সেই পরকারে॥
শুদ্ধ হেতু নহে কেহ জ্ঞানের সমান।
কালে চিত্ত লভে যোগ সিদ্ধি ভাগ্যবান॥
জিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধান্বিত হয় যার মন।
সে জনা অবশ্য হয় জ্ঞানের ভাজন॥
জ্ঞানকে লভিয়া শীঘ্র লভয় মুকতি।
জ্ঞান শ্রদ্ধা দুই হীন জনার দুর্গতি॥
সন্দেহ যাহার মনে সেই বহির্মুখ।
দুই লোক ভ্রষ্ট তার কিছু নাহি সুখ॥
ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম্ম হয়ত সন্ন্যাস।
যে করে তাহার খণ্ডে সর্ব্ব কর্ম্ম পাশ॥
প্রবৃত্ত জীবের হয় এই নিজ ধর্ম্ম।
বদ্ধ মুক্ত কভু নহে কহিলাম মর্ম্ম॥
আত্মনিষ্ঠমানস সন্দেহ নাহি যার।
তাকে কি বাঁধিতে পারে এই কর্ম্ম ছার॥
অতএব অজ্ঞান যে হইল সংশয়।
দেহান্তে বিবেক খড়্গে কাটিয়া নিশ্চয়॥
শুন হে ভারত কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
যুদ্ধে উঠ সম্প্রতি স্বধর্ম্ম বিদ্যমান॥
গোপীনাথচরণ কমল করি আশা।
অজ্ঞ বুঝাইতে করি নাম গীতাভাষা॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং সাংখ্যযোগোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অর্জ্জুন বলেন্ন কৃষ্ণ করি নিবেদন ।
পূর্ব্বেতে কহিলে সন্ন্যাসের নিরূপণ ॥
কর্ম্মযোগে পুন কহ এখন যজিতে ।
তোমার বচন ভঙ্গি না পারি বুঝিতে ॥
নির্ণয় করিয়া মোরে কহ এক সার ।
যাহা আচরিয়া ভব সিন্ধু হই পার ॥
গোবিন্দ কহেন পার্থ শুন দিয়া মন ।
কর্ম্মের সন্ন্যাস আর কর্ম্ম আচরণ ।
মোক্ষের কারণ দুই নাহিক সংশয় ।
সন্ন্যাস হইতে শুন কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হয় ॥
নিষ্কাম কর্ম্মেতে আছে ভক্তিব সম্বন্ধ ।
চিত্তশুদ্ধি হেতু সেই শাস্ত্রেব নির্ব্বন্ধ ॥
চিত্তশুদ্ধি বিনা জ্ঞান কদাচিত নয় ।
অতএব জ্ঞান হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হয় ॥
দ্বেষ নাহি করে আর নাহিক বাসনা ।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সমান ভাবনা ॥
সেইত সন্ন্যাস চিহ্ন বেদেব বচন ।
অনায়াসে জন্মবন্ধ কবয় মোচন ॥
যোগ ভিন্ন ত্যাগ কর্ম্ম মূর্খলোকে কয় ।
এক অনুষ্ঠানেতে উভয় ফল পায় ॥
কর্ম্মফল চিত্তশুদ্ধি ত্যাগের শকতি ।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদ হয়ত জগতি ॥
সজ্ঞানি [illegible] পদ লভে যোগীব সে গতি ।
[illegible] এক বস্তু জ্ঞান মহামতি ॥
[illegible]রিয়া যে করয় সন্ন্যাস ।
[illegible]োগ তার হয় সর্ব্বনাশ ॥

চিত্তশুদ্ধি বিনা রাগদ্বেষ নাহি যায় ।
অতএব জ্ঞানাভাবে মুক্তি নাহি পায় ॥
ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম্ম যেই যোগি করে ।
জ্ঞানি হৈয়া সেই শীঘ্র সংসারেতে তরে ॥
কর্ম্ম আচরিয়া শুদ্ধচিত্ত হয় ধীর ।
তবে তার বশ হয় ইন্দ্রিয় শবীর ॥
সর্ব্ব অন্তর্যামি আত্মা হয়ত যাঁহার ।
স্বভাবিক কর্ম্মেতে বন্ধন নাহি তার ॥
কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে বলে আমি কর্ত্তা নই ।
ইন্দ্রিয় বিষয়ে রহে আমি ভিন্ন হই ॥
বাগিন্দ্রিয় আদি করি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ।
আপন বিষয়ে তার করয় যতন ॥
কোন কর্ম্মে আসক্ত না হইব কখন ।
এইরূপ বিবেচনা করিয়া যে জন ॥
কর্ম্ম করে ব্রহ্মেতে করিয়া সমর্পণ ।
পাপপুণ্য লিপ্ত নহে এ সত্য বচন ॥
দৈবে যদি কেহ তারে করে পরাভব ।
তবে নাহি মানে বলে মিথ্যা এই সব ॥
পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল ।
হেন মতে পাপ তারে না লাগে সকল ॥
স্নান শৌচ আদি কর্ম্ম শরীরের সাধ্য ।
মনে কবে তার ধ্যান যেমন আরাধ্য ॥
বুদ্ধির বিচারে তত্ত্ব করে নিরূপণ ।
কর্ণেতে শ্রবণ করে বাক্যেতে কীর্ত্তন ॥
হস্তে কর্ম্ম করে পদে ক্ষেত্র স্থানে গতি ।
নিষ্কাম হইয়া যোগি করয় ভকতি ॥

নিত্যনৈমিত্তিক করে ত্যজিয়া আবেশ।
চিত্তশুদ্ধি হয় শীঘ্র দূরে যায় ক্লেশ॥
ঈশ্বরে একান্ত কর্ম্ম ফল তেয়াগিয়া।
পরতত্ত্ব দ্বারা যায় সংসার তরিয়া॥
বহির্মুখ ফল ভোগে যথা তথা ধায়।
ভোগ ক্ষয় পুন পুন অধঃপাতে যায়॥
প্রবৃত্ত যোগির এই করিল বিচার।
নিবৃত্ত যোগির এবে কহিয়ে আচার॥
জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া সংন্যাস।
নবদ্বারপুর দেহে সুখে করে বাস॥
অন্তর্যামি তুল্য রূপে থাকয় সদাই।
আমি করি আমি করাই অভিমান নাই॥
জীবের কর্ত্তৃত্ব পুণ্য আর পাপকর্ম্ম।
সুখ দুঃখ যোগ এই অহঙ্কার ধর্ম্ম॥
ঈশ্বর কদাচ ইহা না করে সৃজন।
অনাদি অবিদ্যা হৈতে এ সব করণ॥
যেরূপ যাহার কর্ম্ম সেই অনুসারে।
সর্ব্বকর্ত্তা ভগবান ফল দেন তারে॥
অজ্ঞানে আবৃত হৈয়া না করে ভকতি।
সংসার ভ্রময় লোক নাহি পায় গতি॥
সেইত অজ্ঞান হয় মোহের কারণ।
ঈশ্বর স্বরূপ বোধ করে আচরণ॥
সাধুর করিতে রক্ষা দুষ্টের দমন।
বিষম স্বভাব এই প্রসিদ্ধ বচন॥
যদি ভাব তবে তার শুন সমাধান।
দণ্ডরূপ অনুগ্রহ হয় বিদ্যমান॥
ভজিয়া ভকত লোক যেই স্থান পায়।
তাঁহাকে মারিয়া ত অসুর তথা যায়।
এই জ্ঞান যাহার অজ্ঞান করে নাশ।
তাহার ঈশ্বর তত্ত্ব হয় পরকাশ॥

সূর্য্য যেন উদয় করিয়া তম হরে।
তেনমতে তরে ভববন্ধন সাগরে॥
তাতে মন বুদ্ধি যে করয় নিযোজিত।
নিষ্ঠাবুদ্ধি হৈয়া হয় একান্ত আশ্রিত॥
জ্ঞানদ্বারে সব পাপ করিয়া ক্ষালন।
জন্ম মৃত্যু শূন্যপদ করয় গমন॥
বিনয়সম্পন্ন বিপ্র জানে চারি বেদ।
তাহাতে চণ্ডাল কিছু নাহি জানে ভেদ॥
হস্তি গো কুকুর আদি দেখে সমভাব।
সেইত পণ্ডিত জ্ঞানি নির্ম্মল স্বভাব॥
জীয়ন্ত দেহেতে সেই জিনিল সংসার।
সর্ব্বত্র সমান ভাব যার ব্যবহার॥
নির্দ্দোষ সমান ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিস্তার।
ব্রহ্মেতে স্বরূপ সেই সম বুদ্ধি যার॥
বৃত্তিস্থল হৈলে যার নাহিক সন্তোষ।
অপ্রিয় হইলে কিছু নাহি দুঃখ বোধ॥
স্থিরচিত্ত মোহ শূন্য জানে সব তত্ত্ব।
সে যোগি পরমব্রহ্ম তাহার মহত্ত্ব॥
বাহ্যজ্ঞানেতে যার অনাসক্ত মন।
অন্তরে পরম সুখ করে আস্বাদন॥
ব্রহ্মভাবনাতে চিত্ত করিয়া একান্ত।
অক্ষয় পরম সুখ ভুঞ্জয় নিতান্ত॥
বিষয়সম্ভব সুখ দুঃখের কারণ।
রাগ দ্বেষ হিংসাসূয়া একত্র মিলন॥
হস যায় কদাচিত নাহি অবস্থিতি।
অতএব পণ্ডিত না করে তাতে রতি॥
কাম ক্রোধ জন্য বেগ যে সহিতে পারে।
মরণের পূর্ব্বে সুখি যোগি বলি তারে।
অন্তরেতে সুখ যার অন্তরেতে শান্তি।
ব্রহ্মরূপ ধরে অন্তে লভয় মুকতি॥

পাতক সংশয় বুদ্ধি যবে লুপ্ত হয়।
সর্ব্বভূত হিতকারি মন বশ রয়॥
কামক্রোধ রহিত নির্ম্মল বুদ্ধি যার।
পরলোকে তার মুক্তি কে করে বিচার॥
জীবন থাকিতে ঘুচে অবিদ্যা সম্বন্ধ।
ব্রহ্মরূপ জীবন্মুক্ত নাহি কর্ম্ম বন্ধ॥
কার্য্য বিষয়েতে মন কভু না রাখিবে॥
অর্দ্ধেক বুজিয়া চক্ষু ভুরুকে দেখিবে।
প্রাণ অপানের ঊর্দ্ধ অধতে সঞ্চার।
দুই গতি অবরোধ করিয়া দুহার॥
কুম্ভক করিবে যোগি হৈয়া সাবধান।
নাসিকার মধ্যে থোবে করিয়া সন্ধান।
নিজ বশ করিবে ইন্দ্রিয় বুদ্ধিমন।
স্বর্গ ভোগ ছাড়ি হবে মোক্ষপরায়ণ॥
যজ্ঞ তপ ভোক্তা হিতকারি সর্ব্বেশ্বর।
আমারে জানিয়া শীঘ্র মুক্তি পায় নর॥
ইচ্ছা ভয় ক্রোধহীন যে হয় নিতান্ত।
সেজন সর্ব্বদা মুক্ত জানিহ একান্ত॥
গোপীনাথ চরণে অসংখ্য নমস্কার।
ইহলোকে পরলোকে দাস হই যার॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

করয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ফল নাহি মানে।
সেই যে সন্ন্যাসী যোগি সব তত্ত্ব জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞ ফল তার সেই ক্রিয়াবান্।
সন্ন্যাস কর্ম্মযোগ দুই একই বাখান॥
এই বাক্য দৃঢ় জ্ঞান পাণ্ডব নন্দন।
ফল না ত্যজিয়া যোগি হৈল কোন জন॥
যোগ পদ আরোহিতে যার মন ভায়।
বাসনা রহিত কর্ম্ম তাহার উপায়॥
আরোহণ করিলে তাহার মুক্তি হেতু।
কেবল ঈশ্বরে নিষ্ঠা শান্তি মহাসেতু॥
অনাসক্ত বিষয়বাসনা শূন্য মন।
যবে হয় যোগারূঢ় কহিয়ে তখন॥
আপন উদ্ধার জীব আপনি করিবে।
মিছা মোহে বিনাশের হেতু না হইবে॥
আপনি আপন মিত্র শত্রু আপনার।
আত্মাবুদ্ধি নিতান্ত সর্ব্বত্র আছে যার॥
আপনার বন্ধু সদা হয় সেইজন।
অজ্ঞানি জনের সদা হয় শত্রু মন॥
বিষয়ে বৈরাগ্য সদা বশ রহে চিত্ত।
ইষ্টদেব চিন্তন যাহার আছে নিত্য॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
পাইলে না জন্মে ক্ষোভ সর্ব্বত্র সমান॥
ব্রহ্মশাস্ত্র জ্ঞান দুই করিয়া নিশ্চয়।
তৃপ্তচিত্ত নির্ব্বিকার ইন্দ্রিয় আশয়॥

যুক্ত যোগি বলিয়া তাহার অভিধান।
মৃত্তিকা পাষাণ স্বর্ণ যাহার সমান॥
নিজ স্বার্থ বিনা যে করয় উপকার।
সুহৃদ্ বলিয়া লোকে নাম হয় তার॥
আপনার কার্য্য হেতু করে উপকার।
মিত্র বলি তাহার যতেক ব্যবহার॥
মারিতে যে করে চেষ্টা শত্রু বলি তারে।
উদাসীন পক্ষপাত রহিত সংসারে॥
দুজনার বিরোধ করয় সমাধান।
মধ্যস্থ সেজনা হয় এইত প্রমাণ॥
দ্বেষপাত্র যে যে করে ব্যর্থ সেই সব।
কুটুম্ব সগোত্র সখা হয়ত বান্ধব॥
সাধু আপনার ধর্ম্মে যে হয় প্রবীন।
নিজ ধর্ম্মনিষ্ঠ যেই সেই পাপহীন॥
এ সকল সমভাব যাহার আছয়।
পরম বিশিষ্ট যোগি সেই মহাশয়॥
অভীষ্ট দেবতা চিন্তা সর্ব্বদা করিবে।
একাকি নির্জ্জন স্থানে সর্ব্বদা থাকিবে॥
আত্মা বশ করিয়া রাখিবে চিত্ত মন।
বাসনা ত্যজিবে না লইবে কার ধন॥
যথালাভে করিবে দেহের নির্ব্বাহন।
পবিত্র সমান স্থানে করিবে আসন॥
চর্ম্মের তলেতে বিছাইবে কুশাসন।
উপরে পাতিবে তার নির্ম্মল বসন॥
একান্ত হইয়া চিত্ত তাহাতে বসিবে।
ইন্দ্রিয় মনের চেষ্টা দূরে তেয়াগিবে॥
দেহ গ্রীবা মস্তকাদি কিছু না চালিবে।
কেবল নাসিকা অগ্রে দৃষ্টিকে রাখিবে॥
স্ত্রীলোকের না করিবা মুখাবলোকন।
ভয় ত্যজি বিষয়ে বিরক্ত হবে মন॥
আমাতে রাখিবে চিত্ত এই ভক্তি সার।
অনায়াসে হেন জনা তরয় সংসার।
অধিক ভক্ষণ যার যোগ নহে তার।
সেজনার যোগ নহে যে ছাড়ে আহার॥
নির্ব্বন্ধ আহার যার নির্ব্বন্ধ ভ্রমণ।
বন্ধন করিয়া করে নিদ্রা জাগরণ॥
তার যোগ সিদ্ধ হয় নাহি পায় দুঃখ।
স্বেচ্ছাচারি দুঃখ পায় হয় বহির্মুখ॥
স্থির চিত্ত যাহার আত্মাতে সদা রহে।
যুক্তযোগি সিদ্ধ তার সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
পবনরহিত স্থানে দীপ যেন জ্বলে।
স্থিরশিখা হৈয়া রহে না হেলে না চলে॥
হেনমত সুস্থির মানস হয় যার।
সেজনা করিয়া যোগ তাথে হয় পার॥
সাধনে সুস্থির চিত্ত যেখানে রহিয়া।
ক্রীডা করে সুখ দুঃখ রহিত হইয়া॥
হৃদয়ে আত্মাকে দেখি তুষ্ট হয় মন।
মুক্তি হয় যেই পর যোগের লক্ষণ॥
সেই যোগ সাধিবেক না হবে বিফল।
বৈরাগ্য করিবে কাম ত্যজিবে সকল॥
মনেতে ইন্দ্রিয় সব দমন করিবে।
বিষয়সংযোগ অল্পে অল্পে ছাড়াইবে॥
আত্মাতে রাখিবে মন কিছু না ভাবিবে।
একান্ত নিস্পৃহ হৈয়া সর্ব্বথা থাকিবে॥
অস্থির চঞ্চল মন যে যে স্থানে যায়।
আনিয়া আত্মার বশ করিতে জুয়ায়॥
শান্তচিত্ত নির্ম্মোহক যোগি যেই জন।
নিষ্কাম সেইত ব্রহ্ম মুক্তির ভাজন॥
এইরূপ আত্মাযোগ সতত করিয়া।
ব্রহ্মভাবে মুক্তি পায় সংসার ত্যজিয়া॥

সর্ব্বভূতে আত্মা আছে আত্মাতে ভূতগণ।
সমানভাবেতে যোগি করে দরশন ॥
সর্ব্বত্র আছয়ে আমি সকল আমাতে।
যে দেখে তাহার আমি থাকিয়ে সাক্ষাতে ॥
এইত বিশ্বায় হয় সাকাব ভাবনা।
কর্ম্মি জ্ঞানি কি বুঝিবে জানে ভক্তজনা ॥
সর্ব্ব চরাচরে এক আত্মা নিরঞ্জন।
অভেদ ভাবেতে যেবা করয় ভাবন ॥
ব্যবহারে বাহ্যে যদি থাকে বর্ত্তমান।
তথাপি আমাতে বই লোক নহে আন ॥
আপনার সুখ দুঃখ যেমত প্রকার।
পব সুখ দুঃখে সেইমত ব্যবহার ॥
সমভাব করিয়া যে জানে ধনঞ্জয়।
সেই ত পরম যোগি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন শ্রীমধুসূদন।
সাম্যভাবে যেই যোগ কহিলা এখন ॥
চাঞ্চল্য প্রকৃতি শুদ্ধি না দেখি ইহার।
ভোগ হেতু চঞ্চল বড়ই দুরাচার ॥
কাহার শকতি আছে নিবারিতে মন।
মন নিবারিতে নারে সাধাবণ জন ॥
কুম্ভকার চক্র যেন সদাই চঞ্চল।
বায়ুবৎ সুদুষ্কর হয়ত প্রবল ॥
গোবিন্দ কহেন কথা শুন ধনঞ্জয়।
যে তুমি কহিলা সে সব সত্য হয় ॥
অবশ দুর্ব্বার মন বড়ই চঞ্চল।
নিগ্রহ করিতে তার কার আছে বল ॥
সত্য মিথ্যা যে যে স্থানে মন করে গতি।
তাহা হৈতে আনিয়া আমাতে অবস্থিতি ॥
করিবে বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়ে বিরক্তি।
মনের নিগ্রহে এই দুই রাখে শক্তি ॥

মনবশ বিনা যোগ কভু নহে সিদ্ধি।
মনবশ হৈলে হয় এই সব বুদ্ধি।
মনবশ করিয়া যে করয় যতন।
উপায় দ্বাবায় যোগ পায় সেই জন ॥
অর্জ্জুন বলেন নিবেদিয়ে যদুপতি।
জিতেন্দ্রিয় নহে শ্রদ্ধাযুক্ত মহামতি ॥
দৈবে যদি যোগমার্গ ভ্রষ্ট হৈয়া যায়।
সিদ্ধি না লভয় তবে কোন্ গতি পায় ॥
ইহলোক পরলোক রহিত হইয়া।
কিবা দুঃখ ভোগ করে নরকে পড়িয়া ॥
বায়ুবেগে মেঘ যেন নানা দিগে ধায়।
হেনমতে সংসারেতে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
ব্রহ্মপথে অস্থির বিমূঢ় মতি যার।
সে পুনঃ সংসার হৈতে পায় কি নিস্তার ॥
চিত্তেব সংশয় যেই বিনাশ আমার।
তোমা বিনে সংশয়েব ছেত্তা কেবা আর ॥
গোবিন্দ বলেন পার্থ শুন তত্ত্বসার।
ইহলোকে পবলোকে নাশ নাহি তার ॥
যে করে সন্ন্যাস ধর্ম্ম তার কিবা নাশ।
অনায়াসে করে সে অপূর্ব্ব স্বর্গবাস ॥
চিরকাল স্বর্গভোগ সুখেতে করিয়া।
পবিত্র শ্রীমন্ত ঘরে জন্মিবে আসিয়া ॥
প্রবৃত্ত যোগিব হয় এইরূপ গতি।
মধ্যম যোগির কথা কহিয়ে সম্প্রতি ॥
স্বর্গবাস পরে জন্ম হয় যোগি ঘরে।
এইত দুর্ল্লভ জন্ম সংসার ভিতরে ॥
পূর্ব্বদেহ গত বুদ্ধি তাহাতে লভিয়া।
পূর্ব্বাভ্যাসে যোগ করে অবশ হইয়া ॥
যোগ মার্গ জিজ্ঞাসিতে চিত্ত আছে যার।
কর্ম্মযোগে কিছু তার নাহি অধিকার ॥

যতন পূর্ব্বক ভজে করিয়া নির্ব্বন্ধ।
তার দেহে নাহি রহে পাপের সম্বন্ধ॥
যে বহু চেষ্টাতে যোগে যত্ন করে যোগি।
পবিত্র হইয়া পাপ হইতে বিয়োগি॥
অনেক জন্মেতে সিদ্ধি হইয়া সে নর।
তার পরগতি পায় সর্ব্ব পরাৎপর॥
কায়ক্লেশ করিয়া যে তপ করে দড়।
সেই ত সন্ন্যাসি যোগি তাহা হৈতে বড়॥
কর্ম্মি জ্ঞানি হৈতে যোগি হয় অতিশয়।
অতএব যোগি তুমি হও ধনঞ্জয়॥
অন্যদেব ভক্ত যোগি আছে যত জন।
তাহা হৈতে আমাতে করিয়া দৃঢ়মন॥
হৈয়া শ্রদ্ধা যুক্ত মোরে ভজেত সদাই।
তার শ্রেষ্ঠ আর যোগি ত্রিভুবনে নাই॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং আত্মসংযমযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

আমাতে আসক্ত চিত্ত সতত্ত্ব হইয়া।
যোগ কর আমা তুমি আশ্রয় করিয়া॥
সন্দেহ নাহিক কিছু শুন উপদেশ।
যাহাতে জানিবে তুমি সকল বিশেষ॥
শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞান কহি সকলের সার।
যা বুঝিলে জগতে বুঝিতে নাহি আর॥
সহস্র সহস্র লোকে কোন ভাগ্যবান।
পরমাত্মে যত্ন করে হৈয়া সাবধান॥
তাহার সহস্রে কেহ আমাকে জানয়।
সর্ব্ব কর্ত্তা পরম ঈশ্বর সর্ব্বাশ্রয়॥
পৃথিবী সলিল অগ্নি পবন গগণ।
মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই অষ্টজন॥
ইহাকে প্রকৃতি বলি কহে সর্ব্ববেদ।
ইহা পরে কহি শুন প্রকৃতির ভেদ॥
মায়া শক্তি হয় মোর জগত কারণ।
জীবরূপে যে করিছে জগত ধারণ॥
ইহা হৈতে হয় সর্ব্বভূতের উৎপত্তি।
অবিদ্যা ইহার নাম প্রধান প্রকৃতি॥
আমি সর্ব্ব জগতের জন্ম লয় স্থান।
আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় নাহি আন॥
মণিমালা হয় যেন সুত্রের গ্রন্থিত।
তেমত আমাতে বিশ্ব অবিস্তারচিত॥
জলে রস হই চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ।
প্রণব সকল বেদে শুন দিয়া মন॥
আকাশেতে শব্দ গুণ পুরুষার্থ নরে।
পৃথিবী সুগন্ধ তেজ অগ্নির ভিতরে॥
সর্ব্বভূত আয়ু আমি তপ তপস্বীর।
সকলের নিত্য বীজ জান হৈয়া স্থির॥
বুদ্ধিমন্তের বুদ্ধি হই নির্ম্মল স্বরূপ।
তেজস্বীজনার তেজ হই সেইরূপ॥
বলবন্তে সে বল যে করে উপকার।
সেই কাম আমি যাতে নাহি পরদার॥

সাত্ত্বিক রাজসিক তামসি যেই ভাব।
আমা হৈতে হয় তা সবার প্রিয় লাভ॥
আমি সে সকলে নাই হই গুণাতীত।
আমা হৈতে সর্ব্ব বস্তু হয় পরতীত॥
ত্রিগুণ প্রভাবে সব ভুলিয়া সংসার।
আমারে না জানে আমি ত্রিগুণের পার॥
গুণময়ি মোর মায়া কে তরিতে পারে।
সে তরে একান্তভাবে যে ভজে আমারে॥
মহাপাপি নরাধম মূঢ় যত জন।
আমারে প্রসন্ন তারা না হয় কখন॥
মায়াতে হরিয়া লয় তাহার চেতন।
অসুর স্বভাবে ভবে করয় ভ্রমণ॥
জগতে যে পুণ্যবন্ত লোক সদাচার।
আমারে ভজয় পার্থ এ চারি প্রকার॥
আর্ত্তভক্ত জিজ্ঞাসায় যেন হয় অন্য।
অর্থ-অর্থি আর জ্ঞানি অতি বড় ধন্য॥
দুঃখ শান্তি লাগি যে করয় ভজন।
আর্ত্তভক্ত মাঝে তারে করিয়ে গণন॥
ইহাতে প্রসিদ্ধ ভক্ত আছয় গজেন্দ্র।
জিজ্ঞাসার্থি সনকাদি যত মুনিবৃন্দ॥
অর্থার্থি বিষয় লোভে যে করে আশ্রয়।
তাহাতে প্রধান ভক্ত ধ্রুব মহাশয়॥
আমাতে সতত মনোযোগ থাকে যার।
সেই এক ভক্ত জ্ঞানিভক্ত নাম তার॥
ভকত জনার আমি প্রিয় বড় হই।
আমার অধিক প্রিয় নাহি তাহা বই॥
আমার সকল ভক্ত হয়ত উত্তম।
জ্ঞানিভক্ত নিষ্কামি কেবল আত্মসম॥
আমারে লভয় জ্ঞানি বহু জন্ম পরে।
আমি সর্ব্বময় হৈয়া আছি চরাচরে॥
হেন মহাবুদ্ধি ভক্ত দুর্ল্লভ সংসারে॥
বিষয় মোহিত লোক কি জানিতে পারে।
ধন পুত্র লোভে নষ্ট হইয়া চেতন।
অন্য দেব পূজে জীব করিয়া যতন॥
বলি পূজা উপবাস যার যেই বিধি।
পূর্ব্ব কর্ম্মবশে করে জীবন অবধি॥
যে যে তত্ত্ব আমার ভজিতে যে যে ভক্ত।
বাসনা করয় সদা হৈয়া অনুরক্ত॥
তার ভাব দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মাই তখন।
যেই শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া করে আরাধন॥
যে সব দেবের আমি হই অন্তর্যামি।
অতএব সবাকার ফল দাতা আমি॥
আমারে না ভজে যে দুর্ম্মতি সকল।
তারা সব লভয় অনিত্য কর্ম্ম ফল॥
যে ভজে যে দেবমূর্ত্তি সেই ভাবে পায়।
আমার ভকত যে আমার ধামে যায়॥
সূক্ষ্ম রূপ হই মন ইন্দ্রিয় গোচর।
অনাদি ঈশ্বর এক নিত্য কলেবর॥
যদুকুলে দেখিবা প্রকট পরকাশ।
নর তুল্য জন্ম কর্ম্ম মানে মতি নাশ॥
লীলাহেতু হই যোগমায়া আচ্ছাদিত।
অতএব সর্ব্ব লোকে না হয় বিদিত।
পরম ঈশ্বর জন্ম মরণ রহিত।
মূঢ়লোক আমাকে না জানে কদাচিত॥
আমি জানি ভুত ভবিষ্যত বর্ত্তমান।
আমাকে না জানে কেহ শুন বলবান॥
স্থূল দেহ জন্মিল তাহার সূক্ষ্মলাগি॥
সব জীব ইচ্ছা করে হৈয়া অনুরাগি।
দুঃখ হেতু তাহার বিষয়ে জন্মে দ্বেষ।
সে চেষ্টাতে জ্ঞান নাশ সুখ দুঃখ ক্লেশ॥

আমি সুখি আমি দুঃখি এই মোহজালে।
পড়িয়া ভ্রময় জীব গ্রস্ত হৈয়া কালে ॥
যেই পুণ্যবন্ত লোক যার নাহি পাপ।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ কোথা রহে তাপ ॥
বিশুদ্ধ সঙ্কল্প করি আমার ভজন।
করয় জিনিতে যম জরাদি মরণ ॥
হেন জন জানে ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি সব।
মরণে আমাকে জানে মহা অনুভব ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্ম সে কেমন বস্তু অধ্যাত্ম কিরূপ।
কর্ম্ম কিবা অধিভূত কেমন স্বরূপ ॥
অধি দৈব এই নামে কহি কার তরে।
কি প্রকারে অধিযজ্ঞ শরীর ভিতরে ॥
মৃত্যুকালে স্থির বুদ্ধি জানিতে তোমারে।
কেমনে সমর্থ হয় কহিবে আমারে ॥
এত শুনি ভগবান কহিলা বচন।
ক্রমে কহি সব পার্থ শুন দিয়া মন ॥
অক্ষয় পরম ব্রহ্ম যার নাহি নাশ।
বিশ্বাধার সর্ব্বব্যাপি স্বয়ং পরকাশ ॥
সর্ব্বদেহে তার অংশ অগ্নি কণা সম।
ভোক্তা জীব করে সুখ দুঃখ অনুপম ॥
অধ্যাত্ম বলিয়া কহি তার অভিধান।
কর্ম্মের লক্ষণ শুন হৈয়া সাবধান ॥
লোকের বৃদ্ধির হেতু যজ্ঞ দান কর্ম্ম।
পাপ আচরণ আর এই সব ধর্ম্ম ॥
অধিভূত সবে কহেন ক্ষর শরীর।
অধিদৈবতের তত্ত্ব শুন হৈয়া ধীর ॥
আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তি যেই নারায়ণ।
দ্বিজগণে দেব মূর্ত্তি করে আরাধন ॥
সেইত পুরুষ অধিদেবতা সবার।
অধিযজ্ঞ অন্তর্যামি আমি সবাকার ॥
মৃত্যুকালে আমার করিয়া স্মরণ।
শরীর ছাড়য় যেই পুণ্যবন্তজন ॥
মুক্তি বাঞ্ছা থাকিলে নির্ব্বাণ মুক্তি পায়
ভক্ত হইলে অবশ্য আমার ধামে যায় ॥
যে যে দেহ স্মরণ সময় মনে পড়ে।
সে শরীর প্রাপ্ত হয় কভু নাহি নড়ে ॥
অতএব সদা কর আমার স্মরণ।
যুদ্ধ কর এতে নাহি কাল নিরূপণ ॥
মনবুদ্ধি আমাতে করিয়া সমর্পণ।
আমাকে পাইবে কিছু নহে বিঘটন ॥
মনের বিষয় যত সব ছাড়াইয়া।
চিন্তা কর মুক্তি পাবে একান্ত হইয়া ॥
সর্ব্বজ্ঞ অনাদি দেব পুরুষ প্রবর।
সর্ব্ব কর্ত্তা সূক্ষ্ম হৈতে অতি সূক্ষ্মতর ॥
বিশ্বের বিধাতা তিনি অচিন্ত্য স্বরূপ।
প্রকৃতির পরব্রহ্ম এক তেজ রূপ ॥
মৃত্যুকালে স্থির চিত্ত করিয়া ভাবনা।
ভ্রূমধ্যে প্রাণ বায়ু করিয়া যোজনা ॥

এইরূপ ভক্তি যোগ মনেতে ভাবিয়া।
পরম পুরুষ পায় সংসার তরিয়া॥
পরংব্রহ্ম যাকে কহে বেদ বিজ্ঞাপন।
যেরূপ প্রবেশে লোভি হয় যতিজন॥
যাহার লাগিয়া লোক করে ব্রহ্মচর্য্য।
সে পদ তোমাকে কহি শুন বন্ধুবর্য্য॥
সকল ইন্দ্রিয়গণে করিয়া স্ববশে।
হৃদয়ে রাখিবে মন পরম সাহসে।
যোগ বলে প্রাণ লৈয়া মস্তকে রাখিবে।
প্রণব অক্ষর উচ্চারণ করিবে॥
হেন মতে যোগ পথে থাকিয়া নিতান্ত।
আমাকে ভাবিয়া যোগি হইয়া একান্ত॥
দেহ ছাড়ে হেন পরকারে যেই জনা।
সে পরম গতি পায় নাহি প্রতারণা॥
অন্য চিন্তা ছাড়িয়া যে হয় এক মনা।
যে যোগি আমারে করে একান্ত ভাবনা॥
তাহার কহিয়ে আমি শুনহ তোমারে।
পাইয়া পরম সিদ্ধি জন্ময় সংসারে॥
ব্রহ্মলোক পাইয়াও ফিরে পুনর্ব্বার।
আমারে পাইলে পুন জন্ম নাহি আর॥
চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন।
রাত্রি ততোকাল জান শাস্ত্রেতে প্রবীন॥
দিবসে প্রকৃতি হৈতে সর্ব্বসৃষ্টি হয়।
রাত্র হৈলে প্রকৃতিতে পুনর্ব্বার লয়॥
অনাদি অবিদ্যা বশে যত জীবগণ॥
জন্ম পায় সদা তারা কে করে গণন॥
প্রকৃতির পর নিত্য পুরুষ অব্যয়।
সকল জগতে নাশে তাঁর নাহি লয়॥
অব্যক্ত স্বরূপ ব্রহ্ম অখিলের পতি।
সর্ব্ব বেদ শাস্ত্রে কহে সে পরম গতি॥
যাহাকে পাইলে জন্ম নাহি পুনর্ব্বার।
সেইত জানিহ পার্থ স্বরূপ আমার॥
অনন্য ভকতি হৈলে পাই তার তরে।
সব তাতে সেই সব অখিল ভিতরে।
যে কালে মরিলে যোগি নাহি জন্মে আর।
যাতে মৈলে যাতায়াত আছে পুনর্ব্বার॥
তার ভেদ কহি শুন ভকতপ্রধান।
আমার স্মরণে মৃত্যু সর্ব্বত্র সমান॥
যজ্ঞশালা প্রকাশ পবিত্র স্থান হবে।
শুক্ল পক্ষ দিবস উত্তরায়ণ যবে॥
হেন কালে যোগি যদি ত্যজয় পরাণ।
মোক্ষ লভে পুন নাহি সংসারে পয়ান॥
কৃষ্ণপক্ষ রাত্র কালি অন্ধকার স্থান।
দক্ষিণ আয়নেতে যদি কর্ম্মি ছাড়ে প্রাণ॥
স্বর্গ ভোগ চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত করিয়া।
মর্ত্ত্যলোকে জন্ম পুন লভয় আসিয়া॥
পাপিলোক নরকেতে সর্ব্বকাল যায়॥
ভক্ত জনা আমাকে সকলকালে পায়॥
শুক্ল কৃষ্ণা গতি এই জগতে সদাই।
এক পথে মুক্তি আছে অন্যে মুক্তি নাই॥
এই দুই পথভেদ জানে যেই জন।
সে জনার পথ ভ্রম না হয় কখন।
অতএব সদা কর আমার স্মরণ।
কাম্য কর্ম্ম করিয়া কি আছে প্রয়োজন॥
বেদপাঠ তপ যজ্ঞ দানে যে যে ফল।
এ তত্ত্ব জানিলে যোগি জিনয় সকল॥
সর্ব্ব আদি নিত্য যে আমার দিব্য স্থান।
সুখেতে চলিয়া যায় কভু নহে আন॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং মহাপুরুষযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়।

মন দিয়া শুন, তত্ত্ব কহি পুন,
যার পর নাহি আর।
অসূয়া রহিত, হয় তব চিত,
তেঁই কহি তত্ত্বসার॥
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, জ্ঞান নাম তার,
শাস্ত্র জন্য জ্ঞান আর।
এই সব হিত, করি সমচিত,
জানিয়া পাইবা পার॥
জগতে যতেক, আছে পরতেক,
মুকতি সাধন হেতু।
রাজা সবাকার, ভব পারাবার,
তরিতে পরম সেতু॥
সর্ব্বধর্ম্ম ময়, সাধিতে আশয়,
নিত্য এই ধর্ম্ম দড়।
হরি সাক্ষাৎকার, ফল সেই হার,
সাধিতে সুসম বড়॥
শ্রদ্ধা নাহি যার, সেই দুরাচার,
কদাচিত পায় মোরে।
শুন মহেষাস, করিয়া বিশ্বাস,
সে ঘোরে সংসার ঘোরে॥
অলক্ষ্য স্বরূপে, আমি সূক্ষ্মরূপে,
জগত বিস্তার করি।
আমাতে সবাই, আমি কোথা নাই,
অলক্ষ্য স্বরূপ ধারি॥
যত চরাচর, সাগর শিখর,
আমাতে কিছু না রয়।
পরম আশ্চর্য্য, এইত ঐশ্বর্য্য,
দুর্ঘট ঘটনা ময়॥
সর্ব্ব ভুত ধারি, তারে রক্ষা করি,
ভুতে নাহি রহি কভু।
গগণে যেমন, নির্লেপ পবন,
রহে সদা হৈয়ে বিভু॥
হেন পরকারে, সাধয় আমারে,
রহে জীবগণ রত।
ঘটের কারণ, মৃত্তিকা যেমন,
হেতু নাহি হেন মত॥
ব্রহ্ম দিন শেষে, প্রকৃতি প্রবেশে,
সকল জীবের লয়।
রাত্রি গেলে পর, সৃষ্টি আর বার,
কহি শুন ধনঞ্জয়॥
প্রকৃতির দ্বারে, সৃষ্টি বারে বারে,
আমি বশ নহি তার।
জীব মায়া বশ, হইয়া অবশ,
ফিরে এই তত্ত্বসার॥
আর কহি মর্ম্ম, সেই সব কর্ম্ম,
আমারে বান্ধিতে নারে।
পুণ্য পাপ হীন, হই উদাসীন,
আসক্ত নহি ব্যাপারে॥

নিমিত্ত কারণ, করি নিরীক্ষণ,
কবি প্রকৃতির তরে।
হৈলে মোর দৃষ্টি, এই সব সৃষ্টি,
প্রকৃতি প্রসব করে॥
যেই হেতু হয়, পুন সৃষ্টি লয়,
পার্থ শুন সাবধানে॥
মনুষ্য আকার, দেখিয়া আমার
মূঢ়মতি নাহি জানে।
আমি সর্ব্বেশ্বর, আমার উপর,
কোন আর আছে দেবা।
না জানিয়া তত্ত্ব, কাম লোভে মত্ত,
হৈয়া অন্যে করে সেবা॥
ব্যর্থ আশা তার, তরিতে সংসার,
ব্যর্থ ধর্ম্ম কর্ম্ম যত।
শাস্ত্র জ্ঞান আর, বিফল তাহার,
সেই সে চেতন হত॥
পূর্ব্ব পাপ জ্ঞানে, মোহিত এক্ষণে,
হইল সে সব লোক।
অসুর রাক্ষস, স্বভাবের বশ,
হৈয়া ভুঞ্জে দুঃখ শোক॥
সেই মহামতি, দেবের প্রকৃতি,
কামে যার নাহি হিয়া।
হৈয়া একমন, করয় যতন,
কারণ নিত্য জানিয়া॥
আমার কীর্ত্তন, করে অনুক্ষণ,
নাম জপে স্তুতি পড়ে।
ইন্দ্রিয় দমন, করিতে যতন,
করে ব্রত নাহি নড়ে॥
করিয়া ভকতি, নিত্য করে নতি,
সতত করে ভাবনা।

জ্ঞান যজ্ঞ সার, করিয়া আমার,
জ্ঞানি করে উপাসনা॥
আমি সর্ব্বময়, করিয়া নিশ্চয়,
জ্ঞানি অভেদেতে ভজে।
সদা ভাবে ভক্ত, হৈয়া অনুরক্ত,
সদাই আমারে যজে॥
বিশ্বরূপ আমি, নাহি জানে কামি,
ব্রহ্মা রুদ্র আদি দেবা।
লুব্ধ কর্ম্ম ভোগ, সদা কর্ম্মযোগ,
একান্ত করয় সেবা॥
রজগুণ ধায়, তপ সর্ব্বদায়,
পরম রহস্য সার।
তারিতে পামর, প্রভু গদাধর,
করিলেন পরচার॥
ভাব গোপীনাথ, ত্রিজগত নাথ,
দয়াময় গুণরাশি।
রেমুণাতে ধাম, ক্ষীর চোরা নাম,
সেই নীলগিরিবাসি॥
অগ্নিষ্টোম আদি যজ্ঞ বেদের বিহিত।
আমি আর পঞ্চযজ্ঞ ব্রতি বিরচিত॥
বেদপাঠ নিত্য হোম অতিথি সেবন।
বলি বৈশ্ব দেব পিতৃলোকের তর্পণ॥
এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ কর্ত্তব্য অবশ্য।
পিতৃশ্রাদ্ধ মাল্য ধান্য আর সর্ব্ব শস্য॥
মন্ত্রপূরভাম আদি হোমাদি ব্যাপার।
আমি যজ্ঞ অগ্নি হই তিন পরকার॥
হোম আদি জগতের হই পিতা মাতা।
স্বরূপ প্রকৃতি রূপে হই ফল দাতা॥
সকল শাস্ত্রেতে বেদ্য নাহি আমা বই।
প্রায়শ্চিত্তে প্রণবস্বরূপ আমি হই॥

ঋক যজু সাম তিন বেদ কর্ম্মফল।
আমি জগতের প্রভু পুষি সে সকল॥
শুভাশুভ কর্ম্ম দেখি আমি ভোগস্থান।
রক্ষা কর্ত্তা হিতকারি হই বিদ্যমান॥
সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা আমি কর্ণধার।
প্রলয় আশ্রয় আমি হই সবাকার॥
সকলের বীজ আমি অক্ষর স্বরূপ।
গ্রীষ্মকালে তাপ দিই হৈয়া সূর্য্যরূপ॥
বৃষ্টিবান গ্রহ আমি করিযে কখন।
কভু কালক্রমে করি জল বরিষণ॥
জীবন মরণ আমি স্থূল স্থূলতর।
অতি সূক্ষ্ম হই আমি দৃষ্টি অগোচর॥
ঋক যজু সাম বেদ পড়িয়া ব্রাহ্মণ।
তাহার বিহিত কর্ম্ম করে আচরণ॥
যজ্ঞ শেষে সোমপানে সুখেতে করিয়া।
স্বর্গ লোকে যায় চ্যুত-পাতক হইয়া॥
তথা চিরকাল ভোগ অনেক করিয়া।
ভোগ ক্ষয়ে পুন জন্মে পৃথিবী আসিয়া॥
বেদধর্ম্মরত এইমত কামিগণ।
গতায়াত করে পুন না ঘুচে বন্ধন॥
আমা বিনা অন্য নাহি জানে যেই জনা।
আমার ভাবনা রূপ করে উপাসনা॥
সেই নিত্যযোগি তার যে বস্তু না থাকে।
আমি চেষ্টা করিয়া আনিয়া দিই তাকে॥
উপস্থিত দ্রব্য তার করিয়ে রক্ষণ।
দুঃখ নাশ করি তার দিয়ে মোক্ষধন॥
অন্য দেবতার যেই করয় ভজন।
সেইমত আমারে ভজে এ সত্য বচন॥
মোক্ষপ্রাপ্তি বিধি বিনা সেই লোক ভজে।
অতএব অবিধি পূর্ব্বক তারা যজে॥

সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা আমি প্রভু সবাকার।
আমারে বিশেষ জ্ঞান আছয় যাহার॥
তপ যজ্ঞ করিয়া সে অধঃপাতে যায়।
ভ্রময় সংসার ঘোরে গতি নাহি পায়॥
দেব পিতৃলোক সেই করয় যাজন।
তার লোক সেই পায় এই নিরূপণ॥
ভূত ভৈরবের লোক করিয়া সাধন।
মরিয়া তাহার লোক করয় গমন॥
আমাকে যে জন ভজে আমাকে সে পায়।
জরা মৃত্যু দুঃখ শোক কিছু নাহি দায়॥
মহালক্ষ্মীপতি আমি নাহি দুঃখ রোষ।
ক্ষুদ্র দ্রব্যে কিবা জন্মাইবে পরিতোষ॥
পত্র পুষ্প ফল জলে যে করে অর্পণ।
তার ভক্তি হেতু আমি করিযে গ্রহণ॥
যেই তুষ্টি করি যেবা করে বিতরণ।
আমাতে সে সব পার্থ কর সমর্পণ॥
দূর হবে শুভাশুভ কর্ম্মের বন্ধন।
পুণ্য কর্ম্ম আমাতে যে করে সমর্পণ॥
এইত সন্ন্যাস যোগ তুমি আচরিয়া।
আমাকে পাইবা ঘোর সংসার তরিয়া॥
সর্ব্বভূতে সমভাব শত্রু মিত্র নাই।
আমাকে ভকতি ভাবে যে ভজে সদাই।
আমাতে সে থাকে আমি থাকিয়ে তাহাতে॥
পরম রহস্য শুন কহি যে তোমাতে॥
বড় দুরাচার যারে দেখে সর্ব্বজন।
আমাকে অনন্য ভাবে করয় ভজন॥
সেইত পরম সাধু মানিবা তাহারে।
যে ভজে আমাকে সেই সর্ব্ব সিদ্ধি করে॥
সেইজন শীঘ্র হয় ধর্ম্ম পরায়ণ।
চিত্ত স্থিররূপ নিষ্ঠা লভয় তখন॥

ঢাক ঢোল বাদ্য শব্দ করিয়া বাজন ।
বাদি সভা মধ্যে করি বাহু প্রসারণ ॥
কুন্তিসুত তুমি কর প্রতিজ্ঞা প্রকাশ ।
আমার ভক্তের কভু না হয় বিনাশ ॥
নীচ জাতি বৈশ্য শূদ্র নারীগণ আর ।
আমাকে আশ্রয় করি তরিবে সংসার ॥
ভকত ব্রাহ্মণ রাজঋষি শুদ্ধাচার ।
সে সব তরিবে যে আশ্চর্য্য কিবা তার ।
অনিত্য সংসার নাহি সুখের সম্বন্ধ ।
পাইয়া আমারে ভক্ত করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
সতত স্মরণ কর করিয়া ভকতি ।
পূজা কর আর মোরে করহ প্রণতি ॥
এইরূপ আমাতে করিয়া সদা মন ।
পাইবে একান্ত হৈয়া আমা পরায়ণ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ৯

দশম অধ্যায় ।

পুন মহাবাহু শুন আমার বচন ।
মোর বাক্যে প্রীত হও করিয়া শ্রবণ ॥
অতএব হিত লাগি কহিয়ে তোমারে ।
আমারে দেবতাগণ জানিতে না পারে ॥
আমা হৈতে হয় জগতের উৎপত্তি ।
ঋষিগণ জানিতে না পারয় সম্প্রতি ॥
ব্রহ্মা আদি দেব আর মহাঋষিগণ ।
তা সবার আদি আমি পরম কারণ ॥
জন্ম নাহি অনাদি পুরুষ পুরাতন ।
সর্ব্বভূতে মহেশ্বর জানে যেই জন ॥
মনুষ্যের মধ্যে সেই নহে মোহযুক্ত ।
কায়িক বাচিক আদি পাপে হয় মুক্ত ॥
ভাল মন্দ বিচার ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান ।
মোহ ত্যাগ ক্ষমা সত্য বাক্যের বিধান ॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নিষ্ঠা সুখ দুঃখ আর ।
[illegible] ॥
ভয় জন্ম সাহস অহিংসা সমবুদ্ধি ।
অহিংসা তপস্যা দান যশ দিব্য শুদ্ধি ॥
অপকীর্ত্তি আদি যত কিছু এই সব ।
আমা হৈতে সেই সব হয়ত উদ্ভব ॥
পূর্ব্বে মহাঋষি ভৃগু আদি চারিজন ।
সনকাদি স্বয়ম্ভু যতেক মুনিগণ ॥
এ সকল দেহে আছে প্রভাব আমার ।
ব্রহ্মা আদি রূপ হই জনক সবার ॥
মানস তনয় এই সব প্রজাপতি ।
বিপ্র আদি যত বর্ণ ইহার সন্ততি ॥
এই সব বিভূতি যে আমার ঐশ্বর্য্য ।
সবিশেষ রূপে যেই জানে কুরুবর্য্য ॥
নিশ্চল যোগেতে মুক্ত সেইজনা হয় ।
ইহাতে কখন কিছু নাহিক সংশয় ॥
জগতের পিতা আমি এক সর্ব্ব কর্ত্তা ।
সৃষ্টি আদি আমা হৈতে হই আমি কর্ত্তা ॥

এতত্তত্ত্ব নিতান্ত জানিয়া বুধগণ।
প্রীতিযুক্ত হৈয়া করে আমার ভজন ॥
আমাতে রাখিয়া চিত্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার।
পরস্পর সদা তত্ত্ব বুঝায় আমার ॥
নাম লীলা রূপ গুণ করে প্রশংসন।
তাহাতে সন্তোষ মতি করে অনুক্ষণ ॥
এইরূপ মনযোগ সতত করিয়া।
যে ভজে আমাকে নিত্য একান্ত হইয়া ॥
তারে প্রীত হই আমি দিয়ে বুদ্ধিযোগ।
যাহাতে আমাকে পায় খণ্ডে ভবরোগ ॥
বুদ্ধিতে ভাবনীময় স্বরূপে রহিয়া।
দীপ্তিমন্ত মহাজ্ঞানে প্রদীপ জ্বালিয়া ॥
অনাদি অবিদ্যাকৃত ভব অন্ধকার।
তার অনুগ্রহ লাগি করিয়ে সংহার ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

তুমি পরং ব্রহ্ম হও সকল আধার।
পবিত্র মায়ার গন্ধ নাহিক তোমার ॥
পরাৎপর বস্তু তুমি কহে ঋষিগণ।
ভৃগু আদি দেবর্ষি নারদ তপোধন ॥
বশিষ্ঠ দেবল মুনি আর বেদব্যাস।
তুমিত কহিলা মোরে করিয়া প্রকাশ ॥
যথার্থ করিয়া আমি জানিয়া সে সব।
যে যে বাক্য শ্রীমুখেতে কহিলা কেশব ॥
সাধু দেব রক্ষা লাগি কৈলা অবতার।
এই তত্ত্ব দেবগণে না জানে তোমার ॥
দানবে না জানে নিজ বধের লাগিয়া।
বসুদেব ঘরে জন্ম লইলা আসিয়া ॥
তুমি সে আপন তত্ত্ব জান আপনার।
সর্ব্বভূত জনক ঈশ্বর সবাকার ॥

তুমি দেবদেব হও জগতের পতি।
কহিবা সকল দিব্য আপন বিভূতি ॥
যাহাতে আছহ তিন লোকেতে ব্যাপিয়া।
কেমতে জানিবে সদা তোমাকে ভাবিয়া ॥
কোন কোন পদার্থেতে চিন্তিব তোমাকে।
আপন ঐশ্বর্য্য যোগ বিভূতি আমাকে ॥
বিস্তার করিয়া কহ প্রভু জনার্দ্দন।
শুনিয়া অমৃতবাক্য তৃপ্ত হয় মন ॥
এ সব শুনিয়া দয়াময় ভগবান।
বিশেষরূপেতে সব করেন বাখান ॥
প্রধানরূপেতে দ্রব্য বিভূতি আমার।
পার্থ কহি বিস্তারের অন্ত নাহি তার ॥
আমি আত্মা সর্ব্বভূতে হই গুড়াকেশ।
আদ্য অন্ত মধ্যে সব ভূতের বিশেষ ॥
বিষ্ণুরূপে আদিত্যের মধ্যে হই বর্য্য।
দীপ্তমান মধ্যে মহাতেজময় সূর্য্য ॥
মরীচি মরুত আমি নক্ষত্রেতে চন্দ্র।
বেদ মধ্যে সাম বেদ দেব মধ্যে ইন্দ্র ॥
ইন্দ্রিয়গণেতে মন ভূতেতে চেতনা।
রুদ্রেতে শঙ্কর আমি করিবে গণনা ॥
যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে কুবের ধনেশ।
বসুতে পাবক আমি জানিবা বিশেষ ॥
পর্ব্বতে সুমেরু পুরোহিতে বৃহস্পতি।
সেনাপতি মধ্যেতে কার্ত্তিক যোদ্ধাপতি ॥
স্থির জল মধ্যেতে আমি হই সাগর।
মহাঋষিগণে ভৃগু ব্রহ্মার কোঙর ॥
বেদবাক্য মধ্যে হই প্রণব অক্ষর।
যজ্ঞগণ মধ্যে জপ আমি সর্ব্বপর ॥
স্থাবরের স্থির বস্তু মাঝে হিমালয়।
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি জানিবা নিশ্চয় ॥

দেবঋষিগণেতে নারদ তপোধন।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ আমার গণন ॥
সিদ্ধগণ মাঝে হই কপিল মহামুনি।
অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা আমি জানিবা আপনি ॥
গজেন্দ্রের গণে ঐরাবত নামে হাতি।
মনুষ্য সকল মধ্যে আমি নরপতি ॥
অস্ত্র মধ্যে বজ্র কামধেনু ধেনুগণে।
আমিত কন্দর্প হই অপত্য জননে ॥
বাসুকি সর্পের মধ্যে সর্পগণে আমি।
পাতালে অনন্ত আমি নাগগণ স্বামি ॥
বরুণ দেবতা আমি জলচর ভর্ত্তা।
অর্য্যমা নামেতে হই পিতৃলোক কর্ত্তা ॥
শাস্তি কর্ত্তা মধ্যেতে হইয়ে আমি যম।
প্রহ্লাদ নামেতে আমি দৈত্যের উত্তম ॥
যত সব কর্ত্তা তার মধ্যে হই কাল।
মৃগ মাঝে সিংহ আমি বিক্রমে বিশাল ॥
গরুড় পক্ষির রাজা আমারে গণিবা।
পবিত্র কর্ত্তার মধ্যে পবন জানিবা ॥
অস্ত্রধারি মধ্যে আমি রাম দাশরথি।
কেহ বলে রাম হেতা হন ভৃগুপতি ॥
অবতারগণে কৃষ্ণ যে যে অবতার।
বিভূতির মাঝে আছে গণনা তাহার ॥
ভাষ্যকার মতে এই তাহার সিদ্ধান্ত।
ইহারা বিভূতি নহে জানিবা নিতান্ত ॥
মকর নামেতে মৎস্যগণ অধিপতি।
নদ নদী মধ্যে হই গঙ্গা ভাগীরথি ॥
সকল জীবের আমি আদি মধ্য অন্ত।
বিদ্যা মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা জানিবা নিতান্ত ॥
বিবাদের মধ্যে বাদ অকার অক্ষরে।
দ্বন্দ্ব নামে আমি হয় সমাস ভিতরে ॥

আমি ত অক্ষয় কাল পরমায়ু রূপ।
বৎসর আবর্ত্ত ক্রমে অনাদি স্বরূপ ॥
জগত বিধানরূপ বিশ্বরূপ ধারি।
মৃত্যু রূপ হই সর্ব্ব জগত সংহারি ॥
শ্রুতি মেধা ধৈর্য্য ক্ষমা বিভূতির ভেদ।
বেদের মধ্যেতে বৃহৎসাম নামে বেদ ॥
ছন্দেতে গায়ত্রী মাসে মার্গশীর্ষ শ্রেষ্ঠ।
ছয় ঋতু মধ্যেতে বসন্ত আমি জ্যেষ্ঠ ॥
ছলকারি মধ্যেতে পাশক ক্রীড়া হই।
তেজস্বী জনার তেজ নাহি আমা বই ॥
জয় ব্যবসায় আমি বলবন্তের বল।
বৃষ্ণিগণে বাসুদেব আমি সে কেবল ॥
বক্তার অন্বয় হই শ্রোতার প্রতীতি।
আপনে কেমনে হবে আপনি বিভূতি ॥
অতএব বুলবান বাসুদেব হন।
পূর্ব্বাচার্য্য গ্রন্থে ব্যাখ্যা আছয় লিখন ॥
ব্রহ্মের অভেদ ভাবে করিয়ে গণন।
বিভূতির মধ্যে স্বামি করিলা কথন ॥
অধ্যায় আরম্ভে যে অর্জ্জুন সঙ্গে কথা।
তাহাতে নির্গুণ পর না ঘুচে সর্ব্বথা ॥
এ সিদ্ধান্ত মতে যার উপজয় হাস্য।
সে দেখুক রামানুজ মধ্বাচার্য্য ভাষ্য ॥
স্বামি স্পষ্ট না কহিলা বুঝিয়া রহস্য।
তাহার মনের কথা এই ত অবশ্য ॥
পাণ্ডবের মধ্যে হই ধনঞ্জয় বীর।
মুনিগণ মধ্যে বেদব্যাস নামে ধীর ॥
দৈত্য পুরোহিত শুক্র কবির মাঝারে।
দমন কর্ত্তার দণ্ড জানিবা আমারে ॥
জয়বাঞ্ছা যে করয় তাহার অজিত।
গোপনীয় মধ্যে মৌন করিয়ে পীরিত ॥

জ্ঞানবন্ত জনার আমি হই তত্ত্ব জ্ঞান।
আমাকে জগত জীব জানিবা প্রমাণ ॥
আমা ত্যজিয়া লোকের কোন বস্তু নাই।
নাহি বস্তু বিভূতির অন্ত কোন ঠাঁই ॥
সংক্ষেপে কহিল এই বিভূতি বাহুল্য।
যাহার শ্রবণে লোকের ঐশ্বর্য্য অতুল্য ॥
যে সব আমার তেজ অংশেতে সম্ভব।
এইত একান্ত তুমি জানিবা পাণ্ডব ॥
বাহুল্য নাহিক কায সার মাত্র কহি।
জগত ব্যাপিয়া আমি এক অংশে রহি ॥
গোপীনাথ পাদপদ্মে কোটী নমস্কার।
এইত কহিল যোগ বিভূতির সার ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

আমারে করুণা করি, অধ্যাত্ম রহস্য হরি,
যে তুমি করিলা উপদেশ।
তাতে মোহ গেল দূর, বাড়িল আনন্দ পূর,
খণ্ডিল জনম মৃত্যু ক্লেশ ॥
ভূতের উৎপত্তি লয়, বিস্তারিতে মহাশয়,
তোমা হৈতে কমললোচন।
আর যে মহিমা নিত্য, তাহার মহিমা তত্ত্ব,
কতবার করিমু শ্রবণ ॥
এক অংশে গদাধর, ত্রিজগত চরাচর,
ব্যাপি আছ তুমি যে কহিলা।
শক্তি তেজ বল বীর্য্য, পরিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য,
ঈশ্বর তোমার সেই লীলা ॥
এ সকল সত্য হয়, যে কহিলা দয়াময়,
ঈশ্বর নাহিক তোমাপরে।
নিবেদি গোবিন্দ এই, সেরূপ দেখিতে চাই,
যদি কৃপা কর মোর তরে ॥
দেখিবার যোগ্য যবে, আমি যদি হই তবে,
শুন প্রভু এই নিবেদন।
পরম ঐশ্বর্য্যময়, নিত্য যে স্বরূপ হয়,
যোগেশ্বর দেখাহ এখন ॥
দেখ পার্থ রূপ যত, আমার অনেক মত,
শত শত হাজার হাজার।
শ্বেত রক্ত নীল পীত, নানাবর্ণে পরতীত,
অলৌকিক বিবিধ প্রকার ॥
দ্বাদশ আদিত্য দেখ, আর অষ্টবসু লেখ,
রুদ্রগণ অশ্বিনীকুমার।
পূর্ব্বে দেখ নাহি যার, পরম আশ্চর্য্য আর,
দেখ পার্থ বহুত প্রকার ॥
মোর এই দেহে যত, চরাচর ত্রিজগত,
অন্য যে দেখিতে বাঞ্ছা হয়।
সে সকল এক স্থানে, আজি হেতা বিদ্যমানে,
দেখ তুমি পাণ্ডব তনয় ॥

অপ্রাকৃত রূপ সেই, প্রাকৃত চক্ষু ত এই,
ইহাতে নারিবা দেখিবারে।
দুর্ঘট ঘটনাময়, এ ঐশ্বর্য্য যোগ হয়,
জ্ঞান চক্ষু দিই দেখ তারে॥

সঞ্জয় উবাচ।

এত কহি তারপর, কৃষ্ণ মহাযোগেশ্বর,
অলৌকিক রূপ পরাৎপর।
অর্জ্জুনকে দয়া করি, বিশ্বময় রূপ ধরি,
দেখাইলা শুন নরেশ্বর॥
মুখ নানা পরকার, অনেক নয়ন তার,
অনেক অদ্ভুত দরশন।
বিচিত্র অনেক করে, নানারূপ অস্ত্রধরে,
বিবিধ প্রকার আভরণ॥
নানা বর্ণে পুষ্পদাম, রত্নমাল্য অনুপম,
দিব্যবস্ত্র সুগন্ধিলেপন।
অনেক আশ্চর্য্যময়, প্রকাশ স্বরূপ হয়,
অন্তঃশূন্য সর্ব্বত বদন॥
সহস্র আদিত্য যবে, গগণমণ্ডলে লভে,
এককালে করিয়া উদয়।
মহাতেজ অঙ্গভাস, তুল্য হয় পরকাশ,
কান্তির উপম সেই হয়॥
এক ঠাঁই সে সকল, ত্রিজগত অবিকল,
ভিন্ন ভিন্ন অনেকপ্রকার।
বিশ্বের নিবাসগেহে, সেই দেবদেব দেহে,
দেখিলেন পাণ্ডুর কুমার॥
বিস্ময় ব্যাপিত চিত, পার্থ হৈলা পুলকিত,
মস্তক ধরিলা পদতলে।
যোড়করি দুই পাণি, গদগদ স্বরে বাণি,
নিবেদয়ে চরণ কমলে॥

সূর্য্য আদি দেবগণ, করিতেছি দরশন,
দেব এই শরীরে তোমার।
মনুষ্যাদি জীব যত, স্বেদজ অণ্ডজ কত,
বৃক্ষাদি উদ্ভিদ যত আর॥
সকল সৃষ্টির কর্ত্তা, ব্রহ্মা যে জগতভর্ত্তা,
তোমার নাভিতে জন্ম তাঁর।
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, তক্ষকাদি সর্পগণ,
লোকাতীত আকৃতিবিহার॥
অগণিত ভুজগণ, কুক্ষি মুখ নেত্রগণ,
সর্ব্বত্র দেখিয়ে অন্ত নাই।
নাহি দেখি আদিমধ্য, অন্ত নহে জ্ঞান সাধ্য
বিশ্বরূপ দেখিবারে পাই॥
রতন মুকুট মাথে, গদাচক্র শোভে হাথে,
জ্যোতিপুঞ্জ বিশ্ব পরকাশ॥
নিশ্চয় নাহিক হয়, দেখিবার যোগ্য নয়,
দীপ্ত অগ্নি সূর্য্য সমভাস॥
এতেক ঐশ্বর্য্য যার, পরং ব্রহ্মরূপ তার,
তোমা জানে মুমুক্ষের গণ।
বিশ্ব চরাচরময়, তার তুমি পরাশ্রয়,
নিত্য নিত্য ধর্ম্ম সংস্থাপন॥
পুরাণ পুরুষ স্বামি, জানিতে পারিল আমি
নাহি জন্ম স্থিতি বিনাশন।
প্রভাবের অন্ত নাই, বাহু সংখ্যা নাহিপাই,
চন্দ্রতুল্য এ দুটি নয়ন॥
মুখোদ্দীপ্ত হুতাশন, করিতেছি নিরীক্ষণ,
তেজে কৈল জগত তাপিত।
অন্তরীক্ষ দিক আর, সব কৈল একাকার,
একা তুমি হইয়া ব্যাপিত॥
এই ঘোর রূপ প্রভু, কেহ নাহি দেখে কভু,
এখন দেখিয়ে ত্রিভুবন।

পাইল পরম ভয়, নিরখিয়ে মহাশয়,
চরণে করিনু নিবেদন ॥
এই দেবগণ যত, তোমাকে ত শত শত
ভীত হৈয়া পশিছে স্মরণ।
তাঁহা কেহ মহাডরে, দূরে রহি যোড় করে,
বলে রাখ জয় নারায়ণ ॥
করিয়া মঙ্গল পাঠ, মহর্ষিগণের ঠাঁঠ,
সিদ্ধগণ সঙ্গেতে লইয়া।
ভয়েতে একান্ত মতি, হৈয়া করে বহুস্তুতি,
দেবতার্থ প্রকাশ করিয়া ॥
রুদ্রাদিত্য বসু সাধ্য, বিশ্বদেব স্বর্গ বৈদ্য,
পবন দৈবতা পিতৃগণ।
গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ, সিদ্ধগণ লক্ষ লক্ষ,
বিস্ময়েতে করি নিরীক্ষণ ॥
তব রূপ তেজোময়, মুখ নেত্র বাহুচয়,
উরু পদ অসংখ্য উদর।
গতিতে নাহিক অতি, বিকট দন্তের পাঁতি,
তাহাতে অধিক ভয়ঙ্কর ॥
মহাবাহু নিবেদন, করি শুন সর্ব্ব জন,
এই মূর্ত্তি তোমারে দেখিয়া।
মহাভীত হৈয়া তারা, রহিল পুতলি পারা,
ভয়ে বিদরিছে মোর হিয়া ॥
দীপ্তবন্ত নানা বর্ণ, মুখ অতি সুবিস্তীর্ণ,
পরশিলা শরীর গগণ।
জ্বলিছে লোচনগণ, দেখিয়া ব্যথিত মন,
উপসম না পাই এখন ॥
প্রলয় অনল যেন, তোমার বদন হেন,
দগ্ধ কৈলা অতি ঘোরতর।
দেখিয়া হরিল জ্ঞান, হেন সব সমাধান,
তোমা কিছু নহে অগোচর ॥

দেবেশ করুণা করি, আমারে প্রসন্ন হরি,
হও তুমি জগত নিবাস।
ধৃতরাষ্ট্র সুত শত, এই আর রাজা যত,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মহেষাস ॥
আমার সৈন্যের মুখ্য, যে সব সমর পক্ষ,
তা সবার সহিত হইয়া।
দন্ত ঘোর বিদারিতে, মুখ মাঝে অবাধেতে,
প্রবেশিছে সকল ধাইয়া ॥
রুধির ধারাতে রাঙ্গা, হইয়া মস্তক ভাঙ্গা,
লাগিয়াছে দশন মাঝারে।
কত শত মহাবীর, দেখিয়া না হয় স্থির,
চিত মোর নিবেদি তোমারে ॥
নদীর প্রবাহ গতি, যেমন সমুদ্র প্রতি,
অবশেতে করিয়া প্রবেশ।
নরলোকে বীর যত, অনন্ত মুখেতে কত,
প্রবেশিছে নাহিক বিশেষ ॥
যেরূপে পতঙ্গগণে, প্রজ্বলিত হুতাশনে,
মরিতে প্রবেশ বেগে করে।
সেইরূপ জীবগণে, তোমার বিকৃতাননে,
প্রবেশয় মরিবার তরে ॥
সর্ব্বত্র জ্বলন্ত মুখে, এই সব বীর সুখে,
গ্রাসে গ্রাসে করিছ ভোজন।
বিষ্ণু উগ্র দেহ ভাসা, পূরিয়া সকল আশা,
তেজে তপ্ত করিয়া ভুবন ॥
দেবতা উগ্রাশয়ে, কে তুমি প্রণমি পায়ে,
কহ কিছু প্রসন্ন আমারে।
সর্ব্বাদি পুরুষ কর্ত্তা, না জানি তোমার বার্ত্তা,
মনে বাঞ্ছা হয় জানিবারে ॥
আমি মহাকাল লোক করিয়ে সংহার।
হরিতে প্রবৃত্ত এবে ধরণীর ভার ॥

তোমা বিনা দুই সৈন্য মাঝে যত জন।
কেহ না বাঁচিবে সত্য কহিল বচন॥
অতএব উঠ তুমি যুদ্ধে যশ হবে।
শত্রু বধি যশ পুণ্য রাজ্য ভুঞ্জ তবে॥
যুদ্ধ পূর্ব্বে আমি সব করিয়াছি নাশ।
সব্যসাচি হইবে তোমার নাম ভাষ॥
বাম হস্তে বাণ ত্যাগ করিতে যে পারে।
সব্যসাচি বলিয়া লোকেতে কহে তারে॥
দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ কর্ণ সেনাপতি।
প্রতিপক্ষ বীর আর যত মহারথি॥
আমি বধিয়াছি সব তব নাহি ভয়।
যুদ্ধ কর সমর করিবে তুমি জয়॥
কেশবের মুখে পার্থ শুনিয়া বচন।
কর যোড়ে কম্পমান হইয়া তখন॥
মহাভয় চিত্তে হর্ষ গদগদ স্বরে।
পুন পুন প্রণমিয়া নিবেদন করে॥
অদ্ভুত প্রভাব তুমি ভকত বৎসল।
তোমার মাহাত্ম্য লোকে বিদিত সকল॥
যাহার কীর্ত্তনে তুষ্ট হয় তিন লোক।
ভকত যে তাহার নাহিক দুঃখ শোক॥
হৃষীকেশ এই কর্ম্ম উপযুক্ত হয়।
আমি হৃষ্ট হব ইথে কি আছে বিস্ময়॥
ভয়েতে রাক্ষস দিক বিদিক পলায়।
সিদ্ধগণ প্রণাম করিয়া পুন গায়॥
কি হেতু তোমায় না করিবে নমস্কার।
ব্রহ্মার পরম গুরু জনক তাঁহার॥
মহামূর্ত্তি অনন্ত দেবেশ সর্ব্বাধার।
স্থূল সূক্ষ্ম পর তুমি ব্রহ্ম নিরাকার॥
সর্ব্ব দেবতার আদি পুরুষ পুরাণ।
এইত বিশ্বের তুমি প্রলয়ের স্থান॥

তুমি জগতের জ্ঞাতা বেদ্য বস্তু এক।
তুমি সবাকার কর্ত্তা হও পরতেক॥
তুমি একা এই বিশ্ব করিলা ব্যাপিত।
অনন্ত স্বরূপধারি না হও প্রতীত॥
বায়ু যম বরুণ অনল নিশাপতি।
ত্রিলোক তোমাতে তুমি সকলের গতি॥
সহস্র সহস্র পুন পুন নমস্কার।
আগে পাছে সর্ব্বরূপ সর্ব্বত্র তোমার॥
অনন্ত সামর্থ্য তুমি বিক্রমে অপার।
অন্তরে বাহিরে বিশ্বব্যাপক আধার॥
স্বর্ণ এক নানারূপ গঠনের ভেদ।
তুমি সর্ব্বরূপ সেই মত কহে বেদ॥
এইত মহিমা আমি কিছু না জানিয়া।
মনুষ্য সখার তুল্য তোমারে মানিয়া॥
ভরমে স্নেহেতে বা কহিনু হঠাৎকার।
ওহে কৃষ্ণ ওহে সখা যদুর কুমার॥
ক্রীড়া শয্যা উপবেশ ভোজন করিতে।
সখাগণ বিনা কেবা আছে নির্জ্জনেতে॥
অথবা তোমারে পরিহাস সখাগণ।
করয়ে সাক্ষাতে আমি তাহার কথন॥
কৌতুক করিয়া যে করিল তিরস্কার।
সে সকল অপরাধ অনেক আমার॥
ক্ষমা কর বলে পার্থ ধরিয়া চরণ।
অনন্ত প্রভাব তুমি শুন নিবেদন॥
সর্ব্বলোক পিতা পূজ্য গুরু গুরুতর।
তোমার অধিক কোথা নাহিক সোসর॥
ত্রিভুবন মাঝারে উপমা নাহি যার।
সেরূপ উদিত হয় প্রভাব তোমার॥
অতএব ধরণীতে লোটাইয়া কায়।
প্রণাম করিয়ে ক্ষমা করিতে যুয়ার॥

স্তুতি যোগ্য তুমি দেব হও জগতের।
পিতা যেন অপরাধ ক্ষময় পুত্রের॥
সখা সহ সখা প্রতি সেবালয় তার।
হেন মত্যঁসহিষ্ণুতা করিবা আমার॥
পূর্ব্বেতে অদৃষ্টরূপ তোমার দেখিয়া।
তুষ্ট হৈনু ভয়ে পুন জ্বলিতেছে হিয়া॥
সেরূপ দেখায়ে মোর ভয় কর নাশ।
তুমি হও যোগেশ্বর হে বিঘ্নবিনাশ॥
কিরীটি রাজিতরূপ গদাচক্র হাতে।
ইচ্ছা হয় অতিশয় সেরূপ দেখিতে॥
তুমি বিশ্ব মূরতি সহস্র বাহুধর।
সেই চতুর্ভুজ হও আমার গোচর॥
গোবিন্দ কহেন পার্থ না করিহ ভয়।
সর্ব্বাদি অনন্ত বিশ্বরূপ তেজোময়॥
যোগ মায়াবলে আমি প্রকট করিয়া।
এইরূপ দেখাইনু প্রসন্ন হইয়া॥
বহুবিধ ভক্ত আছে লোক বিদ্যমান।
তোমা বিহুন এইরূপ নাহি দেখে আন॥
বেদ পাঠ যজ্ঞ বিদ্যা করে অধ্যয়ন।
দান অগ্নিহোত্র কর্ম্ম ব্রত চন্দ্রায়ন॥
এসব কর্ম্মেতে তোমা বিনা অন্যজন।
এরূপ না দেখে লোকে কুরুর নন্দন।
এই ঘোর রূপ মোর দেখিয়া এখন।
জন্মিল মূঢ়তা ব্যথিত হইল মন॥
ভয় তেয়াগিয়া তুমি হও পুত মন।
সেই পূর্ব্বরূপ এবে কর দরশন॥
এই বাক্য অর্জ্জুনকে গোবিন্দ কহিয়া।
আপন স্বরূপ পূর্ব্ব তারে দেখাইয়া॥
আশ্বাস করিলা ভয়ে দেখিয়া কাতর।
কৃপাতে হইলা পুন সাম্য কলেবর॥
অর্জ্জুন কহেন নিবেদিয়ে জনার্দ্দন।
দেখিয়া মানুষ মূর্ত্তি সুস্থ হইল মন॥
প্রসন্ন হইল চিত্ত দূরে গেল ভয়।
হইল স্বভাব পূর্ব্ব শুন দয়াময়॥
পার্থকে কহেন পুন দেবকীকুমার।
যে দেখিলে এই মোর রূপ নানাকার॥
তাহার আশ্রয় এই হইল মহত্ত্ব।
অভক্তে কি জানিবেক এই গূঢ় তত্ত্ব॥
অতএব দৃষ্টিযোগ্য এরূপ না হয়।
এই রামানুজ মাধ্বাচার্য্যের আশয়॥
এইরূপ যে তুমি দেখিলে ধনঞ্জয়।
ইহাকে দেখিতে শক্তি কাহার না হয়॥
অন্যকে দেখিতে বাঞ্ছা সদা করে দেবে।
তাহায় সুগম্য যেই নিত্য আমা সেবে॥
জ্ঞান যোগ যজ্ঞ দান করিয়ে যতনে।
এরূপ না দেখে যাহা দেখিলে এক্ষণে॥
আমাকে অনন্য ভক্তি পার্থ করে যেই।
এ তত্ত্ব জানিয়ে দেখে মুক্তি পায় সেই॥
আমার করয়ে কর্ম্ম আমি পুরুষার্থ।
আমা বিনা আর কিছু নাহি জান পার্থ॥
স্ত্রীপুত্রকুটুম্বাসক্তি দূরেতে ত্যজিয়া।
আমাকে আশ্রয় করে দূরেতে রাখিয়া॥
সর্ব্বভূতে বৈরীশূন্য যাহার অন্তর।
সে আমাকে পায় শুন পাণ্ডুর কোঙর॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা ভাষায়াং বিশ্বরূপদর্শন যোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

চতুর্থে কহিলা জ্ঞান সম আর নাই।
পঞ্চমে শুনালে আর জ্ঞানের বড়াই ॥
ষষ্ঠতে শুনিনু ভক্তি হইতে মুক্তি হয়।
নবমেতে দুই মার্গ করিলা নিশ্চয় ॥
পুনর্ব্বার ভক্ত লাগি প্রতিজ্ঞা করিতে।
আপনি কহিলা হরি শুনিলে সাক্ষাতে ॥
ভক্তি জ্ঞান দুই পথ শুনিলেন আর।
একাদশে শুনিলেন ভক্তি সর্ব্বসার ॥
ঈশ্বরের প্রাপ্তি হেতু ভক্তি বিনা নাই।
শুনিয়া অর্জ্জুন চিত্তে ভাবিয়া তথাই ॥
ছোট বড় দুই উপাসনার জানিতে।
জিজ্ঞাসিলে জগতের সংশয় নাশিতে ॥
সর্ব্বকর্ম্ম তোমাবে করিয়া সমর্পণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন নতি অর্চ্চন স্মরণ ॥
সতত করিয়া তোমা করিয়া যজন।
দাস ভাবে ও চরণে দৃঢ় কবি মন ॥
আমি ব্রহ্ম এই ভাবে জানে যেই জনা।
নির্ব্বিশেষ পরংব্রহ্ম করয় ভাবনা ॥
এ দোঁহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় কোন জন।
বিশেষ করিয়া প্রভু কহিবা এখন ॥
গোবিন্দ কহেন পার্থ শুন সাবধানে।
পরম রহস্য কহি তোমা বিদ্যমানে ॥
সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আমি কৃপাময়।
আমাকে একান্ত চিত্তে করিয়া আশ্রয় ॥
অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া যেই জন।
সদা করে আমার কর্ম্মের আচরণ ॥
এইরূপে যে ভকত ভজয় সদাই।
তার বড় ত্রিজগতে আর কেহ নাই ॥
অব্যক্ত স্বরূপ নহে শব্দের গোচর।
নিরাকার ব্যপিয়াছে সর্ব্ব চরাচর ॥
সর্ব্বদা চিন্তন নহে বিশ্বের আকার।
নিত্য নাহি হ্রাস বৃদ্ধি রূপান্তর আর ॥
সকল ইন্দ্রিয় নিজ বশেতে রাখিয়া।
সর্ব্বত্র সমান ভাবে অভেদ করিয়া ॥
সর্ব্বভূতে হিতকারি যে ভাবে আমারে।
তাহারাও পায় সত্য কহিল তোমারে ॥
যে যেভাবে চিত্তে লোক করয় আসক্তি।
অতিশয় ক্লেশ পায় সেই সব ব্যক্তি ॥
ব্রহ্ম নিষ্ঠ দেহ অভিমানির দুষ্কর।
অতএব দুঃখ তারা পায় ঘোরতর ॥
ভক্তি মিশ্রা জ্ঞান করে যেই সর্ব্বজন।
সুখে মুক্তি পায় তারা এই নিরূপণ ॥
ভক্তিহীন জ্ঞান যদি কোটী কল্প করে।
কিছু সিদ্ধি নাহি হয় সংসার ভিতরে ॥
আমার ভক্তের সিদ্ধি অনায়াসে হয়।
আমার প্রসাদে তার কোথা নাহি ভয় ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম আমাকে করিয়া সমর্পণ।
আমা বিনে অন্য দেব না করে পূজন ॥
অন্য আর মনে কার না করে ভাবনা।
সতত করিয়া ধ্যান করে উপাসনা ॥
হেন মতে আমাতে অভীষ্ট চিত্ত যার।
উদ্ধার করিয়ে শীঘ্র তাহা সবাকার ॥

মৃত্যুযুক্ত এ সংসার সাগর হইতে।
কুন্তির নন্দন শুন কহি যে তোমাতে॥
সঙ্কল্পবিকল্পরূপ হয় এই মন।
আমাতে করিয়া স্থির রাখে অনুক্ষণ॥
বুদ্ধিকে আমাতে রাখে করিয়া নিশ্চয়।
দেহান্তে পাইবে মুক্তি নাহিক সংশয়॥
সর্ব্বদা যদ্যপি চিত্ত না পাবে রাখিতে।
অভ্যাসযোগেতে ইচ্ছা করিবে পাইতে॥
অন্য চিন্তা তেয়াগিয়া করয় স্মরণ।
অভ্যাস যোগের এই হয় নিরূপণ॥
ইহা যদি করিতে না পারে ধনঞ্জয়।
তবেত আমায় কর্ম্ম করিয়া নিশ্চয়॥
একাদশী ব্রত পূজা নাম সংকীর্ত্তন।
শ্রবণ স্মরণ নতি আর অঙ্গগণ॥
আমার নিমিত্তে কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান।
অনায়াসে পাবে সিদ্ধি কভু নহে আন॥
একর্ম্ম করিতে যদি শক্তি নাহি হয়।
একান্তে হইবে তবে আমার আশ্রয়॥
অহোরাত্র আদি কর্ম্ম করি আচরণ।
তার ফলে কদাচিত নাহি দিবে মন॥
যথাশক্তি কর্ম্ম করি ঈশ্বর আজ্ঞায়।
তাহারি অধীন ফল মোর নাহি দায়॥
আমাতে করিবে ভার স্থির চিত্ত হৈয়া।
আমার প্রসাদে যাবে সংসার তরিয়া॥
বিষয় আসক্ত চিত্ত নাহি হয় বশ।
অভ্যাস অবশ চিত্ত বড়ই কর্কশ॥
যে অভ্যাসে নাহি পুণ্য জ্ঞানের বিচার।
যুক্তি উপদেশ যুক্ত জ্ঞান বড় তার॥
এমন জ্ঞানেতে শীঘ্র বৈরাগ্য জন্মায়।
তবে সব ছাড়ি মন অভ্যাসেতে ধায়॥

যুক্তি উপদেশ যুক্তি সদা এই ধ্যান।
পূর্ব্ব উক্ত জ্ঞান হৈতে সে হয় প্রধান॥
সেই ধ্যান হৈতে শ্রেষ্ঠ উক্ত কর্ম্মত্যাগ।
করিয়া সংসার শান্তি পায় মহাভাগ॥
উত্তমেতে দ্বেষ শূন্য মধ্যমে মিত্রতা।
হীনে কৃপা দ্বেষ নাহি নাহিক মমতা॥
ক্ষমাশীল সুখ দুঃখ দুইত সমান।
লাভেতে অলাভে তুষ্ট সদা সাবধান॥
সুস্থির স্বভাব যার সুদৃঢ় নিশ্চয়।
আমাতে অর্পিত সদা মন বুদ্ধি হয়॥
এইমত যে ভক্ত করয় ব্যবহার।
সেইত আমার প্রিয় কহিলাম সার॥
যাহা হইতে উদ্বেগ না পায় কোনজন।
লোক হৈতে যে উদ্বেগ না পায় কখন॥
ক্রোধ হর্ষ উদ্বেগ নাহিক আর ভয়।
সেই জন মোর প্রিয় শুন ধনঞ্জয়॥
অনাসক্ত লব্ধ দ্রব্যে স্পৃহা নাহি করে।
স্নানা দিতে বাঞ্ছা শুদ্ধি জ্ঞানেতে অন্তরে॥
আলস্যরহিত পক্ষপাত নাহি যার।
মনপীড়া উত্তম নাহিক কিছু আর॥
এমন যে মোর ভক্ত সেই প্রিয়জন।
প্রিয় দ্রব্য পাইলে না পায় পুতমন॥
অপ্রিয় লাভেতে কভু নাহি করে দ্বেষ।
স্থিত দ্রব্য নাশে নাহি করে শোকাবেশ॥
আকাঙ্ক্ষা রহিত পাপ পুণ্য নাহি যার।
এরূপ যে ভক্তিবন্ত সে প্রিয় আমার॥
শত্রু মিত্র মান অপমান উষ্ণ শীত।
সুখ দুঃখ ইথে হর্ষ বিবেক রহিত॥
অনাসক্ত সর্ব্বত্র সমান নিন্দা স্তুতি।
মৌনি যথালাভ তুষ্ট নাহি স্থির স্থিতি॥

আমারে সুস্থির চিত্ত করয় ভকতি।
আমার পরম প্রিয় সেই মহামতি॥
এই ধর্ম্ম মোক্ষহেতু অমৃত সমান।
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া কর এই অনুষ্ঠান॥
এমন আমার ভক্ত আমা পরায়ণ।
যে হয় আমার প্রিয় বড় সেই জন॥
রেমুণা নগরে গোপীনাথ ক্ষীরচোরা।
অনাদি পুরুষ ব্রহ্ম যশোদা কিশোরা॥
তাহার চরণে কোটী প্রণতি করিয়া।
পয়ারে রচিল বালবোধের লাগিয়া॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভক্তিপথ কহিলেন বড়ই সুগম।
অনায়াসে মুক্তি পায় নাহি কিছু শ্রম॥
সেই ভক্তি জন্মায় নির্ম্মল হৈলে চিত্ত।
অখণ্ড বৈরাগ্য জ্ঞান তাহার নিমিত্ত॥
প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব করিলে বিচার।
তবে সেই জ্ঞান জন্মে এই বাক্য সার॥
অতএব ত্রয়োদশে প্রভু ভগবান।
জ্ঞান লাগি এই তত্ত্ব করিলা ব্যাখান॥
সংসারকে মিথ্যা জ্ঞান জন্ময় যখন।
অদ্বৈত বৈরাগ্য সিদ্ধি লভয় তখন॥
গোবিন্দ কহেন পার্থ শুন সাবধানে।
এইত শরীর ক্ষেত্র দেখ বিদ্যমানে॥
ভোগ আয়তন এই সবার সমান।
সংসার বীজের হয় অঙ্কুরের স্থান॥
ইহার আমার আমি যার অভিমান।
সুখ দুঃখ ভোক্তা জীব তার অবিধান॥
ক্ষেত্রজ্ঞ সকল দেহে ব্যাপিয়া সে রহে।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব যে জানে সে কহে॥
ক্ষেত্রজ্ঞ আমারে জান সর্ব্বদেহে বাস।
অভেদেতে মহাবাক্য করিছে প্রকাশ॥
মায়া দ্বারে করি সৃষ্টি পালন সংহার।
ঈশ্বর উপাধি হয় এ তিন সংসার॥
মন বুদ্ধি অহঙ্কার আর মন চিত্ত।
জীবের উপাধি এই বন্ধন নিমিত্ত॥
সংশয় নিশ্চয় গর্ব্ব স্মরণ বিষয়।
ত্রিগুণান্তঃকরণ ইহাকে শাস্ত্রে কয়॥
জীব ও ঈশ্বর দুই উপাধি ত্যজিয়া।
শুদ্ধ চৈতন্য ঐক্য হৃদয়ে ভাবিয়া॥
অদ্বৈতমার্গেতে জ্ঞানি করে উপাসনা।
মহাবাক্য অর্থ এই কৈল নিরূপণা॥
জীব সঙ্গে ঈশ্বরের শুনিয়া অভেদ।
ভকত জনার চিত্তে বড় জন্মে খেদ॥
রামানুজাচার্য্য মাধ্বাচার্য্য মহাশয়।
বেদান্ত গীতার দুই ভাষ্যকার হয়॥
ভক্তিসূত্রকারক শাণ্ডিল্য মুনিবর।
আর ভাষ্যকর্ত্তা যে আচার্য্য সর্ব্বেশ্বর॥

তাহারা আপন গ্রন্থে অতি সুবিস্তার।
ভেদ বাদ স্থাপিলেন করিয়া নির্দ্ধার॥
গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে না পারি লিখিতে।
লিখিয়ে সিদ্ধান্ত এই মন বুঝাইতে॥
নিত্য মুক্তি সর্ব্বশক্তি প্রকৃতির পর।
কোথাতে সচ্চিদানন্দ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর॥
অনাদি অবিদ্যা বদ্ধ অল্প শক্তি ধরে।
কোথা জীব সুখি দুখি মায়ার কিঙ্করে॥
ইহার অভেদ কোন কালে নাহি হয়।
অতএব উপাধি ত্যাজিতে বেদে কয়॥
তথাপি কদাচ নহে অভিন্ন স্বরূপ।
ভিন্নশক্তি কেমনে হইবে একরূপ॥
অগ্নি হৈতে যেন বাহিরায় কণা সব।
সেইরূপ ব্রহ্ম হৈতে জীবের উদ্ভব॥
সহজে উপাধি নাই অল্প শক্তি ধরে।
অতএব অবিদ্যা তাহারে বদ্ধ করে॥
তেজ অংশে আছয় সম্বিতে বর্ত্তমান।
তাহারা কি হৈতে পারে সূর্য্যের সমান॥
অতএব জীব ঈশ্বরে সিদ্ধ আছে ভেদ।
ভক্তির রচনা ফল সর্ব্বত্র অভেদ॥
পিতা কহে পর পুত্রে তুমি মোর পুত্র।
হেনমত সাধকে হইলে প্রেম নেত্র॥
সর্ব্বত্রে জন্ময় তার ইষ্টদেব জ্ঞান।
এই মহাবাক্য অর্থ সর্ব্বত্র প্রমাণ॥
রাগ দ্বেষ মনামন না হইলে নাশ।
কদাচিত তত্ত্ববোধ না হয় প্রকাশ॥
অভেদে ভাবিতে সদা করিল যতন।
অনর্থ নিমিত্ত নিষ্ঠা শুদ্ধ হয় মন॥
সেইহেতু বেদ কহে অভেদ ঘোষণা।
গৌতম সনকাদি মতে এই বিবেচনা॥

জীব ঈশ্বরেতে ভেদ হয়ত নিতান্ত।
ভক্তি ছাড়ি অভেদেতে যে ভজে সে ভ্রান্ত॥
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জ্ঞান হয় যেই।
মোক্ষহেতু আমাকে জানিবা জ্ঞান সেই॥
বস্তুত প্রকৃতিক্ষেত্রে শাস্ত্রের বিচার।
শরীরে কি কহে তার ভেদ জানিবার॥
দর্শনাদি যজ্ঞদেহে চেতন রহিত।
ইচ্ছা আদি ধর্ম্মযুক্ত ইন্দ্রিয় সহিত॥
প্রকৃতি পুরুষ হৈতে হয়ত উৎপন্ন।
জরায়ুজ অণ্ডজ আদি ভেদ হয় ভিন্ন॥
স্বরূপেতে ক্ষেত্রজ্ঞ যে মানয় ঐশ্বর্য্য।
সংক্ষেপে কহিল সব শুন কুরুবর্য্য॥
প্রবৃত্ত যোগির চিত্ত স্থির নাহি রয়।
সূক্ষ্মরূপ নহে ধ্যান ধাবন বিষয়॥
তা সবার মনস্থির কারণ লাগিয়া।
বিরাট পুরুষ আদি অভেদ করিয়া॥
যোগশাস্ত্র বশিষ্ঠাদি মহাঋষিগণ।
বিবিধ প্রকারে তাহা কৈলা নিরূপণ॥
নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম কার্য্যের বিষয়।
বিবিধ প্রকারে বেদে আছয় নির্ণয়॥
সে সে কার্য্য উপাসনা যে যে বেদ তার।
সেই সেই রূপে তারা কহিলা অপার॥
ব্রহ্ম উপনিষদে কহিলা পরত্তেক।
বেদান্ত সূত্রেতে ব্যাস লিখিলা অনেক॥
পৃথিবী সলিল তেজ পবন গগন।
এই পঞ্চ মহাভূত শাস্ত্রের কথন॥
অহঙ্কার মহত্ত্ব যে সর্গাদি প্রকৃতি।
চর্ম্ম নাসা রসনা নয়ন আর শ্রুতি॥
পায়ূপস্থ হস্ত আদি বাগীন্দ্রিয় মন।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের কথন॥

ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ শরীর চেতন।
ধৈর্য্য এই সব ক্ষেত্র মধ্যেতে গণন॥
ইচ্ছা আদি মনোধর্ম্ম বেদের বচন।
অতএব ক্ষেত্রবান করিয়ে লিখন॥
এই ক্ষেত্র সংক্ষেপেতে ইন্দ্রিয় সহিত।
কহিল যে বুঝে তার অবশ্য হয় হিত॥
আপন গুণের শ্লাঘ্য কভু না করিবে।
দম্ভ আর পরপীড়া দূরে তেয়াগিবে॥
ক্ষমাশীল অকুটিল স্বভাব হইবে।
কায়মনবাক্যে সদা সদ্গুরু সেবিবে॥
মৃত্তিকা জলেতে দেহের বহি শৌচ হয়।
অন্তরের শৌচ রাগ দ্বেষাদি বিজয়॥
সৎপথে একান্ত নিষ্ঠা শরীর নিগ্রহ।
ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগে ত্যজিবে আগ্রহ॥
আমি ধনি গুণি মানি এ সব আমার।
মিথ্যা দেহে না করিবে এই অহঙ্কার॥
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ আর সব।
এই দোষ শরীরে করিবে অনুভব॥
ভার্য্যা পুত্র ধন গৃহে আসক্তি ছাড়িয়া।
তার সুখ দুঃখে সুখি দুঃখি না হইয়া॥
সদা ভাল মন্দেতে করিবে সম মন।
সকলে ত্যজিয়া হবে মত পরায়ণ॥
পরম ঈশ্বর আমি সব ঘটে অবস্থিতি।
জানিয়া করিবে সদা অনন্য ভকতি॥
পুণ্য দেশে অবিরত করিবে বসতি।
বিষয়ি সভাতে সদা তেয়াগিবে রতি॥
স্বরূপেতে ঈশ্বরাংশে জীব নহে বন্ধ।
দুঃখ সুখ ভাগি লৈয়া অবিদ্যা সম্বন্ধ॥
সর্ব্বদা জানিবা এই তত্ত্ব হয় সত্য।
এ তত্ত্বে অনায়াসে পাইবে আত্মতত্ত্ব॥
মুক্তি হেতু এই জ্ঞান বলিয়ে ইহারে।
ইহার পৃথক যে অজ্ঞান বলি তারে॥
এ সাধন যে বস্তু জানিবে তার তত্ত্ব।
কহিয়া শুনিয়া মুক্তি পাইবা নিতান্ত॥
বিষয় রহিত আদি নাহি নিরাকার।
সেইরূপ ব্রহ্ম হয় স্বরূপ আমার॥
আকাশ না হয় ব্রহ্ম নহেত অনিল।
পৃথিবী পাবক নহে না হয় সলিল॥
এইরূপ নিষেধ দ্বারায় বেদ কয়।
নিষেধের শেষ ব্রহ্ম বিশেষ না হয়॥
বিধি বাক্য বুঝাইতে না ধরে শকতি।
সগুণকে নির্গুণ রূপেতে কহে শ্রুতি॥
সর্ব্বত্র তাহার হস্ত চরণ নয়ন।
সর্ব্ব ঠাঁই বদন মস্তক কর্ণগণ॥
এই চরাচরময় অখিল ভুবন।
ব্যাপিয়া আছেন একা নাহি নিরূপণ॥
যে যে ইন্দ্রিয়ের আছে যে যে স্ববিষয়।
তাহার প্রকাশকর্ত্তা কেবল সে হয়॥
নিরাকার সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত।
সকল ধারণকর্ত্তা সম্বন্ধ রহিত॥
স্বভাবেতে গুণ নাহি গুণের পালক।
অন্তর বাহিরে সব জীবের ব্যাপক॥
স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি সমস্ত তাহার।
কারণ ভেদেতে সেই সব সুবিচার॥
রূপহীন সুক্ষ্ম নহে ইন্দ্রিয় গোচর।
অজ্ঞের নিকটে লক্ষ যোজন অন্তর॥
আত্মারূপে সর্ব্বত্র যাহার আছে জ্ঞান।
তাহার নিকটে সদা হন বর্ত্তমান॥
কারণ রূপেতে তিঁহো সর্ব্বভূতে এক।
কার্য্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেহ পরতেক॥

সর্ব্বভূতে পালক সে সংহার কারণ।
সৃষ্টিকালে সৃষ্টিকর্ত্তা সবার পূজন॥
সূর্য্য আদি প্রকাশক যত জ্যোতিগণ।
তার প্রকাশক এক হয় সেই জন॥
অজ্ঞান সম্বন্ধ হীন বুদ্ধি বৃত্তি জ্ঞান।
জ্ঞান দ্বারে জানি যাহা সে বস্তু প্রমাণ॥
জ্ঞানে প্রাপ্তি যে বস্তু তিঁহোতো সেই হয়।
সর্ব্বজীব হৃদয়েতে যাঁহার আলয়॥
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব জ্ঞানের সাধন।
জ্ঞেয়বস্তু যে হয় তাহার নিরূপণ॥
সংক্ষেপে কহিল্ল আমি শুন ধনঞ্জয়।
জানিয়া আমার ভক্ত সমভাব পায়॥
প্রকৃতি পুরুষ দুহাকার আদি নাই।
দেহেন্দ্রিয় জন্মের প্রকৃতি মূল ঠাঁই॥
সুখ দুঃখ মোহ আদি গুণের বিকারি।
প্রকৃতি হইতে হয় সম্ভব তাহার॥
শরীর ইন্দ্রিয় সুখ দুঃখের সাধন।
প্রকৃতির পরিণাম এই নিরূপণ॥
সুখ দুঃখ ভোগ হয় পুরুষ কারণ।
স্বভাবেতে নাহি জন্ম বিকার মরণ॥
প্রকৃতি হইতে হয় দেহের উৎপত্তি।
তাহাতে অভেদ ভাবে করিয়া বসতি॥
শরীর জনিত শুভাশুভ করে ভোগ।
বাস্তব পুরুষ তার নাহি হয় যোগ॥
ভাল মন্দ কর্ম্ম কর্ত্তা ইন্দ্রিয়ের বর্গ।
তার সঙ্গে পুরুষের যে হয় সংসর্গ॥
জগতে জন্ময় যত উত্তম অধম।
তাহার কারণ এই কহিনু নিয়ম॥
পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব ভেদ না জানিয়া।
অভিমানে সংসারেতে বেড়ায় ঘুরিয়া॥

স্বভাবেতে জীবের স্বরূপ জ্ঞান হয়।
দেহে রহে ভিন্ন মায়া গুণে যুক্ত নয়॥
সর্ব্ব দেহে সাক্ষি রূপে করয় বসতি।
মনের বাসনা হয় যে বিষয় প্রতি॥
নিকটেতে রহিয়া প্রকাশ হইল তার।
ঈশ্বর স্বরূপে সর্ব্ব জগত আধার॥
ভুবন পালক ব্রহ্ম দেব অধিপতি।
অন্তর্যামি রূপে সব দেহে অবস্থিতি॥
এইরূপ পুরুষকে যেই জন মানে।
সুখ দুঃখ সহিত প্রকৃত তত্ত্ব জানে॥
বেদবিধি লঙ্ঘিয়া যদ্যপি সেই রয়।
তথাপি লভয় ভক্তি নাহি কিছু ভয়॥
আত্মরূপে সকল ভাবিয়ে অনুক্ষণ।
মন দেহ মধ্যে আত্মা দেখে কোনজন॥
প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব করিয়া বিবেক।
কোন ভাগ্যবান আত্মা দেখে পরতেক॥
অষ্টাঙ্গ যোগেতে কোন যোগি দেখে তারে।
কর্ম্মে কর্ম্মি দেখে চিত্তশুদ্ধি দ্বারে॥
এসব পথের তত্ত্ব কেহ না জানিয়া।
গুরুর চরণে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া॥
হইয়া একান্ত মতি উপাসনা করে।
সংসার হইতে পুন কালক্রমে তরে॥
জগতে যতেক বস্তু স্থাবর জঙ্গম।
দেহ আত্মা বুদ্ধি হৈতে তাহার জনম॥
এই বাক্য দৃঢ় জান ভারত প্রধান।
ঈশ্বর সে সর্ব্বভূতে রহেন সমান॥
ভূতের বিনাশে তাঁর না হয় বিনাশ।
যে দেখে সে দেখে শুন করিয়া বিশ্বাস॥
সর্ব্বভূতে সমভাব আছেন ঈশ্বর।
দেখিকে সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির পর॥

অবিদ্যা আবেশে না করিবা পুরস্কার।
এমন যে দেখে মুক্তি অবশ্য তাহার॥
দেহেন্দ্রিয় পরিণাম রূপেতে প্রকৃতি।
নানা পরকারে কর্ম্ম করান সংপ্রতি॥
দেহ অভিমানে আত্মা কর্ত্তা হয় কহে।
স্বরূপে অকর্ত্তা সে নির্লিপ্তরূপে রহে॥
একরূপ সর্ব্বদা যে করে নিরীক্ষণ।
সেইত পরম জ্ঞানি এ সত্য বচন॥
ঈশ্বরের মায়া শক্তি হয়েন প্রকৃতি।
এক তাথে প্রলয়ে সব জীবের স্থিতি॥
তা সবার ভাব ভেদ যে করে মোচন।
সৃষ্টিকালে তাহা হৈতে হয়ত সৃজন॥
এতেক জানিয়া করে অভেদ ভাবনা।
পরং ব্রহ্ম ভাব মুক্তি পায় সেই জনা॥
পরমাত্মা অনাদি নির্গুণ সনাতন।
তোমাকে কহিয়ে শুন কুন্তির নন্দন॥
দেহ মধ্যে রহে মাত্র কিছু না করয়।
শুভাশুভ কর্ম্ম ফলে যুক্ত নাহি হয়॥
পঙ্ক ভস্ম আদি দ্রব্য যতেক জগতে।
ব্যাপিয়া আকাশ এক রহে যেন তাতে॥
অসঙ্গ স্বরূপ তাতে যুক্ত কভু নহে।
হেন মতে সকল শরীরে আত্মা রহে॥
এক সূর্য্য প্রকাশয় যেমতে ভুবন।
হেন মতে আত্মা প্রকাশয় দেহগণ॥
দেহ আত্মা দোঁহাকার ভেদ বিবরণ।
এইমত জ্ঞান নেত্রে দেখে যেই জন॥
জীবের প্রকৃতি হৈতে যেমন মোচন।
ধ্যান আদি যেই জানে তাঁহার সাধন॥
সে জন লভয় সর্ব্ব পরাৎপর পদ।
যেথানে নাহিক জরা মরণ বিপদ॥
প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব যে কৈলা বিচার।
সেই গোপীনাথ পদে কোটী নমস্কার॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পুন কহি পরমার্থ নিষ্ঠা উপদেশ।
তপ আদি কর্ম্ম হৈতে বড়ই বিশেষ॥
পূর্ব্বকালে এই শ্রেষ্ঠ করিয়া সাধন।
দেহ বন্ধ হৈতে মুক্ত হৈল মুনিগণ॥
এই জ্ঞান সাধন করিয়া অনুষ্ঠান।
দেবের দুর্লভ মুক্তি পাইবে নির্ব্বাণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সৃষ্টিকালে নাহি জন্মে আর।
প্রলয়েতে দুখ নাহি কি তার বিচার॥
প্রকৃতি আমার হয় বীর্য্যাধান স্থান।
চিদানন্দ গর্ব্ভতাথে করি সমাধান॥
কাম কর্ম্ম অবিদ্যার হইয়া অধীন।
প্রলয়ে আমাতে সর্ব্বজীব রহে লীন॥

সেই ক্ষেত্রজ্ঞের আমি ক্ষেত্রের সহিত।
সৃষ্টিকালে যোজনা করিয়ে সমুচিত॥
ব্রহ্মা আদি জীব যত স্থাবর জঙ্গম।
প্রকৃতি হইতে হয় সবার জনম॥
যে যে জাতি মধ্যে যে যে দেহ উৎপত্তি।
তাহার জনক আমি জননী প্রকৃতি॥
সত্ত্ব রজ তম প্রকৃতির গুণ তিন।
অধিকারি জীব স্বভাবেতে গুণ হীন॥
সুখ দুঃখ মোহ দেয় হয় কার্য্যদ্বারে।
মহাবাহু শুন তিন গুণে বান্ধে তারে॥
তার মধ্যে সত্ত্ব বোধ জনমের স্থল।
প্রকাশ স্বরূপ শান্ত স্বভাব নির্ম্মল॥
আমি সুখি আমি জ্ঞানি এই মোহদ্বারে।
সত্ত্ব গুণ বান্ধে তুমি দেখহ সত্বরে॥
রক্ত-নীল বস্তু যেন ধবল বসন।
রূপান্তরে করে রজ জানিবা তেমন॥
তৃষ্ণা শক্তির জন্ম হয় তাহা স্থানে।
কর্ম্মশক্তি তেই জীবে বান্ধে সে কারণে॥
আবরণ শক্তি যার হয়ত প্রধান।
সেই সে প্রকৃতি অংশ কহয় অজ্ঞান॥
অজ্ঞান হইতে তম পুরুষ জনম।
সকল জীবের তম মোহের কারণ।
ভাল মন্দ কর্ম্মে তার নাহি অবধান।
নিদ্রা আলস্য আদি রূপের প্রধান॥
এইরূপে তম গুণে বান্ধে জীবগণ।
কহিয়ে ভারত শুন হৈয়া সাবধান॥
সত্ত্বগুণে সুখ সঙ্গে করায় যোজনা।
রজগুণ হৈতে হয় কর্ম্মের বাসনা॥
সাধু সঙ্গ হৈতে উপজয় সেই জ্ঞান।
তম ভাবে আবরিয়া ঘুচায় সন্ধান॥
রজ তম পরাভব করিয়া তখন।
সত্ত্ব গুণ বাড়িয়া করয় প্রয়োজন॥
তামস হৈতে কভু রজ বৃদ্ধি হয়।
তম কভু সত্ত্ব রজ করে পরাজয়॥
নেত্র শ্রুতি আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় হয় যত।
সেইত স্বভাবে তারা হয় তবে রত॥
যে সময় জ্ঞান একা বাড়য় কেবল।
তখন জানিবা সত্ত্ব গুণের প্রবল॥
বহু ধন হৈলে পুন বাড়য় বাসনা।
সর্ব্বদা উদ্যোগ করে হৈয়া সেই মনা॥
ঘর বাটী অট্টালিকা উদ্যান করণ।
এই সব কর্ম্মারম্ভে সতত যজন॥
এই কর্ম্ম করিয়া করিব কর্ম্ম আর।
এইরূপ সংকল্প বিকল্প দুরাবার॥
নানা বস্তু গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় মন।
রজ গুণ বাড়িবার এইত লক্ষণ॥
বিবেকি বিলাসি কিছু কর্ম্ম নাহি করে।
কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুসন্ধান পাসরে॥
মিথ্যা কার্য্যে নিষ্ঠ সর্ব্বদা হয় মন।
তম বৃদ্ধি হৈলে হয় কুরুর নন্দন॥
সত্ত্ব গুণ বাড়িলে মনুষ্য যদি মরে।
প্রকাশ স্বরূপ ভোগ স্থানে বাস করে॥
রজগুণ বাড়িলে যাহার মৃত্যু হয়।
মনুষ্য যোনিতে জন্ম সে জনা লভয়॥
তমগুণ বাড়িলে মরণ হয় যার।
পশু পক্ষি আদি জন্ম অবশ্য তাহার॥
সাত্ত্বিক ভাবেতে কর্ম্ম সে জনা করয়।
তার ফল প্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্মময়॥
দুঃখ রূপ রাজস কর্ম্মের ফল হয়।
তামস কর্ম্মেতে সদা থাকে মোহময়॥

সত্ত্ব গুণ হৈতে হয় জ্ঞানের জনম।
রজ হৈতে লোভ জন্মে সবার বিষম॥
প্রকৃত কার্য্যের অনুসন্ধান না রয়।
মিথ্যা কার্য্য করিতে সতত মন হয়॥
এ দুই অজ্ঞান আর তমো হৈতে হয়।
কপিলাদি মুনিগণ এই কথা কয়॥
সত্ত্ব গুণে যা সবার হয় অবস্থিতি।
সত্ত্বলোক পর্য্যন্ত তাহার হয় গতি॥
রজগুণে থাকিলে পৃথিবীতে জন্ম হয়।
তামস চরিত্রে ক্রুর জনম লভয়॥
গুণ হৈতে ভাল মন্দ কর্ম্ম কর্ত্তা অন্য।
নাহি দেখে আপনাকে জানে গুণ ভিন্ন॥
এইমত সতত যাহার হয় মতি।
সে জন লভয় শীঘ্র নির্ব্বাণ মুকতি॥
সত্ত্ব আদি তিন গুণ দেহে সমুদ্ভব।
ভক্তি বলে তাহাকে করিয়া পরাভব॥
জন্মমৃত্যু জরা দুঃখে হইয়া রহিত।
নির্ব্বাণ পরম মুক্তি লভয় ত্বরিত॥
অর্জ্জুন কহেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
ত্রিগুণাতীতের হয় লক্ষণ কেমন॥
তিন গুণ অতিক্রম করে কি আচারে।
অন্য কি প্রকারে তাহা কহত আমারে॥

শ্রীভগবান উবাচ॥

সত্বে আদি তিন গুণে কার্য্য আছে যত।
সকল দ্বারাতে তারা হইবে রত॥
দুঃখ রোষে তার দ্বেষ না করে যে জন।
না হইলে সুখ লাগি না করে ভাবনা॥
উদাসীন প্রায় রহে সর্ব্ব কর্ম্ম করে।
গুণ কার্য্য সুখ দুঃখ জানিতে না পারে॥
আপনার কর্ম্ম গুণ আপনি করায়।
আমার সম্বন্ধ কিছু তাহাতে না হয়॥
এই দৃঢ় হৈয়া করে ঈশ্বর ভজন।
বাহ্য অন্য বার্ত্তাতে তার নাহি চলে মন॥
সুখ দুঃখ আত্মাতে আমাতে সদা থাকে।
পাথর সুবর্ণ তৃণসম এক দেখে॥
সুখ দুঃখ হেতু যার আর নিন্দা স্তুতি।
মান অপমানেতে যাহার সম মতি॥
শত্রু মিত্র পক্ষে যার সম ব্যবহার।
কোন কার্য্য করিতে উদ্যম নাহি যার॥
এরূপ লক্ষণ যার সেই মতিমান।
গুণাতীত বলি তার করিয়ে বাখান॥
একান্ত ভক্তিতে মোরে যে করে সেবন॥
ত্রিগুণ জিনিয়া মুক্তি পায় সেই জন॥
আমি ব্রহ্ম প্রতিমা সাকার ব্রহ্ম হই।
আর কেহ ঈশ্বর নাহিক আমা বই॥
নিত্য মূর্ত্তি স্বরূপেতে আমি হই এক।
মুক্তির সাধন কর্ম্ম হই পরতেক॥
আমিত একান্ত সুখ স্বরূপ মুরারি।
নিত্য বোধানন্দ হই এই মূর্ত্তি ধারি॥
গ্রন্থকর্ত্তার মধ্বাচার্য্য এক ভাষ্যকার।
রামানুজাচার্য্য হয় ভাষ্যকর্ত্তা আর॥
হনুমান শঙ্করআচার্য্য মহাশয়।
আর ভাষ্যকর্ত্তা এই দুই হয়॥
শাণ্ডিল্যমুনির ব্যাখ্যা অতি বড় সার।
ভক্তি হৈতে যাহাতে সিদ্ধান্ত নাহি আর॥
শ্রীজীব শ্রীধর গোস্বামির ব্যাখ্যা মান্য।
সরস্বতী শ্রীমধুসুদন ব্যাখ্যা ধন্য॥
এইমত ব্যাখ্যা কত দ্বাদশ প্রকার।
কেহ বলে জ্ঞান বড় ব্রহ্মনিরাকার॥

কার মতে ভক্তি বড় ব্রহ্মত সাকার।
সংক্ষেপে লিখিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত তাহার॥
পূর্ব্বে মধ্বাচার্য্য বেদ করিয়া বিচার।
সংহিতা করিলা শতদূষণী প্রচার॥
নির্গুণ ব্যাখ্যাতে একশত দোষ দিয়া।
স্থাপিলা সাকার ব্রহ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়া॥
সূর্য্যবীর্য্য দেখে য়েন না দেখে আকার।
মণ্ডলকে সূর্য্য বলি করে ব্যবহার॥
হেনমত ভক্তি বিনা না পায় দেখিতে।
নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানি বলে নিজ মতে॥
নিরাকার মায়া যোগে হয়েন সাকার।
জ্ঞানিগণ মতে এই সিদ্ধান্ত নির্দ্ধার॥
বস্তুত সাকার ব্রহ্ম অচিন্ত্য প্রভাব।
ভকত ভাবনা ভেদে নানা আবির্ভাব॥
জ্ঞানচিত্তে নিরাকার যেন রূপ হয়।
পরমাত্মা রূপ জ্ঞান যোগের বিষয়॥
ভক্তি হৈতে মুক্তি হয় কহিলা ডাকিয়া।
ভকতবৎসল হরি কহিলেন ইহা॥
নবম দ্বাদশে তার ভাঙ্গিয়া সংশয়।
সবার অধিক ভক্তি করিলা নিশ্চয়॥
অতএব সে সকলের এই অর্থ হয়।
ব্রহ্মমুক্তি সুখাদির ঈশ্বর আশ্রয়॥
গুরু গোপীনাথ পদে করিয়া ভরসা।
চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বিরচিল ভাষা॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে কহিলা নিশ্চয়।
ভক্তি হৈতে ব্রহ্মভাব রূপ মুক্তি হয়।
না হৈলে বৈরাগ্য না জন্ময় ভকতি।
বৈরাগ্য লাগিয়া পঞ্চদশে যদুপতি॥
সংসার কেবল মিথ্যা করিতে বর্ণন।
ব্রহ্মরূপ দৃষ্টান্তের কৈলা নিরূপণ॥
ভূতগণ জীব আত্মা এ দোহাঁর পর।
অনাদি পুরুষোত্তম সর্ব্বাদি ঈশ্বর॥
সংসার বৃক্ষের মূল একা তিহোঁ হন।
ব্রহ্মা আদি জীব যত শাখাতে গণন॥
প্রভাব পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ নাহি রয়।
প্রবাহ রূপেতে পুন পুন মরে হয়॥
এইরূপ হয় তবে সব দেবগণ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহা হৈতে হয় নিরূপণ॥
তার ফল শুভাশুভ হয় ছায়া রূপ।
জীবের আশ্রয় তিনি শ্রুতিপত্র রূপ॥
যে জনা জানয় এই বৃক্ষের প্রভেদ।
সেই জানে বিশেষ করিয়া চারিবেদ॥
পশু আদি নরক নিবাসি জীব যত।
অধোতে বিস্তার শাখা আছে শত শত॥

ব্রহ্মাদি দেবতা পুণ্যবন্ত জীব যত।
ঊর্দ্ধেতে বিস্তার শাখা যাহার বিস্তৃত॥
রূপ আদি বিষয় পল্লব রূপ তার।
গুণকর্ম্ম জন সে কে হয়ত বিস্তার॥
ঊর্দ্ধেতে প্রধান মূল হয়েন ঈশ্বর।
ভোগ স্পৃহা রূপ মূল অধোতে তৎপর॥
অনাদি বাসনা হৈতে বদ্ধ অতিশয়।
কর্ম্ম দ্বারে তাহা হৈতে আর মূল হয়॥
মর্ত্তলোক বিনা নাহি জন্ম কর্ম্মফল।
শুভাশুভ এই লোকে জানিবে সকল॥
যত প্রাণিগণ আছে এইত সংসারে।
এরূপ সংসার বৃক্ষ জানিতে না পারে॥
সীমা নাহি অন্ত তার জানে কোনজনে।
অনাদি বস্তুর আদি জানিবে কেমনে॥
এইত সংসার বৃক্ষ কোন পরকার।
আছয় যতনে কেহ না বুঝে ইহার॥
দেহ অভিমান ত্যাগ খড়্গকে লইয়া।
বিবেকি বৈরাগ্য দ্বারে সুদৃঢ় করিয়া॥
চিরবদ্ধ ঘন এই ভব তরুবর।
কাটিয়া ফেলিবে পুন ইহার তৎপর॥
সেই স্থান করিবেক সদা অন্বেষণ।
যেই স্থানে গেলে পুন নাহি আগমন॥
সেই আদি পুরুষের লইনু স্মরণ।
যাহা হৈতে এই সৃষ্টি হৈল পুরাতন॥
অহঙ্কার ত্যাগ দিবে করিয়া যতন।
মিথ্যা কাজ কদাচিত না করিবে মন॥
পুত্র বৃত্তি কন্যাদির আসক্তি ছাড়িয়া।
অধ্যাত্ম জ্ঞানেতে চিত্ত সদাই রাখিয়া॥
স্বর্গাদি সুখের বাঞ্ছা কভু না করিবে।
সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ ছন্দে যুক্ত হবে॥

সেই মূঢ়মতি নয় পরম পণ্ডিত।
অব্যয় পরম পদ লভয় ত্বরিত॥
যথা গেলে পুন নাহি প্রবেশে সংসারে।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি যারে প্রকাশিতে নারে॥
মহা তেজময় নিত্য চিদানন্দময়।
সেইত আমার ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
আমার বিভূতি অংশ রূপ জীবগণ।
অনাদি সংসার ভবে করয় ভ্রমণ॥
সুষুপ্তি কালেতে সব ইন্দ্রিয়েরি বর্গ।
প্রকৃতিতে লীন থাকে নাহি উপসর্গ॥
মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গণ।
জাগরণে জীব তার করে আকর্ষণ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্গের এমত ব্যবহার।
অতএব সুষুপ্তিতে মুক্তি নাহি তার॥
যে দেহ ছাড়িয়া জীব যে শরীর পায়।
ইন্দ্রিয় সহিত মন সঙ্গে লৈয়া যায়॥
পুষ্প হৈতে গন্ধ লৈয়া যেমতে পবন।
তথা হৈতে অন্য ঠাঞি করয় গমন॥
হেনমতে জীবস্থান দেহ তেয়াগিয়া।
অন্য দেহ লভে মন ইন্দ্রিয় লইয়া॥
কর্ণচক্ষুত্বগিন্দ্রিয় নাসিকা রসন।
এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ আর এক মন॥
জীব এই ছয়ে করিয়া অধিষ্ঠান।
শব্দাদি বিষয় ভোগ করে বিদ্যমান॥
শরীর ছাড়িয়া যবে করয় গমন।
তখন তাহারে নাহি দেখে অন্যজন॥
যখন দেহেতে রহে সেই কালে তারে।
যতনেতে মূর্খলোক দেখিতে না পারে॥
ইন্দ্রিয় মনের সহ একত্র হইয়া।
করয় বিষয়ভোগ দেহেতে রহিয়া॥

মূঢ়মতি লোক তারে দেখিতে না পায়।
জ্ঞান চক্ষু যার সেই দেখে সর্ব্বদায়।
সদাই প্রণাম ধ্যান ধারণা করিয়া।
যে যোগি যতন করে একান্ত হইয়া॥
নির্ম্মল শরীর আত্মা দেহ বর্ত্তমান।
সেই যোগি সর্ব্বদাই দেখে বিদ্যমান॥
জ্ঞান ভক্তি বিনা শুদ্ধ নাহি হয় মন।
শাস্ত্রের অভ্যাস দ্বারে যে করে যতন॥
মন্দ বুদ্ধি জনের শ্রম ব্যর্থ হয় সব।
কদর্যচিত আত্মারে না হয় অনুভব॥
বিশ্ব প্রকাশিত তেজ যে দেখে সূর্য্যেতে।
চন্দ্রেতে যেমন তেজ তেমত অগ্নিতে॥
সে সকল তেজ অংশ সকল আমার।
নিশ্চয় কহিয়ে আমি জানিহ এ সার॥
পৃথিবীতে প্রবেশ করিলে ভূতগণ।
আধার শক্তির দ্বারে করয় ধারণ॥
জগতের ধান্য যত ওষধিরগণ।
রসাত্মক হৈয়া চন্দ্র করয় পালন॥
প্রাণাপান দুই বায়ু লইয়া সহিত।
সকল প্রাণীর দেহে রহেত ত্বরিত॥
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় হৈয়া চারি রূপ।
পাক করি হৈয়া জঠরানল স্বরূপ॥
সর্ব্ব জীব হৃদয়ে আমার অধিষ্ঠান।
আমা হৈতে হয় স্মৃতি বিষয়ের জ্ঞান॥
আমা হৈতে হয় পুন সব বিস্মরণ।
আমি সব বেদবেদ্য ব্রহ্ম সনাতন॥
বেদান্ত শাস্ত্রের কর্ত্তা আমি এক হই।
বেদ বেত্তা আর কেহ নাহি আমা বই॥
ক্ষর নামে পুরুষ সকল ভূতচয়।
অক্ষর পুরুষ আত্মা অবিনাশি হয়॥
উত্তম পুরুষ অন্য এই দুই বর।
পরম মোহন তিহোঁ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর॥
আদ্য অন্ত শূন্য যিহোঁ নিত্য নিরঞ্জন।
তিন লোক প্রবেশিয়া করেন পালন॥
ক্ষয় অক্ষয়ের পর এক হই আমি।
লোক বেদ বিদিত পুরুষোত্তম স্বামি॥
যে বুধ আমারে জানে পুরুষ উত্তম।
সে ভজে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভাবে রূপোত্তম॥
এইত কহিল গূঢ় তত্ত্ব সর্ব্বসার।
বুঝয় এ তত্ত্ব জ্ঞানি কার্য্য নাহি আর॥
গুরু গোপীনাথ পদ কমলেতে আশ।
কহেন বচন পঞ্চদশাধ্যায়াভাষ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীভগবান উবাচ।

দেবের স্বভাব হৈলে লভয় মুকতি।
অসুর স্বভাব পায় নরকেতে গতি॥
এই দুই স্বভাবের করিয়া বিশেষ।
ষোড়শেতে গোপিনাথ কৈলা উপদেশ॥
নির্ভয় মনের শুদ্ধি জ্ঞান ভক্তিপথে।
কায়মনবাক্য নিষ্ঠা করিবেক তাথে॥
অন্নদান করিবেক ইন্দ্রিয়দমন।
যথাশক্তি দশাপন্ন সমাজীয় জন॥
বেদ পাঠ তপ বক্রস্বভাববর্জ্জন।
পর পীড়া ত্যাগ আর যথার্থভাষন॥
দৈবে যদি কেহ করে তাড়ন ভর্ৎসন।
তাহে কদাচিত না হইবে ক্রোধ মন॥
মহাতত্ব উপকার জীবের করিতে।
কাতরতা ত্যাগ দীন জনে বৃত্তি দিতে॥
শোক মোহ ত্যাগ আর আসক্তি নিবৃত্তি।
পর দোষ সূচনাতে না হয় প্রবৃত্তি॥
সর্ব্বভূতে দয়া সদা লোভসম্বরণ।
অক্রূরতা লোক লাজ কুকার্য্যবর্জ্জন॥
ব্যর্থ কর্ম্মত্যাগ ভাল কাজে প্রগল্ভতা।
পরদোষ ক্ষমা দুঃখ চিত্তেতে ধৈর্য্যতা॥
অন্তর বাহ্যেতে শুদ্ধি মহা শত্রু প্রতি।
মারিবারে নাহি হয় কদাচিত মতি॥
আপনাতে পূজ্য বুদ্ধি সর্ব্বদা রহিত।
সাত্বিক সম্পদ এই বেদ্যের উচিত॥
অভয়াদি এই হয় চব্বিশ প্রকার।
তার ভাল গতি হয় ভাগ্য জন্মে যার॥

এতত সম্পদ হৈয়া যে জন্মে সংসারে।
তার ধন্য জন্ম পার্থ কহিল তোমারে॥
ধর্ম্ম আচরণ এই বেশের ধারণ।
পরমার্থ উপলক্ষ উদর পূরণ॥
বিদ্যা কুল ধন অভিমান হয় গর্ব্ব।
আপনাকে পূজ্য দেখে অন্যে দেখে খর্ব্ব॥
না বুঝিয়া ক্রোধ আর কটুবাক্য কয়।
অবিবেক আসুরি সম্পদ শাস্ত্রে কয়॥
ইহাকে লইয়া লোকে জন্ম হয় যার।
রজতমা প্রতি নাহিক গতি তার॥
রজগুণ অধিকেতে অসুর স্বভাব।
তম অধিকেতে হয় রাক্ষসের ভাব॥
দোহাঁকার হয় আর একই স্বভাব।
সত্বগুণ তাসভার না বাড়ে পাণ্ডব॥
রজতমযুক্ত হৈয়া থাকে সত্বাভাস।
অতএব দয়াধর্ম্ম না হয় প্রকাশ॥
দেবের সম্পদ যার সেই মুক্তি পায়।
অসুর রাক্ষস ভাবে নরকেতে যায়॥
দৈবী সম্পদে হয় তোমার সম্ভব।
অতএব শোক না করহ পাণ্ডব॥
এই লোকে সৃষ্টি হয় দুই পরকার।
দেব সৃষ্টি এক হয় অসুরের আর॥
দৈব সৃষ্টি কহিলাম বিবিধ বিধান।
আসুরি সম্পদ কহি শুনহ বিদ্বান॥
ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি আর অধর্ম্ম বারণ।
অসুর স্বভাব লোক না জানে কখন॥

শৌচাচার বিবর্জ্জিত নাহি সত্য কথা।
বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র না মানে সর্ব্বথা ॥
মুনি ভণ্ড নিশাচর একত্র হইয়া।
তিনজনে বেদ কৈল যুকতি করিয়া ॥
মৃত মনুষ্যের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া।
মুনিগণ বিরচিল জীবিকা লাগিয়া ॥
ভণ্ডলোক স্বর্গভোগ মুকতি বাখানে।
পুত্রযজ্ঞে পশু বধি বাক্ষসেতে মানে ॥
ধর্ম্ম হেতু ব্যবস্থা নাহিক কিছু তার।
ঈশ্বর জগতকর্ত্তা নাহি মানে আর ॥
স্ত্রীপুরুষ যোগে হয় সৃষ্টি উপাদান।
তাহার কারণে কাম আছে বর্ত্তমান ॥
নাস্তিক দর্শন মত করিয়া আশ্রয়।
মলিন মানস হৈয়া অল্প বুদ্ধি হয় ॥
হিংসা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি অহিত আকার।
জগতের লাগি ক্ষয় তাহা সবাকার ॥
ঈশ্বরে না মানে পুনকাম সুনির্ভর।
দম্ভ মান মদযুক্ত হয় নিরন্তর ॥
এই মন্ত্রে এই দেবতার আরাধন।
করিয়া পাইব অতি মহানিধি ধন ॥
এই লোভে অজ্ঞানেতে ক্ষুদ্র দেবতার।
সেবা করে মদ্য মাংস করিয়া আহার ॥
প্রলয় পর্য্যন্ত করে ভাবনা অশেষ।
কাম ভোগ হৈতে কিছু না জানে বিশেষ ॥
আশাবদ্ধ কত শত বিবদ্ধ হইয়া।
সদা রহে কাম ক্রোধ আশ্রয় করিয়া ॥
কাম ভোগ লাগি করে চেষ্টা অনুক্ষণ।
অন্যায় প্রপঞ্চ করে লৈয়া পরধন ॥
আজি দ্রব্য লাভ হৈল অনেক আমার।
অন্য মনোরথ পুন পাব আরবার ॥

এই ধন বিদ্যমান আছে ত আমার।
আর ধন অধিক পাইব পনর্ব্বার ॥
এখন শত্রুর আমি করিব সংহার।
পুন নষ্ট করিব শত্রু যে থাকে আর ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম যোগ্য আমি সবার প্রধান।
ভোগি কৃতকৃত্য আমি অতি বলবান ॥
ধনাদি সম্পন্ন আমি হই কুলবান।
কোন জন আছে অন্য আমার সমান ॥
বহু বিত্ত ব্যয় যজ্ঞ করিয়া যাজন।
অন্য যজ্ঞকর্ত্তা হ'তে হইব ভাজন ॥
যাচক জনারে তবে দিয়ে বৃত্তি দান।
পাইব বড়ই হর্ষ সভা হৈতে মান ॥
এইত অজ্ঞান অভিমান মদে মত্ত।
মিথ্যা অভিনিবেশেতে হয়ত প্রবৃত্ত ॥
সদা চঞ্চলিত মন নানা ভাবনাতে।
অতএব স্থির তারে না পারে রাখিতে ॥
জালেতে হইয়া বদ্ধ যেন মৎস্যগণ।
বাহির হইতে নারে হারায় জীবন ॥
হেনমতে মায়াজালে নিবদ্ধ হইয়া।
কাম ভোগে সদা অভিনিবেশ করিয়া ॥
কুম্ভিপাক রৌরবাদি অতি পীড়াত্মক।
মরিয়া তাহারা জন্মে সেসব নরক ॥
আপনাকে পূজ্য বুদ্ধি আপনি যে করে।
সাধুলোক গণনাতে তারে নাহি ধরে ॥
উত্তমজনের অগ্রে বিনম্র না হয়।
ধন অহঙ্কার মদে মত্ত হৈয়া রয় ॥
যজ্ঞ আচরণ করে নামের লাগিয়া।
অসাত্ত্বিক দম্ভ করে বিধান ত্যজিয়া ॥
অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ আর।
ইহাকে আশ্রয় করি করে বীরকার ॥

সেই দুষ্ট শত্রুর সংসারে নরাধম।
অসুর যোনিতে তার লভয় জনম॥
আত্মাপর দেহে আত্মা আমি হই এক।
অসূয়া আমার দ্বেষ করে পরতেক॥
অমঙ্গল রূপ নিত্য মূঢ় সে কেবল।
জন্মে জন্মে অসুর হইয়া ভুঞ্জে ফল॥
না পাইয়া আমাকে সে পুনশ্চ তাহাতে।
জন্ম পায় ব্রহ্ম সর্প বৃশ্চিক যোনিতে॥
কাম ক্রোধ লোভ এই তিন হয় যার।
এই তিন হৈতে যায় নরক দুয়ার॥
অতএব এই তিন তেয়াগ করিয়া।
নরক দুয়ার হৈতে রহিত হইয়া॥
আপনার শ্রেয় পার্থ করে আচরণ।
সেজনা পরম গতি লভয় তখন॥
শাস্ত্রবিধি ছাড়িয়া যে হয় স্বেচ্ছাচার।
কোন সিদ্ধ সুখ গতি কিছু নাহি তার॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্য শাস্ত্রের প্রমাণ।
কর্ম্ম কর বিচারিয়া শাস্ত্রের বিধান॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

শ্রদ্ধা নাহি নাহি মানে শাস্ত্রের বিচার।
দম্ভে মাত্র করে কর্ম্ম গতি নাহি তার॥
পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে করিলা নিশ্চয়।
তাহাতে আমার চিত্তে জন্মেছে সংশয়॥
দুঃখ বুদ্ধি আলস্যতে বিধি নাহি করে।
শ্রাদ্ধাযুক্ত হৈয়া করে কর্ম্ম ব্যবহারে॥
সেইজন হয় কৃষ্ণ কোন গুণাশ্রয়।
কি সাত্ত্বিক রাজসিক কি তামস হয়।
গোবিন্দ বল্লেন পার্থ শুন দিয়া মন।
শাস্ত্রবিধি লৈয়া যেবা করে আচরণ॥
এইরূপ শ্রদ্ধা দেবে হয় সেজনার।
লোকাচারে শ্রদ্ধা হয় সে তিন প্রকার॥
সত্ত্বগুণ হৈতে হয় শ্রদ্ধার জনম।
সেই এক বিধি হয় শাস্ত্রের নিয়ম॥
সত্ত্বরজ তম তিন গুণের মিলনে।
তিন রূপ শ্রদ্ধা ভেদ পণ্ডিতে সে গণে॥
সত্ত্বগুণ অধিকেতে কহিয়ে সাত্ত্বিকী।
রজতম গুণ হৈলে রাজসী তামসী॥
যার যেইরূপ থাকে প্রাক্তন সংস্কার।
স্বভাবেতে সেইরূপ শ্রদ্ধা জন্মে তার॥

শ্রদ্ধাভেদে অধিকারি ভেদ তিন মত।
পূজা আদি তিন রূপ জানিবে বা কত॥
সাত্বিক স্বভাবে হয় দেবতারগণ।
সাত্বিক সে করে যেই দেবপরায়ণ॥
যক্ষ রাক্ষসের হয় রাজস পদ্ধতি।
তার সেবা সে করে রাজস যার মতি॥
তামস স্বভাব যার সেই সব জন।
নিরবধি পূজা করে ভূত প্রেতগণ॥
শাস্ত্রবিধি না মানিয়া কোন কোন জন।
সাত্বিক স্বভাব পূর্ব্ব পুণ্যের কারণ॥
যে কেহ রাজস হয় সেইত মধ্যম।
তামস পদ্ধতি যার সেই ত অধম॥
সংসারেতে রত মন্দ ভাগ্য যেইজন।
পাষণ্ড সঙ্গেত সেই হৈয়া দুষ্টমন॥
শাস্ত্রবিধি নাহি অন্ধলোক ব্যবহার।
দেখাইয়া করে তপ লোক চমৎকার॥
ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হয় কোন জন।
কেহ অন্ন নাহি খায় না কহে বচন॥
দম্ভ অহঙ্কার অভিলাষ বিষয়েতে।
তাহাতে আগ্রহ আর আগ্রহ সাধিতে॥
দেহের কারণ পঞ্চভূত দেহে রহে।
বৃথা উপবাসে নিত্য কৃশ করে দেহে॥
এইরূপ যে আচরে অবিবেকিগণ।
বেদরূপ মোর বাক্য করিয়া লঙ্ঘন॥
অন্তর্যামি আত্মা আমি দুঃখ দেয় মোরে।
সে সব অসুর জান সংসার ভিতরে॥
ত্রিবিধ প্রকার হয় খাদ্য সবাকার।
যজ্ঞ তপ দান কর্ম্ম সেই পরকার॥
তাহার কহিয়ে ভেদ শুন মন দিয়া।
সংসার তরিবে হেলে যাহা আচরিয়া॥
পরমায়ু উৎসাহে সামর্থ উপজয়।
আরোগ্য মনের সুখ প্রীতি বৃদ্ধি হয়॥
ভোজনেতে রস বস্তু দ্রব্য যে সকল।
ঘৃত দুগ্ধ শর্করাদি আম্র আদি ফল॥
দেহের অংশেতে থাকয় চিরকাল।
দেখিতে হৃদয়ঙ্গম না করে জঞ্জাল॥
এইমত ভক্ষ্য দ্রব্য যে হয় সংসারে।
সাত্বিক আহার প্রিয় কহিয়ে তোমারে॥
অতি তিক্ত নিম্ব আদি যত দ্রব্যগণ।
বড়ই অম্বল দ্রব্য অধিক লবণ।
অতি তপ্ত অতি তীক্ষ্ণ মরিচ প্রভৃতি।
অতি রুক্ষ কন্দ আদি শস্য নানা জাতি॥
শরীর দাহক সর্ষপাদি দ্রব্য আর।
রাজসের এই দ্রব্য সকল আহার॥
খাইলে জন্ময় পীড়া শরীর ভিতরে।
পশ্চাত মনের দুঃখ রোগ জন্ম করে॥
পক্ক অন্ন যদি রহে প্রহরের পরে।
রসহীন বস্তু পূতিগন্ধ যেবা করে॥
পূর্ব্ব দিবসের পক্ক যে অন্ন ব্যঞ্জন।
উচ্ছিষ্ট অভক্ষ আর যত দ্রব্যগণ॥
তামসের প্রিয় এ সকল আহার।
যে করে সর্ব্বদা তার না যায় সংসার॥
কর্ম্মফলে কদাচিত নাহি দিবে মন।
বিধিমত করে যজ্ঞ করিয়া যতন॥
বেদে আজ্ঞা আছে বলি হইয়া একান্ত।
যে যজ্ঞ আচরে সেই সাত্বিক নিতান্ত॥
ফলের উদ্দেশ করে মহত্ত্ব লাগিয়া।
ভারত জানিও তারে রাজস বলিয়া॥
শাস্ত্র বিধিহীন যজ্ঞ নাহি অন্নদান।
মন্ত্রহীন লোকাচারে করে অনুষ্ঠান॥

যথার্থ দক্ষিণা নাহি করে সমর্পণ।
শ্রদ্ধাতে রহিত যজ্ঞ তামস লক্ষণ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু সাধুর অর্চ্চন।
বাহ্য অন্তরের শৌচ বক্রতাবর্জ্জন॥
ব্রহ্মচর্য্যা অহিংসা কায়িক তপ হয়।
বাচিক তপস্যা তবে শুন ধনঞ্জয়॥
লোকের উদ্বেগ নাহি হয় যে বচনে।
সত্য প্রিয় হিত দুঃখ না জন্মে শ্রবণে॥
অধিকারি অনুসারে বেদাদিপঠন।
বাচিক তপস্যা এই কহিল বচন॥
মনের বৈমল্য ভাব ক্রুরতাবর্জ্জন।
মৌন বিষয় হইতে মনের দমন॥
ব্যবহারে মায়াত্যাগ অবশ্য করন।
এইত মানসতপ শুন বিবরণ॥
কায়িকাদি তপ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
সাত্ত্বিকাদি রূপ নয় বিধি ভেদ তার॥
মহা শ্রদ্ধা করিয়া হইয়া এক চিত্ত।
তপস্যা করয় ফল বাসনা রহিত॥
এইত সাত্ত্বিক তপ শাস্ত্রেতে বাখানে।
রাজস কহিযে এবে শুন সাবধানে।
তিহোঁ সাধু তপস্বি বলিয়ে সর্ব্বজন।
ধন দিয়া নত হয় করিয়া মানন॥
এই অভিলাষে তপ দম্ভ যেই করে।
সেইত তপস্যা গণি রাজস ভিতরে॥
চঞ্চল সেইত ক্ষণ স্থির নাহি রয়।
ক্ষণেমাত্র সুখ সেই নিত্যে নাহি লয়॥
অবিবেকি দুষ্ট কর্ম্মে আগ্রহ করিয়া।
দেহ অস্থি দোঁহাকার পীড়া জন্মাইয়া॥
কিম্বা অন্যনাশ হেতু করে অবিচার।
এইত তামস তপ কহিল নির্দ্ধার॥

পূর্ব্বে না করিয়া থাকে কিছু উপকার।
পশ্চাতে করিব বলি আশা নাহি যার॥
অপতিত ক্রিয়াবন্ত বেদে পরায়ণ।
এমত ব্রাহ্মণে দ্রব্য করি সমর্পণ॥
পুণ্যদেশে পুণ্যকালে করিয়া আদর।
সেই দান হয় শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভিতর॥
দান দিলে ইহাকে করিবে উপকার।
কিম্বা স্বর্গ হেতু আশা করে আরবার॥
চিত্তক্লেশ পূর্ব্বক করয় যেই দান।
রাজস বলিয়া তার করন বাখান॥
অপবিত্র স্থানে আর অশুচি কালেতে।
অপাত্রে করয় দান নটনর্ত্তকীতে॥
পাদ প্রক্ষালন পূজা না করে সম্মান।
কটু বাক্য কহিয়া পশ্চাতে দেয় দান॥
এইত তামস দান জানিবা নিশ্চয়।
থাকুক পুণ্যের কাজ নরক সে হয়॥
প্রণবাদি বাক্য এই ত্রিবিধ প্রকার।
যে পরব্রহ্মের নাম বেদেতে প্রচার॥
প্রথমত সেই ব্রহ্ম অতি দয়াময়।
করিলেন বেদ যজ্ঞ ব্রহ্মা প্রত্যয়॥
অতএব ওঁকার উচ্চারণ করিয়া।
ব্রহ্মবাদি করে যজ্ঞ দান তপক্রিয়া॥
অঙ্গ ভঙ্গ হইলেও বিধান ক্রমেতে।
নিষ্পন্ন হয় সে সব ওঁকার যোগেতে॥
যজ্ঞদান তপ আদি নানাবিধ ক্রিয়া।
যত্নেতে তৎসৎ শব্দের উচ্চারণ করিয়া॥
ফলাভিসন্ধান বিনে করে অনুষ্ঠান।
তাহাতেই হয় তার পরম নির্ব্বাণ॥
বিবাহাদি মাঙ্গলিক যে যে কর্ম্ম হয়।
সচ্ছব্দ প্রয়োগ তাথে করিবে নিশ্চয়॥

যজ্ঞদান তপ আদি সাত্ত্বিক ব্যাপার ।
সচ্ছন্দে অবিধান করিবে তাহার ॥
অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যেই করে অনুষ্ঠান ।
হোমদান তপকর্ম্ম বিবিধ বিধান ॥
অসৎ বলিয়া তারে শুন ধনঞ্জয় ।
ইহলোক পরলোকে সব ব্যর্থ হয় ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সকল গীতার অর্থ সংগ্রহ করিয়া ।
অষ্টাদশে কহিলেন প্রকাশি করিয়া ॥
কর্ম্মের সংন্যাস আর কর্ম্ম আচরণ ।
পূর্ব্বেতে কহিলা দুই করিয়া যতন ॥
এককালে একজনে না হয় সম্ভব ।
অতএব বিরোধ করিয়া অনুভব ॥
সন্দেহ ছেদন লাগি কুন্তির নন্দন ।
গোবিন্দের আগে কিছু কহিলা বচন ॥
অর্জ্জুন কহেন শুন কেশিবিনাশন ।
সন্ন্যাসের তত্ত্ব আর যোগের লক্ষণ ॥
বিশেষ বুঝিতে বাঞ্ছা হয়েছে আমার ।
মহাবাহু কৃপা করি কহ সর্ব্বসার ॥
এতেক শুনিয়া তবে প্রভু হৃষীকেশ ।
কহিলেন সর্ব্বতত্ত্ব করিয়া বিশেষ ॥
না করিলে যেই কর্ম্ম নহে প্রত্যবায় ।
কাম্যকর্ম্ম বলিয়া তাহারে বেদে গায় ॥
নাহি আচরিলে যাতে পাপ উপজয় ।
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সেই সব হয় ॥
গোবিন্দ বলেন পার্থ শুন মহাভাগ ।
সংন্যাস পথেতে কহে কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ ।
কর্ম্মফল ত্যাগ কর্ম্ম ত্যাগের লক্ষণ ।
বিচার করিয়া কহে বেদ বিচক্ষণ ॥
সাংখ্য শাস্ত্র প্রবক্তা কপিল মহামুনি ।
সকল কর্ম্মের ত্যাগ তার মুখে শুনি ॥
পশু হিংসা যজ্ঞেতে প্রধান দোষ আছে ।
আর ক্ষুদ্র জন্তু মরে আগুনের কাছে ॥
বৃক্ষ শাখা পত্রাদি ছেদনে আর পাপ ।
অতএব কর্ম্মেতে না যায় ভবতাপ ।
মীমাংসক বলে যজ্ঞ দান তপঃকর্ম্ম ।
অবশ্য কর্ত্তব্য হয় এই বেদমর্ম্ম ॥
যজ্ঞ ভিন্ন হিংসাতে পাতক জনময় ।
যজ্ঞাঙ্গ হিংসার সঙ্গে নাহি কিছু দায় ॥
নিশ্চয় তাহাতে শুন ভারত উত্তম ।
বুঝিলে না রবে অন্তঃকরণে ভ্রম ॥
তামসাদি ভেদে ত্যাগ তিনপ্রকার ।
পণ্ডিতগণেতে কহে করিয়া বিচার ॥

যজ্ঞদান তপকথা ত্যাগ অনুচিত।
অবশ্য কর্ত্তব্য হয় বেদের বিহিত॥
বিবেক রহয় চিত্ত শুদ্ধির কারণ।
তদবধি ইহার করিবে আচরণ॥
আমি কর্ত্তা ভর্ত্তা অভিমান তেয়াগিয়া।
ঈশ্বরের আরাধনা প্রধান করিয়া॥
কদাচিত না করিবে ফলানুসন্ধান।
করিবেক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান॥
এইত আমার মত উত্তম নিশ্চয়।
কহিল তোমারে শুন কুরুর তনয়॥
কাম্যযজ্ঞ দানতপবন্ধন কারণ।
তার ত্যাগ উচিত যে এই নির্দ্ধারণ॥
কাম্যকর্ম্ম বিষ্ণু প্রতি যদি কেহ করে।
তবে ত উত্তম ফল ঘটে তার তরে॥
ভাষ্যকার স্বামিমতে এই ত বিচার।
কাম্যকর্ম্ম কভু নহে মোক্ষের দুয়ার॥
নিত্য কর্ম্ম মোক্ষ হেতু চিত্ত শুদ্ধিদ্বারে।
তার ত্যাগ যুক্তি নহে শাস্ত্রের বিচারে॥
অজ্ঞানেতে তার ত্যাগ যদি কেহ করে।
সেই ত্যাগ গণি তবে তামস ভিতরে॥
আচরিতে কত দুখ দেহে ক্লেশ করে।
নিত্যকর্ম্ম যেই জনা করে এইডরে॥
সে হয় রাজস মত কোন কার্য্য নয়।
ত্যাগ জন্য ফল কদাচিত না ঘুচয়॥
নিত্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া যেই জন।
অভিমান ফল ত্যজি করে আচরণ॥
এইত সাত্ত্বিক ত্যাগ শুন ধনঞ্জয়।
ইহা হৈতে চিত্ত শুদ্ধি দ্বারে মুক্তি হয়॥
শীতকালে প্রাতস্নানে নাহি করে দ্বেষ।
গ্রীষ্মতে মধ্যাহ্ন স্নানে না করে আবেশ॥
স্থির বুদ্ধি ত্যাগশীল সহে মহাদুখ।
তুচ্ছ বলি ত্যাগ করে স্বর্গ আদি সুখ॥
শরীরের সুখহেতু না করে বাসনা।
তার দুখনাশ হেতু ছাড়ে দুর্ভাবনা॥
সকল কর্ম্মের ত্যাগ করিতে কখন।
বিশেষে না পারে দেহ অভিমানি জন॥
ফল ত্যজি যেবা কর্ম্ম করে আচরণ।
কর্ম্মত্যাগি সেই জনা এসত্য বচন॥
কর্ম্ম জন্য ফল লোকে ত্রিবিধ প্রকার।
ইষ্ট অনিষ্ট ফল মিশ্রিত হয় আর॥
অনিষ্টে নরকবাস ইষ্টে স্বর্গে যায়।
মিশ্রিত কর্ম্মের ফল পৃথিবীতে হয়॥
অত্যাগির কর্ম্ম জন্য হয় এইফল।
সন্ন্যাসির নাহি যজ্ঞে কভু এ সকল॥
শুন মহাবাহু তুমি আমার বচন।
এই পঞ্চ সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির কারণ॥
যাহাতে আছয় সর্ব্ব কর্ম্মের সিদ্ধান্ত।
সেইত বেদান্ত সাংখ্য কহেন নিতান্ত॥
আশ্রয় শরীর আর কর্ত্তার অহঙ্কার।
পৃথক ইন্দ্রিয় যত সাধন তাহার॥
প্রাণঅপানাদি চেষ্টা বিবিধ প্রকার।
কায়াতে স্বরূপ বহু ভেদ হয় তার॥
ইহারা পঞ্চম হয় ইন্দ্রিয় দেবতা।
কিন্তু অন্তর্যামি হয় সর্ব্বত্রের কর্ত্তা॥
কর্ম্মের দেবতা দিগ চর্ম্মের পবন।
চক্ষুর সবিতা দেব জিহ্বার বরণ॥
নাশার অশ্বিনী পুত্র বাক্যের আনন।
হস্তের দেবতা আপনি অখণ্ডন॥
পদের উপেন্দ্র মিত্র পাত্র অধিপতি।
উপস্থের দেবতা আপনি প্রজাপতি॥

কায়বাক্যমনে যে কর্ম্মের আচরণ।
ভালমন্দ এই পাঁচ তাহার কারণ॥
এই পাঁচ সকল কর্ম্মের হেতু হয়।
অসঙ্গ নির্গুণ আত্মা স্বরূপে চিন্ময়॥
তাহাকে কেবল কর্ত্তা করিয়া যে জানে।
শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশ কিছুই না মানে॥
এইরূপ মলিন বুদ্ধি যে দেখে সংপ্রতি।
কিছু নাহি দেখে সেই বড়ই দুর্ম্মতি॥
শরীরাদি পাঁচ কর্ত্তা করিয়া বিচার।
আমি কর্ত্তা হেন অভিমান নাহি যার॥
ভাল মন্দ কর্ম্মেতে নাহিক রাগ দ্বেষ।
দেহ ভিন্ন আত্মা দেখে করিয়া বিশেষ॥
ব্যবহারে সর্ব্ব জীব করি সমভাব।
কাহাকে না মারে সে পাতক নাহি তার॥
হিংসা ফলে আত্মা দরশন নাহি হয়।
চিত্তে শুদ্ধি হেতু কর্ম্মে কোথা তার ভয়॥
এই কর্ম্ম করিলে জন্মিবে এই ফল।
এই জ্ঞান আর সাধ্য কর্ম্মে যে সকল॥
কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কারে জ্ঞানের আশ্রয়।
বিধির প্রবৃত্তি এই তিন লৈয়া হয়॥
গুণ ভেদ ক্রমে তিন হয় তিনরূপ।
সম্বন্ধ রহিত আত্মা নির্গুণ স্বরূপ॥
মন আর দশেন্দ্রিয় কর্ম্মের সাধন।
কর্ত্তার বাঞ্ছিত ভাল মন্দ কর্ম্মগণ॥
ক্রিয়া সিদ্ধি হেতু কর্ত্তা কর্ম্ম নির্ব্বাহক।
ক্রিয়ার আশ্রয় এই ত্রিবিধকারক॥
জ্ঞান কর্ম্ম কর্ত্তা ক্রমে ত্রিবিধ প্রকার।
গুণভেদে সাংখ্য শাস্ত্রে করিলা প্রচার॥
যথার্থ তাহার ভেদ করি নিরূপণ।
মন দিয়া শুন তুমি পাণ্ডব নন্দন॥
ব্রহ্মা আদি স্থাবর পর্য্যন্ত জীবদেহে।
অবিদ্যা আবেশে আত্মা ভিন্ন ভাবে রহে॥
নির্ব্বিকার এক রূপ দেখে যেই জানে।
সেইত সাত্ত্বিক জ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণে॥
সকল শরীরে জীব অনেক প্রকার।
সুখি দুখি জ্ঞানি মূর্খ বহু ভেদ তার॥
যে জ্ঞানে পুরুষ সদা করয় নিশ্চয়।
তাহাকে রাজসি বলি শুন ধনঞ্জয়॥
এক প্রতিমাদি দেহে হইয়া তৎপর।
মানয় এই সে আত্মা পরম ঈশ্বর॥
এই অভিনিবেশেতে শাস্ত্র নাহি মানে।
পরমার্থ বুদ্ধিহীন কিছু নাহি জানে॥
অল্প ফল কিঞ্চিত বিষয় এই জ্ঞান।
তামস বলিয়া করি তাহার বাখান॥
পশুবধ জন্য যজ্ঞ আদি মতে জ্ঞান।
প্রসিদ্ধ তামসরূপে আছে বর্ত্তমান॥
না করিলে যাহার জনমে প্রত্যবায়।
কর্ত্তব্য বলিয়া করে প্রীতি নাহি তায়॥
ধন পুত্র লাভ মাত্র বিনাশ কারণ।
যে কর্ম্মের কদাচিত নহে আচরণ॥
নিষ্কাম হইয়া কর্ত্তা করে অনুষ্ঠান।
সেইত সাত্ত্বিক কর্ম্ম হয়ত প্রমাণ॥
ধন পুত্র রাজ্য স্বর্গ প্রাপ্তির লাগিয়া।
ধন ব্যয় কায় ক্লেশ অনেক করিয়া।
কে মোর সমান বেদবেত্তা বিপ্র আর॥
কর্ম্ম করে এমন করিয়া অহঙ্কার॥
রাজস বলিয়া এই কর্ম্মের গণন।
মোক্ষার্থির তাহাতে নাহিক প্রয়োজন॥
এ কর্ম্মের পশ্চাতে কি শুভ ফল হয়।
অথবা অশুভ বর্ত্তমান বৃত্তি হয়॥

দ্রব্যের সাধন হেতু পরের পীড়ন।
নিজ শক্তি আছে কি করিতে সমাপন॥
এ সকল না দেখিয়া মোহ মাত্র করে।
যে কর্ম্ম তাহাকে কহি তামস ভিতরে॥
অনাসক্ত কর্ম্ম করে গর্ব্ববাক্য নাই।
কর্ম্মেতে উদ্যমে ধৈর্য্য থাকেত সদাই॥
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নাহি করে হর্ষ শোক।
তাহাকে সাত্বিক কর্ত্তা বলে বিজ্ঞলোক॥
ধনপুত্র বিষয়েতে লোভ থাকে যার।
কর্ম্মফল প্রাপ্তির বাসনা রহে আর॥
শৌচাচার বর্জ্জিত অশুদ্ধি কলেবর।
পরধন লৈতে লুব্ধ পর পীড়া কর॥
লাভালাভ হর্ষ শোক যুক্ত যাবচিত।
সে হয় রাজস কর্ত্তা বেদের বিহিত॥
কর্ম্ম করে তাহাতে না থাকে অবধান।
ভালমন্দ বলিয়া না থাকে কোন জ্ঞান॥
সাধুলোক নিকটে নম্রতা নাহি হয়।
অন্যেরে দেখিলে শক্তি গোপন করয়॥
পর অপমানেতে উদ্যম সদা করে।
অন্যের লাভেতে শোক জন্ময় অন্তরে॥
ঝটীতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম মাসে নাহি করে।
এইরূপ কর্ম্ম বলি তামস ভিতরে॥
বুদ্ধিভেদ ধৃতি ভেদ তিন পরকার।
গুণভেদে হয় শুন কুন্তির কুমার॥
ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি অধর্ম্মের নিবারণ।
কোন দেশে কোনকালে কি কর্ম্ম করণ॥
কোন কার্য্য অকর্ত্তব্য তাহাতে বা হয়।
তার লাগি কর্ত্তব্য অভয় আর ভয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য ফল সিন্দেহেতে জানে।
সে বুদ্ধি রাজসি সেই বেদেতে বাখানে॥

অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলি করয় প্রতীত।
পৃথক কর্ম্মের সাতে বুঝে বিপরীত॥
সেইত তামস বুদ্ধি শুন ধনঞ্জয়।
যার থাকে তার নাহি যায় ভব ভয়॥
সঙ্কল্প বিকল্প রূপ ক্রিয়া করে মন।
প্রাণ ক্রিয়া শ্বাসরূপে রহিবা গমন॥
ইন্দ্রিয়েব ক্রিয়া নিজ বিষয় গ্রহণ।
যে ধৃতি এসব ক্রিয়া করয় ধারণ॥
চিত্তের একাগ্র হেতু যোগ দ্বারে।
আব কোন বিষয়কে কখনো না ধরে॥
সেইত সাত্বিক ধৃতি কৈল নিরূপণ।
রাজসী কহিয়ে এবে পৃথার নন্দন॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম যাতে করয় ধারণা॥
না ছাড়ে প্রসঙ্গে করে ফলের কামনা
সেই ধৃতি নাম পার্থ কহিয়ে রাজসী।
ইহা পরে কহি শুন যে ধৃতি তামসী॥
নিদ্রা ভয় শোক মদ বিষাদ ভাবনা।
কভু নাহি ছাড়ে যাকে অবিবেকি জনা॥
কহিয়ে ভারত শ্রেষ্ঠ সুখের প্রভেদ।
মন দিয়া শুন তুমি দূরে যাবে খেদ॥
যে সুখেতে সর্ব্বকাল রহে পরিচয়।
বিষয় রহিত তুল্য সহসা না হয়॥
তাহাতে যে সর্ব্বদায় করয় রমণ।
সেজনার সর্ব্ব দুঃখ হয় প্রসারণ।
প্রথমেতে বিষতুল্য পাছে সুধাময়।
মনবশ না হইলে কভু শুদ্ধি নয়॥
অতএব দুঃখরূপ প্রথম সাধিতে।
পশ্চাতে নির্ম্মল বুদ্ধি আত্মা বিষয়েতে॥
তাহা হৈতে হয় তেজ্রি অমৃত সমান।
সে বুদ্ধি হইতে হয় সব উপাদান॥

সাত্ত্বিক সুখের এই কহিল বিধান।
রাজস সুখের এবে কহিয়ে বাখান ॥
ইন্দ্রিয় বিষয় যোগে জন্ময় যে সুখ।
প্রথমে অমৃত তুল্য পাছে বড় দুখ ॥
স্ত্রীসঙ্গাদি সুখরূপ জানিবা একান্ত।
পরিণামে দুখ তাতে আছয় নিতান্ত ॥
নিদ্রা আর অলস্যতা এদুই প্রধান।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাহি রহে অবধান ॥
মন বাহ্য জন্মি-সুখ আত্মমোহ করে।
তামস বলিয়া পার্থ কহি তার তরে ॥
সত্ত্ব রজ তম তিন প্রকৃতির গুণে।
রহিত নাহিক কিছু এ তিন ভুবনে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি বৈশ্য শূদ্র আর।
প্রাক্তন সংস্কার গুণ ভেদ সবাকার ॥
সত্ত্বগুণে প্রধান হয়েন বিপ্রজাতি।
সত্ত্বযুক্তরজ মুখ্য হয়েন নৃপতি ॥
তমযুক্তরজযুক্ত বৈশ্যের জনম।
রজযুক্ত শূদ্রের প্রধান হয় তম ॥
গুণভেদে তা'সবার ভিন্ন কর্ম্ম গুণ।
বিবরিয়া কহি শুন শত্রু নিসূদন ॥
চিত্ত উপরম আর ইন্দ্রিয় দমন।
তপস্যা চিত্তের শুদ্ধি স্নানাদি কারণ ॥
পর দোষ ক্ষমা ব্যবহারে অবক্রতা।
শাস্ত্র জ্ঞান তত্ত্ব অনুভব আস্তিকতা ॥
ব্রাহ্মণের এই কর্ম্ম স্বাভাবিক হয়।
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম হবে কহিয়ে নিশ্চয় ॥
পরাক্রম প্রচণ্ডতা ক্ষত্রিয় লক্ষণ।
কর্ম্মকুশলতা যুদ্ধে নাহি পলায়ন ॥
দান তুষ্ট দমনাদি নৃপতির কর্ম্ম।
কৃষিকর্ম্ম গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্য ধর্ম্ম ॥
তিন বর্ণ সেবা শূদ্র কর্ম্ম স্বাভাবিক।
আপন আপন কর্ম্মে যে হয় নৈষ্ঠিক ॥
জ্ঞানেতে যোগ্যতা শীঘ্র লভে সেই নর।
তাহার প্রকার কহি শুন কুরুবর ॥
যে ঈশ্বর অন্তর্য্যামি হৈতে জীবগণ।
বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করে অনুক্ষণ ॥
সুকর্ম্ম দ্বারাতে তার করিয়া পূজন।
মনুষ্য লভয় সিদ্ধি এ সত্যো বচন ॥
পরধর্ম্ম ভাল যদি করে অনুষ্ঠান।
অঙ্গহীন নিজধর্ম্ম তাহার প্রধান ॥
স্বাভাবিক উক্ত কর্ম্ম করিয়া যাজন।
না হয় পুরুষ কভু পাপের ভাজন ॥
সাংখ্যমতে হিংসা দোষ আছে স্বধর্ম্মেতে
তাহা দেখি পরধর্ম্ম চাহেবা যজিতে ॥
তবে কহি শুন তুমি কুন্তির কুমার।
সদোষ যদ্যপি হয় ধর্ম্ম আপনার ॥
তথাপি তাহারে নহে ছাড়িতে উচিত।
যত কর্ম্ম দেখ সব দোষেতে ব্যাপিত ॥
অগ্নির সহজ দোষ ধূম্র তেয়াগিয়া।
জ্বলন সে শীততমো নিবৃত্তি লাগিয়া ॥
সেইরূপ কর্ম্মফল করি শীঘ্র ত্যাগ।
চিত্তশুদ্ধি লাগি কর্ম্ম কর মহাভাগ ॥
সর্ব্বত্র আসক্ত বুদ্ধি নাহি অহঙ্কার।
ফল স্পৃহা নাহি কর্ম্ম করে ব্যবহার ॥
ত্যাগ সন্ন্যাসের দ্বারে সেই মহামতি।
চিত্তশুদ্ধি রূপ সিদ্ধি লভয় সম্প্রতি ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্রহ্ম ভাব পায় যে প্রকারে।
সংক্ষেপেতে জ্ঞাননিষ্ঠা কহিয়ে তোমারে
সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে যুক্ত সদাই হইয়া।
সাত্ত্বিক ধৃতিতে তাঁরে নিশ্চয় করিয়া ॥

ইন্দ্রিয় বিষয় সব দূরে তেয়াগিয়া।
সে বিষয়ে রাগ দ্বেষ কিছুনা করিয়া॥
শূন্যদেশে বসতি করিবে অনুক্ষণ।
নিয়ম করিয়া সদা করিবে ভক্ষণ॥
বশেতে রাখিবে সদা কায় বাক্য মন।
নিরবধি করিবেক অভীষ্ট সাধন॥
পুনঃ পুনঃ যতনেতে বৈরাগ্য করিবে।
আমি এই অহঙ্কার দূরে তেয়াগিবে॥
দুষ্ট কর্ম্মে মনোযোগ বলে স্বেচ্ছাচার।
প্রলব্ধ বিষয়ে যদি ঘটে পুনর্ব্বার॥
তাতে লোভ তার লাগি করে প্রতিক্রোধ।
শেষে দ্রব্য সঞ্চয়ে আগ্রহ উপরোধ॥
অবশ্য এসব ত্যাগ করয় সংপ্রতি।
আমার করিয়া কভু না করিবে মতি॥
তবে তো পরম শান্তি সেজনা লভয়।
আমি ব্রহ্ম এই বুদ্ধি স্থির তার হয়॥
ব্রহ্মেতে সর্ব্বদা চিত্ত যার হয় স্থিতি।
সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্ত সেই মহামতি॥
শোক নাহি কভু করে নষ্ট দ্রব্যতরে।
অপ্রাপ্ত দ্রব্যের তরে আকাঙ্ক্ষা না করে॥
সর্ব্বভূতে সম ভাব করিয়া ভাবনা।
আমাতে লভয় ভক্তি সে প্রেম লক্ষণা॥
আমি ব্রহ্ম এই বুদ্ধি হয় সে জনার।
ভক্তিপথে কোথায় তাহার অধিকার।
ব্রহ্মভাব হৈলে পুন যদি ভক্তি হয়।
তবে জ্ঞান কখন পৃথক পথ নয়॥
চিত্তশুদ্ধি দ্বারে কিছু করে উপকার।
শাণ্ডিল্য মুনির ব্যাখ্যা এই পরকার॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা মুনির লিখন।
ভাষ্যকার মতে শুন তার বিবরণ॥

অবিদ্যা বিনাশ হৈলে তার পরীক্ষণ।
ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় মুক্তির লক্ষণ॥
ঈশ্বরে যে গুণ বশে যেমত প্রভাব।
সে সকল ভক্তদেহে হয় আবির্ভাব॥
ঈশ্বরে ভক্তেতে কিছু নাহি রহে ভেদ।
দাস প্রভুতার ভেদ মাত্র কহে বেদ॥
সংপ্রতি অধিক দেখি রাজপুরোহিতে।
পুরোহিত রাজা যেন কহয় সাক্ষাতে॥
এই অর্থ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির নিশ্চয়।
না কহিলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি না হয়॥
জীবন্মুক্ত সেই ভক্ত এই ভাব কহে।
বিশেষ প্রারব্ধ বশে দেহ মাত্র রহে॥
প্রকাশ করিয়া স্বামি না কৈলা লিখন।
অদ্বৈতবাদির উপরোধের কারণ॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতটীকায়াং স্বামিনোক্তং।
সম্প্রদায়ানুবোধেন পূর্ব্বাপরানুসারতঃ।
ভক্তি হৈতে আমাকে যথার্থরূপ জানে।
বিশ্বব্যাপী নিত্য চিদানন্দ মূর্ত্তিমানে॥
আমারে যথার্থ রূপ জানিয়া সে নর।
পরম আনন্দ রূপ হয় তার পর॥
পুন এই স্বামি ব্যাখ্যা দেখিয়া যতনে।
সাকার ভক্তির তত্ত্ব বুঝি দেখ মনে॥
সর্ব্ব কর্ম্ম করে হৈয়া আমার আশ্রয়।
কর্ম্মফল কদাচিত কিছু নাহি হয়॥
আমার প্রসাদে সে পরম পদপায়।
আমি শূন্য নিত্য যাতে কিছু নাহি দায়॥
চিত্তদ্বারে সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ।
করিয়া একান্তভক্তি আমা পরায়ণ॥
ঈশ্বরেতে ভক্তি হৈলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এইত নিশ্চয়॥

হৃদয়ে করিয়া কর কর্ম্ম আচরণ ।
সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে সতত রাখ মন ॥
আমাতে রাখিলে চিত্ত প্রসাদে আমার ।
সকল সংসার দুখে হেলে হবে পার ॥
অভিমানে যদি তুমি না কর শ্রবণ ।
তবে পুরুষার্থ নষ্ট হইয়া এখন ।
অহঙ্কারে আমার বচন না মানিয়া ।
যুদ্ধ না করিব বলি যে করিছ হিয়া ॥
এই ব্যবসায়ি সব হইবে অন্যথা ।
প্রকৃতি নিযুক্ত হৈয়া করিবা সর্ব্বথা ॥
প্রাক্তন সংস্কার জন্য যে ক্ষত্রিয় কর্ম্ম ।
তাহাতে নির্ব্বন্ধ আছে সে হয় স্বধর্ম্ম ॥
মহাতেজ যুক্ত তুমি না চাহ করিতে ।
নিশ্চয় করিবা সেই কর্ম্ম অবশেতে ॥
প্রকৃতি কর্ম্মের বশ সব জীব হয় ।
সাংখ্য মতে দুই শ্লোক কহিলা নিশ্চয় ॥
আপনার মত পুন প্রকট করিয়া ।
অর্জ্জুনের তরে কহিছেন বিবরিয়া ॥
সর্ব্ব ভূত হৃদয়ে আপনি ভগবান ।
অন্তর্যামি রূপেতে আছেন বর্ত্তমান ॥
দারু যন্ত্রে থাকে কাষ্ঠ পুতলিরগণ ।
তাতে যেন সূত্রধার করয় ভ্রমণ ॥
কিম্বা এই দেহ যন্ত্রে শুন মহামতি ।
তাতে অভিমনি জীব করয় বসতি ॥
নিজ শক্তি দ্বারে তিঁহ সবার জীবন ।
নানা কর্ম্মে সর্ব্বদা করান প্রবর্ত্তন ॥
সর্ব্ব ভাবে লও তুমি শরণ তাঁহার ।
সে প্রসাদে পাবে শান্তি নিত্য স্থান আর ॥
এইত পরম জ্ঞান কহিনু তোমারে ।
যারপর গোপনীয় নাহিক সংসারে ॥

যোগ আদি কর্ম্ম হৈতে পরম রহস্য ।
পূর্ব্বাপর আন ক., করিয়া অবশ্য ॥
এইত আমার বাক্য পার্থ তুমি ধর ।
যাহাতে তোমার ইচ্ছা সেই কর্ম্ম কর ॥
এই গীতা শাস্ত্র হয় পরম গম্ভীর ।
প্রবেশ করিতে শক্তি কার নাহি স্থির ॥
সকল গীতার ভাব সংগ্রহ করিয়া ।
কহিছেন হৃষীকেশ করুণা করিয়া ॥
স্বামির আভাস এই করিল লিখন ।
তুমিত আমার প্রিয় তাহার কারণ ॥
এবে মোর ব্যাখ্যা শুন দৃঢ় করি মনে ।
ইহাতে পরম গুহ্য সর্ব্ব স্থানে স্থানে ॥
কহিলাম পুন কহি শুন সাবধানে ।
অতিশয় প্রিয় তুমি তাহার কারণে ॥
কহিতেছি হিত গীত সুদৃঢ় বচন ।
আমার শবণে মন রাখ অনুক্ষণ ॥
ভক্ত হও সদা কর ভক্তির যাজন ।
ভক্তি বিনা আর কিছু না কর চিন্তন ॥
আমার চরণে নিত্য কর নমস্কার ।
আমাকে পাইয়া ভবসিন্ধু হও পার ॥
এইত প্রতিজ্ঞা সত্য করিল এখন ।
তুমি অতি মম প্রিয় তাহার কারণ ॥
বিধির কিঙ্কর হৈয়া নাহি প্রয়োজন ।
সকল ছাড়িয়া লও আমার শরণ ॥
প্রাক্তন কর্ম্মেতে যদি হয় কোন পাপ ।
আমি খণ্ডাইব তাহা না করিহ তাপ ॥
অতপস্বি অভক্ততা বলে নাহি রতি ।
আমার করয় দ্বেষ যেই মন্দমতি ॥
এইত পরম তত্ত্ব সেই দুরাচারে ।
কদাচিত না কহিবা কহিনু তোমারে ॥

এই গুহ্য তত্ত্ব যে আমার ভক্ত প্রতি।
কহয় আমাতে নিত্য করিয়া ভকতি॥
আমাকে যে জনা পায় নাহিক সংশয়।
তাহা হইতে মনুষ্যতে কেবা অতিশয়॥
আমার এমন প্রিয় নাহি বর্ত্তমান।
পশ্চাতে পৃথ্বীতে না জন্মিবে সেই জন॥
সর্ব্ব ধর্ম্মময় সর্ব্ববেদ শাস্ত্র সার।
সংবাদ যে পড়ে নিত্য তোমার আমার॥
জ্ঞান যজ্ঞ করে সেই আমার যাজন।
এইত আমার মনে হয় বিচারণ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া যেবা করয় শ্রবণ।
পরগুণ দোষ নাহি করে আরোপণ॥
পুণ্য কর্ম্ম করিয়া যে সব লোক পায়।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া সেই লোক পায়॥
এক চিত্ত হৈয়া পার্থ করিলা শ্রবণ।
তাহার প্রসাদে মোহ হৈল নিবারণ॥
অর্জ্জুন বলেন নিবেদিয়ে ভগবান।
তোমার প্রসাদে মোহ গেল পুন জ্ঞান॥
সাক্ষাতে আছয় কিছু নাহিক সংশয়।
করিব তোমার বাক্য শুন দয়াময়॥
সঞ্জয় কহেন নিবেদিয়ে কুরু বর্য্য।
কৃষ্ণঃ অর্জ্জুনের এই সংবাদ আশ্চর্য্য॥
অতি গোপনীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া।
সাক্ষাতে কহিলা হরি করুণা করিয়া॥
ব্যাসের প্রসাদে আমি করিনু শ্রবণ।
স্মরণে যাহার হয় লোম হরষণ॥
স্মরিয়া স্মরিয়া এই অদ্ভুত সংবাদ।
পুন পুন হর্ষ হইল খণ্ডিল বিষাদ॥
দেবতা বিস্মিত যাঁর দর্শন পাইয়া।
হরির সে বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া॥
হয়েছে বিস্ময় হর্ষ মোর বারেবার।
নিবেদেনু মহারাজ কি বলিব আর॥
যার পক্ষে বিরাজিত কৃষ্ণ যোগেশ্বর।
যাহাতে গাণ্ডীব ধনু পার্থ ধনুর্ধর॥
সেই সে পাণ্ডব পক্ষে অবশ্য বিজয়।
রাজ্য লক্ষ্মী পুন পুন বৃদ্ধি সুনিশ্চয়॥
এখন পাণ্ডবগণে প্রসন্ন করিয়া।
রাজ্যধন তাহাকে সকল সমর্পিয়া॥
পুত্রপ্রাণ রক্ষাকর শুন মহারাজ।
অন্যথা নাহিক জয় ঘটিবে অকাজ॥
গুরু গোপীনাথ পদে কোটী নমস্কার।
রচিলা গীতার ভাষা কৃপায় যাহার॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং সারঙ্গরঙ্গদানপুণ্যপরমার্থনামোঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।